সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Weekly Bangladesh || New York, Vol. 28 • Issue 45 • Thursday, 16 April 2026 • ০৩ বৈশাখ ১৪৩৩, ২৮ শাওয়াল ১৪৪৭

রেমিট্যান্সে ভর করে ৩০ বিলিয়ন ছাড়াল দেশের রিজার্ভ

ঢাকা : প্রবাসী আয়ের শক্তিশালী প্রবাহের ওপর ভর করে ফের স্বস্তির বার্তা দিয়েছে দেশের *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

নতুন আইনে কানাডার নাগরিকত্ব লাভ আগের চেয়ে সহজ

বাংলাদেশ ডেস্ক : কানাডার নাগরিকত্ব পাওয়ার নিয়মে বড় পরিবর্তন এসেছে। নতুন আইনের *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবনে বাংকার-টানেল

ঢাকা : আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তালমিলিয়ে তৈরি করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নতুন বাসভবন। বাড়ির নকশায় থাকছে বহির্বিশ্বের প্রধানমন্ত্রীদের বাড়ির আধুনিক ডিজাইন। সব সেফটি ও সিকিউরিটি মেনে বাসভবনের মাটির নিচে থাকবে অত্যাধুনিক বাংকার এবং সুড়ঙ্গ বা টানেল, যা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে প্রধানমন্ত্রীর পরিবারকে সুরক্ষা দেবে-এমনটাই পরিকল্পনা গণপূর্ত বিভাগের। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার নিজস্ব বাসভবন গুলশান-২ থেকেই দৈনন্দিন অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা যমুনা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সেখানে ওঠার কথা ছিল নতুন *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

টাইম ম্যাগাজিনের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় তারেক রহমান

টাইম ম্যাগাজিনের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় তারেক রহমান

ঢাকা : বিশ্বখ্যাত সাময়িকী 'টাইম' প্রকাশিত বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

১/১১ নিয়ে মুখ খুলছেন দুই জেনারেল

আওয়ামী লীগ ২০০৮ এ জিতেছিল সমঝোতায়

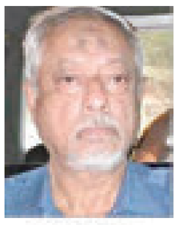

মাসুদ উদ্দিন

মাসুদ খালেদ

বাংলাদেশ রিপোর্ট: মুখ খুলতে শুরু করেছেন ১/১১ এর অন্যমত মুখ্য ষড়যন্ত্রকারী এবং ক্ষমতাধর সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

কম বয়সে রাষ্ট্র পরিচালনা করা বিশ্বের ১০ নেতা

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্ব রাজনীতিতে তরুণ নেতৃত্বের উত্থান এখন আর ব্যতিক্রম নয়। তরুণ নেতাদের কেউ সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান ফের বসছে

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন করে আলোচনা শুরু হতে পারে শিগগিরই। ১৬এপ্রিল বৃহস্পতিবারের মধ্যেই এ বৈঠক হওয়ার *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে এক দশকে সর্বোচ্চ স্টুডেন্ট-ভিসা আবেদন বাতিল

বাংলাদেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সকল শর্ত পূরণ করে আর্থিক স্বচ্ছলতার গ্যারান্টি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইস্যু করা আই-২০-সহ সংশ্লিষ্ট দেশে যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলার অফিসগুলোতে স্টুডেন্ট ভিসা অর্থ্যাৎ ম'এফ-১ ভিসা'র জন্য আবেদন করার পর *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

দেশে ডলারের বাজারে অস্থিরতা

ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল ও ইরানকে ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের পর যুদ্ধবিরতি চলছে। তবে বৈশ্বিক উত্তেজনা কমেনি। এর মধ্যে জ্বালানির বড় সংকট দেখা দিয়েছে দেশে। সেই সঙ্গে *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট প্রশ্নে বিভাজন

ঢাকা : জুলাই জাতীয় সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সংস্কারে অনুষ্ঠিত গণভোটের রায় বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন ইস্যুতে রাজপথে ধারাবাহিক আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১১-দলীয় ঐক্যজোট। সংসদে দাবি উত্থাপন, মুলতবি প্রস্তাব ও ওয়াকআউটের পর এবার রাজপথে ধারাবাহিক কর্মসূচির প্রস্তুতি নিচ্ছে জোটটি। সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশসহ *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

রাজনীতিবিদদের প্রত্যাশা

ঢাকা : বাংলা নববর্ষ-১৪৩৩ উপলক্ষে সারা দেশেই *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
- Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
- Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
- Halal Breakfast & Lunch
- Diabetes Prevention Program
- Help to apply for Medicaid/Food Stamp
- ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেভ $৫৮৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
GREE MECHANICAL YONKERS
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Looking to Purchase or Refinance?

UIF can help with your Islamic financing needs.

Quick & Easy Pre-Qualification | Home, Masjid & Commercial Financing | 5 Star Customer Service

UIF For Islamic Shariah Based Home Financing or Refinance Call Now!
ইসলামিক শরিয়াহ ভিত্তিক হোম লোন বা রিফাইন্যান্স এর জন্য এখনই কল করুন

Mohammed Alam
Area Manager
NMLS ID# 183916

Direct: (609) 757-8186
Cell: (215) 791-1291
Email: malam@myUIF.com
Apply online: www.myUIF.com/malam

Celebrating 20 Years of Serving the Community

UIF Corporation (UIF is a trademark of UIF Corporation) – Equal Housing Opportunity - NMLS 93480 (www.nmlsconsumeraccess.org) is a Faith Based subsidiary of University Bank (NMLS 715685), Member FDIC, that operates in various states. For a complete list of the states UIF Corporation is able to provide financing in, please visit www.myuif.com/license-registration. UIF Corporation is not affiliated with any government agency. This is not a commitment to lend or an offer for a rate lock agreement; a pre-qualification is based on a preliminary review of information provided and limited credit information. All home financing transactions are subject to verification of application information, satisfying all underwriting conditions and requirements, and property eligibility, including appraisal and title report. You must carry insurance on the property that secures the transaction, and flood insurance may be required. Any taxes or additional conditions imposed by the city, county or state that the subject property is located in will be the obligor's responsibility.

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Suryia Rahman

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call :
718-263-5999

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC

মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড

ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃচিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা

* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবারঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবারঃ দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।

87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442
Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

জুলাই বিপ্লব ও গণভোট নিয়ে টানাটানি

রাজনীতিবিদরা যা মুখে বলেন, তা যে হৃদয়ে পোষণ করেন না, এই ঐতিহাসিক সত্য আরেকবার প্রমাণিত হতে যাচ্ছে চব্বিশের জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ব্যাখ্যা, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশের অধীনের গণভোট অনুষ্ঠানের পর ক্ষমতায় আসীন সরকারের গণভোটের রায় বাস্তবায়নে অনীহার মধ্য দিয়ে। ইতোমধ্যে এ বিষয় নিয়ে জাতীয় সংসদে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে বাদানুবাদ, ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটেছে। বিরোধী দল জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবিতে রাজপথে নেমেছে এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বিষয়টি নিয়ে খুব শিগগির দেশে আবারও সহিংস ঘটনার পথ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। গণভোট অর্থ্যাৎ জুলাই সনদ ও সংবিধান সংস্কারের জন্য পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বিতীয় শপথ গ্রহন করা থেকে বিএনপির সদস্যদের বিরত থাকার মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, বিএনপি জুলাই সনদ ও গণভোটের রায় থেকে সম্পূর্ণ ইউ টার্ন নিয়েছে। তারা তবুও মিষ্টি মিষ্টি কথায় এবং বিরোধী দলের পিঠে হাত বুলিয়ে জুলাই সন্দ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অধ্যাদেশের কার্যকারিতা তামাদি হয়ে যাওয়ার সময় কাটিয়ে দিয়ে ঘোষণা করেছে যে বৈধ কারণেই এখন আর সে অধ্যাদেশ কার্যকর করার সুযোগ নেই। বিএনপির যুক্তি সঠিক। তামাদি তো আইনানুগভাবেই হয়েছে। বিরোধী দল এখন রাজপথে ও সংসদে যত অভিযোগই করুক যে, বিএনপি জনগণের রায় নিয়ে দ্বিচারিতা করেছে, তাতে কী সুফল পাওয়া যাবে? আন্দোলন, রাজপথ, সহিংসতা? আওয়ামী ২০০৮ সালে

সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সমঝোতা করে ক্ষমতায় এসে যদি অবৈধ ও সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে টানা সাড়ে ১৫ বছর ক্ষমতা আঁকড়ে থেকে জনগণের ওপর জুলুম নির্যাতন, গুম-খুন, লুণ্ঠন করতে পারে, সেদিক থেকে তো বিএনপি সরকারের অবস্থান আরো শক্তিশালী। তারা বৈধ উপায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতায় এসেছে। বাংলাদেশে কোনো নির্বাচনই সুষ্ঠু ও অবাধ হয় না, কিছুটা হলেও শেষ পর্যন্ত ফলাফলে কারসাজি করা হয়, যা এবারের নির্বাচনেও হয়েছে। কারসাজি না করলেও বিএনপি ক্ষমতায় আসতো এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার জন্য যে কৌশলগুলো অবলম্বন করেছে, বিএনপি সেই কৌশলগুলো অবলম্বন করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করবে না, তা হলফ করে বলা যায় না। তবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গড়ে উঠা জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল বিএন-পির পক্ষে কোনোভাবেই সঙ্গত হবে না আওয়ামী ফ্যাসিবাদী কায়দায় সরকার পরিচালনার চেষ্টা করা। আওয়ামী লীগের মতো একটি দলের পক্ষেই শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি। শেখ হাসিনার মতো ক্রুর হাসিনাকে সদলবলে পালাতে হয়েছে। জনগণ বিএনপিকে সে পরিণতিতে দেখতে চায় না। বিএনপির পক্ষে গণভোটের রায়কে প্রতারণামূলকভাবে বানচাল করাকে জনগণ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। কারণ তারা বিএনপিকে কমবেশি পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক দল হিসেবে দেখে এসেছে। কিন্তু বিএনপি সরকারের গত দুই মাসের কর্মকান্ডে অনেকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, বিএনপি কি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিএনপি আরেকটি আওয়ামী লীগ' হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে? সরকার যদি তাদের দলের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি রক্ষা করতে চায় তাহলে কিছুসংখ্যক বিএনপি নেতাকে 'সুযোগ সন্ধানী' ভূমিকা পালন করা থেকে বিরত রাখতে হবে।

১৬-২২ এপ্রিল ২০২৬ নামাজের সময়সূচি ২৮ শাওয়াল-০৫ জিলক্বদ ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১৬ এপ্রিল	৪.৫৫	৬.১৫	১২.৫৬	৫.৪০	৭.৩৬	৮.৫৭
১৭ এপ্রিল	৪.৫৩	৬.১৪	১২.৫৫	৫.৪০	৭.৩৮	৮.৫৮
১৮ এপ্রিল	৪.৫২	৬.১২	১২.৫৫	৫.৪১	৭.৩৯	৯.০০
১৯ এপ্রিল	৪.৫০	৬.১১	১২.৫৫	৫.৪১	৭.৪০	৯.০১
২০ এপ্রিল	৪.৪৮	৬.০৯	১২.৫৫	৫.৪১	৭.৪১	৯.০২
২১ এপ্রিল	৪.৪৬	৬.০৮	১২.৫৫	৫.৪১	৭.৪২	৯.০৪
২২ এপ্রিল	৪.৪৫	৬.০৭	১২.৫৪	৫.৪২	৭.৪৩	৯.০৫

উপসম্পাদকীয়

বৈষম্য কমেনি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও দেশে বৈষম্য জাতির অভ্যন্তরে স্থায়ী হয়ে রয়ে গেছে। চব্বিশের অভ্যুত্থানে বৈষম্যবিরোধী আওয়াজ উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু বৈষম্য তো দূর হয়ইনি, বরং আরও প্রবলভাবে জাতির স্কন্দে চেপে বসেছে। বৈষম্য কেবল যে বাইরের ব্যাপার তা নয়, ভিতরের ব্যাপারও বৈকি; এবং সেটিই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ মূল দুর্বলতা। পীড়িতরাও পীড়ন করে। কম করে না, তারা শোধ নেয়। ফলে পীড়ন ও পীড়া দুটিই সত্য হয়ে থাকে। দুর্বল জাতি মার খায় বড় জাতির হাতে। মার খেয়ে শোধ নেয় নিজের ঘরে। শোষণ ও অত্যাচার করে তুলনায় দুর্বল শ্রেণির ওপর। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এটা খুবই সত্য। ধনী এখানে পীড়ন করে গরিবকে। শোষণ করে। ফলে ঐক্য গড়ে ওঠে না। শ্রেণিবৈষম্যটাই মূল বৈষম্য। শ্রেণির ক্ষেত্রে সাম্যের প্রতি যে অভাব সেটা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পেছনেও কাজ করেছে। দূর অতীতে শ্রেণিগতভাবে মুসলমানরা ছিল দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া। তদুপরি তাদের অধিকাংশই এসেছে সমাজের নিম্নস্তর থেকে, ধর্মান্তরিত হয়ে। ধর্মান্তরের আগে একাংশ অবশ্যই ছিল আদিবাসী। হিন্দু মধ্যবিত্তের ব্রাহ্মণ্যবাদী উন্নাসিকতা শ্রেণিগত উচ্চমন্যতার দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। মূল অসাম্য নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক। সেই অসাম্য থেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলমান জাতীয়তাবাদ বের হয়ে এসেছে।

বৈষম্য ছিল পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের এলাকাতেও। এখানেও শ্রেণি ছিল, উচ্চ শ্রেণিতে নারীর যে অবস্থান, নিম্ন শ্রেণিতে তা নয়। কিন্তু শ্রেণিনির্বিশেষে নারীর অবস্থা পুরুষের তুলনায় যে খারাপ ছিল, সে ব্যাপারে সংশয়ের কোনো প্রশ্নই নেই। বাঙালির সংস্কৃতিতে মাতৃত্বকে উচ্চমূল্য দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে অর্থনীতির যে যোগ নেই, তা নয়। অর্থনীতি কৃষিনির্ভর, কৃষিতে উর্বরতা অত্যাবশ্যক, ফলনশীলতাই প্রধান গুণ। সেই মূর্তিতেই নারীর মাতৃত্ব সম্পর্কে উচ্চ ধারণা গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রেই মাতার প্রতি ভালোবাসা নিজের প্রতি ভালোবাসারই প্রতিরূপ। মা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তাই তিনি মূল্যবান, মনোভাবটি এরকমই। মাতৃভূমির জয়গান কম করা হয়নি, হচ্ছেও না। কিন্তু তাতে ব্যক্তি মাতার তেমন কোনো লাভ হয়নি, মাতৃভূমিরও যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, তা নয়। মাতার নামে ঐক্যের ডাকে জাতীয় ঐক্য না এসে বরঞ্চ বিভেদ এসেছে।

বিভেদের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতাও ইন্ধন সরবরাহ করেছে। পূর্ববঙ্গ কম অনুন্নত পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের তুলনায়। জলাভূমি দিয়েই পূর্ববঙ্গ মূলত গঠিত। ইংরেজ আমলে বাংলার রাজধানী ছিল কলকাতা। উন্নয়নের স্রোত ওই শহরমুখীই ছুটেছে, সবেগে। অনুন্নত পূর্ববঙ্গ আরও অনুন্নত হয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা বাঙালি নয়, বাঙ্গাল বলে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। অনুন্নত পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য; আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধির ব্যাপারে এই সত্যটাও একটা উপাদান হিসেবে কার্যকর ছিল।

রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন ঘটেছে। কিন্তু তাতে বৈষম্য দূর হয়নি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল দুর্বলতা ও প্রধান শত্রু দুটোই হচ্ছে বৈষম্য। রাষ্ট্রের উত্থানপতন সেই শত্রুকে স্পষ্টরূপে চিহ্নিত হতে দেয়নি; বরং তাকে অস্পষ্ট করে দিয়েছে। বিশেষ করে শ্রেণিবৈষম্যকে। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষে একটি রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেটা ভিতর থেকে গড়ে ওঠেনি, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে জাতি একটি ছিল না, দুটিও নয়, ছিল অনেক কটি। সেই জাতিসত্তাগুলো স্বীকৃতি পায়নি। ভারতবর্ষ একটি দেশ নয়, উপমহাদেশ। রাশিয়াকে বাদ দিলে ইউরোপের যা আয়তন, ভারতবর্ষের আয়তন তার সমান। সেই বৃহৎ দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির বাস। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক বিকাশের সমতা আসেনি। ওই অসাম্যের দরুন ভারত-পাকিস্তান ভাগাভাগি হয়েছে এবং পাকিস্তানও এক থাকতে পারেনি। এখন ভারতেও জাতিগত সমস্যার টানাপোড়েন ও সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। টিকে থাকতে পারবে কি না, সন্দেহ। খণ্ডিত পাকিস্তান সম্পর্কেও সেটা সত্য। ব্যাপার অন্যরকম হতো, যদি অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতিসত্তার ভিতর সমতা থাকত এবং অবিভক্ত ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতো। যেখানে জাতিসত্তাগুলো যোগ দিত স্বেচ্ছায় এবং প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা থাকত ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার। সেটা ঘটতে দেওয়া হয়নি বলেই এত সব বিপর্যয় ও এমন অব্যাহত দুর্যোগ। ব্রিটিশের রাষ্ট্র বৈষম্য দূর করেনি, বাড়িয়েছে। পরবর্তী রাষ্ট্র দুটিরও ওই একই কাজ। বাংলাদেশে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। কিন্তু আবার হয়ওনি। মধ্যবিত্ত প্রায়-উন্মত্ত ইংরেজি শিখতে। কোম্পানির শাসনামলে যা দেখা যেত, আজও তাই দেখা যাচ্ছে।

সর্বত্র ইংরেজি শিখবার উন্মাদনা। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তর থেকেই ইংরেজি শিক্ষার অধিকারের দাবিতে প্রবল আন্দোলন হয়েছে। সেখানে যুক্তি হচ্ছে ইংরেজি কম জানার দরুন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার্থীরা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না, পিছিয়ে পড়ছে। তদুপরি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ প্রতিহত করার অজুহাতটাও রয়েছে। বাংলাদেশে অবশ্য শুরুর স্তর থেকেই ইংরেজি পড়ানো হয়। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে এখানেও সেই একই আগ্রহ। এখানকার প্রতিযোগিতাটা অভ্যন্তরীণ। পার্থক্য ওইটুকুই, নইলে ঘটনা একই। কৌতুককর ব্যাপার এই যে ব্রিটিশ শাস-নামলে ইংরেজি ভাষার যে আধিপত্য ছিল, সেটা আবার ফেরত আসছে। জাতীয় স্বাধীনতা এসেছে কি আসেনি এই ঘটনা তার একটি দ্যোতক বটে। যেমন ভারতে, তেমনি বাংলাদেশে।

আমাদের সমষ্টিগত মানুষের মুক্তি আসেনি কেন? মুক্তি আসেনি এই কারণে যে ওই যে পুঁজিবাদী ধারা-যেটা ব্রিটিশ আমলে ছিল, পাকিস্তান আমলে ছিল, আজও আছে, সেই পুঁজিবাদী উন্নয়নের ধারাই অক্ষুণ্ন রয়েছে। আমরা ব্রিটিশ আমলে তিন ধারার শিক্ষা দেখেছিলাম। পাকিস্তান আমলে সেটা আরও বড় হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে তিন ধারার শিক্ষা থাকবে না, সব শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হবে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গভীর হবে, স্থায়ীভাবে এবং প্রকৃত শিক্ষা হবে-এইটা ছিল আমাদের স্বপ্ন, এটা ছিল আমাদের চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কোথায় সেই স্বপ্ন, কোথায় সেই চ্যালেঞ্জ? এখন তো তিন ধারার শিক্ষা কেবল যে আছে তা নয়, এই শিক্ষা আরও বিস্তৃত, আরও গভীর হয়েছে। তার কারণ শ্রেণিবিভাজন আরও বড় হয়েছে। শ্রেণিবিভাজন আরও গভীরে চলে যাচ্ছে। কাজেই তিন ধারাকে এক ধারায় আনা, সেটা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই যে আমাদের বাংলাদেশ, এর এত যে সম্পদ; এই সম্পদের জন্যই যুগে যুগে, শতাব্দীতে বিদেশিরা এখানে এসেছে। বাংলাদেশের নগর-বন্দর তারা ব্যবহার করেছে, আমাদের পণ্য আমরা রপ্তানি করেছি। এই বাংলাদেশ এত দরিদ্র হলো কেন? দরিদ্র হলো এই কারণে যে এখানে উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। এখানকার সম্পদ একসময় দিল্লিতে যেত, পরে এই সম্পদ লন্ডনে চলে যাওয়া শুরু করল। পাকিস্তান আমলে দেখলাম সম্পদ করাচিতে চলে যাচ্ছে। এসবই ছিল একটি ঔপনিবেশিক শোষণ প্রক্রিয়া, যেখানে বাংলাদেশ হচ্ছে একটা উপনিবেশ। পাকিস্তা-নিরা যে অভ্যন্তরীণ একটা উপনিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছিল, ওই ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হয়নি আজকের বাংলাদেশও।

তাকালেই দেখা যাবে এই বাংলাদেশ এখন ধনীদের, বিত্তবানদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। ঔপনিবেশিকরা যেমন এখান থেকে লুণ্ঠন করত, শোষণ করত এবং সেই সম্পদ পাচার করত, আজকের বাংলাদেশের সেই একই ঘটনা ঘটছে। ধনীরা এখানকার সম্পদ লুণ্ঠন করছে এবং শ্রমিকের ঘামের বিনিময়ে যে অর্জিত সম্পদ, তা বিদেশে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ ওই ঔপনিবেশিকতা আছে, ওই পুঁজিবাদী উন্নয়ন আছে; সেখান থেকে আমরা মুক্তি পাইনি। আমাদের একাত্তরে স্বপ্ন ছিল এই যে আমরা মুক্ত হব, আমরা তার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেছি। কিন্তু মুক্তি এলো না। আগের ব্যবস্থাই রয়ে গেল। আগের রাষ্ট্রই রয়ে গেল, আগের আইন, আগের কানুন, আগের বাহিনী, আগের শিক্ষাব্যবস্থা, সবকিছু রয়ে গেল। কেন রয়ে গেল? রয়ে গেল এই কারণে যে শাসনক্ষমতা পুঁজিবাদীদের হাতে চলে গেল। ব্রিটিশের পুঁজিবাদী শোষণ-শাসন আগেই ছিল, পাকিস্তানি পুঁজিবাদ সেখানে এলো। স্বাধীন বাংলাদেশে তার জায়গায় এলো বাঙালি পুঁজিবাদ, বাঙালি বুর্জোয়া। সেজন্য যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে, সেটা হলো ব্যক্তিগত উন্নয়নে চলবে না। কেবল শুধু গাড়িঘোড়ার স্বপ্ন দেখা, চড়ার স্বপ্ন দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা না। আমাদের এই সমাজকে বদলাতে হবে।

এই সমস্যা কেবল আমাদের নয়, আজ সারা পৃথিবীর সমস্যা হচ্ছে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার সমস্যা এবং ব্যক্তিমালিকানার বিপরীত যে ধারা, সেটা হচ্ছে সামাজিক মালিকানা। হ্যাঁ, সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল। বিপ্লব হয়েছিল ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে, বিপ্লব হয়েছে চীনে, বিপ্লব হয়েছে অন্য দেশে, পূর্ব ইউরোপে, কিউবায়। কিন্তু ওই যে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা, সেটা সেখানে টিকল না। টিকল না কেন? টিকল না ভিতরে ও বাইরের পুঁজিবাদী মতাদর্শীদের চাপে পড়ে।

আজকের দিনে পৃথিবী থাকবে কি থাকবে না, তা মনুষ্য উপযোগী হবে কি হবে না, সেটা নির্ভর করছে মালিকানা কাদের কাছে থাকবে তার ওপরই।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

মার্কিন ঘাঁটির নিরাপত্তাচাদর ফালাফালা, বাদশাহ-আমিরদের কী হবে

সারফুদ্দিন আহমেদ

ইরানের হামলায় কমপক্ষে ১৭টি আমেরিকান ঘাঁটি ও স্থাপনা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে তাদের অনেক সেনা মারা পড়েছেন ইরানের হামলায় কমপক্ষে ১৭টি মার্কিন ঘাঁটি ও স্থাপনা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে তাদের অনেক সেনা মারা পড়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শেষ পর্যন্ত কূটনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে পারুক আর না পারুক, এর মধ্যেই যে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেছে, তা হলো, উপসাগরীয় এলাকায় আর আগের মতো যুক্তরাষ্ট্রের 'দাদাগিরি' থাকছে না। ইরানি হামলার পরপরই মার্কিন ঘাঁটিগুলোর ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে ভাসা-ভাসাভাবে ধারণা মিলছিল। এখন নিউইয়র্ক টাইমস আসল ছবি দেখিয়ে দিয়েছে। এক প্রতিবেদনে তারা বলেছে, ইরানের হামলায় কমপক্ষে ১৭টি মার্কিন ঘাঁটি ও স্থাপনা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে তাদের অনেক সেনা মারা পড়েছেন। হামলার শিকার হয়েছে একাধিক মার্কিন দূতাবাস। মার্কিন নিরাপত্তাকে 'মৌনতার সুতোয় বোনা একটি রঙিন চাদর' এবং 'সেই চাদরের ভাঁজে ভাঁজে নিঃশ্বাসেরই ছোঁয়া...আছে ভালোবাসা-আদর' ভেবে আরবের বাদশাহরা এত দিন নিশ্চিন্ত আলস্যবিলাসী ঘুম দিচ্ছিলেন। ইরানি মিসাইলের আওয়াজে ঘুম ভাঙার পর এখন তাঁরা দেখছেন, সেই চাদর ছিঁড়েফুঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে।

ইসলামাবাদের সালিসি টেবিলে যুদ্ধবিরতির জন্য ইরান যে ১০টি শর্ত রেখেছিল, তার মধ্যে একটি হলো এই অঞ্চল থেকে যুদ্ধকালে মোতায়েন করা সব মার্কিন সেনা সরিয়ে নিতে হবে। ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি না করলেও ইতিমধ্যে আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়েছে, সেখানে কোনো মার্কিন ঘাঁটি রাখা যাবে না। অর্থাৎ ঘটিবাটি ফেলে আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ছেড়ে মার্কিন সেনারা যেভাবে চলে গিয়েছিল, সেভাবে উপসাগরীয় এলাকা থেকে তাদের ভাগতে হবে। ইরানের হামলায় ঘাঁটিগুলোর করুণ দশা দেখে আরব দেশগুলোও বুঝে ফেলেছে, তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার মুরোদ যুক্তরাষ্ট্রের আর আগের মতো নেই। প্রশ্ন হলো, আরবের বাদশাহরা কেন তাঁদের দেশের ভেতরে যুক্তরাষ্ট্রকে এত ঘাঁটি বানানোর অনুমতি দিয়েছিলেন? এসব ঘাঁটি কার নিরাপত্তার জন্য বানানো হয়েছিল? এগুলো কি আসলে বাদশাহ-আমিরদের গদির, নাকি আরবের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য বানানো হয়েছে? নাকি এগুলোর কাজ শুধু যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের নিরাপত্তা দেওয়া? নাকি এর পেছনে আরও কারণ আছে?

ধান ভানতে শিবের গীতের মতো শোনালেও এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার এবং পরিষ্কারভাবে গোটা ছবিকে মাথার মধ্যে নেওয়ার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পেছনে। ৬৩২ সালের ডিসেম্বরে ইয়ামামার যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসাইলামা এবং তাঁর বনু হানিফাকে এমনভাবে পরাস্ত করলেন যে গোত্রটি পরের এক হাজার বছর পর্যন্ত আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। ৬৩২ সালের ডিসেম্বরে ইয়ামামার যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসাইলামা এবং তাঁর বনু হানিফাকে এমনভাবে পরাস্ত করলেন যে গোত্রটি পরের এক হাজার বছর পর্যন্ত আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই আরব ভূমির প্রায় সবটাই মুসলমানদের শাসনাধীন চলে এসেছিল। প্রায় সব গোত্র মদিনা রাষ্ট্রের শাসন মেনে নিয়েছিল। মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা হিসেবে হজরত আবু বকর (রা.) দায়িত্ব নেন এবং এর পরপরই আরবের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গোষ্ঠী বিদ্রোহ শুরু করে বসে। কেউ কেউ নিজেদের নবী পর্যন্ত দাবি করে বসেন।

তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর বিদ্রোহী ছিল ইয়ামামা এলাকার (বর্তমান রিয়াদ শহরের ৪০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বের আল-খার্জ ও তার আশপাশের এলাকা) ভণ্ড নবী মুসাই-লামাতুল কাজ্জাব। বিদ্রোহ দমনে খলিফা তাঁর 'আন-ডিফিটেড জেনারেল' খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে পাঠালেন। মুসাইলামা ছিলেন বনু হানিফা গোত্রের লোক। এটি যুদ্ধবাজ গোত্র ছিল। ৬৩২ সালের ডিসেম্বরে ইয়ামামার যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসাইলামা এবং তাঁর বনু হানিফাকে এমনভাবে পরাস্ত করলেন যে গোত্রটি পরের এক হাজার বছর পর্যন্ত আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। তবে এক হাজার বছর পর সেই বনু হানিফা থেকে এমন একজন নেতা উঠে আসেন, যাঁর উত্তরসূরিরা আরবের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর হিসেবে কয়েক শতাব্দী ধরে টিকে আছেন। সেই নেতার নাম মুহাম্মদ বিন সৌদ। ১৬৮৭ সালে জন্ম নেওয়া মুহাম্মদ বিন সৌদ রিয়াদের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকণ্ঠের দিরিয়াহ এলাকার আমির ছিলেন। ১৭২৭ সালে আমির পদে বসেছিলেন তিনি। তাঁর পূর্বপুরুষেরাও দিরিয়াহর শাসক ছিলেন। মুহাম্মদ বিন সৌদ যখন আমির, তখন আরবের বিরাট অংশের দখল ছিল উসমানীয় সালতানাতের হাতে। তবে কিছু কিছু এলাকা দুর্গম হওয়ায় সেগুলো উসমানীয়দের দখলমুক্ত ছিল। এর মধ্যে দিরিয়াহও ছিল।

উসমানীয়রা মূলত হানাফি মাজহাবের অনুসারী ও কিছুটা সুফি ঘরানার ছিলেন। তাঁরা মক্কা ও মদিনার ধর্মীয় বিষয়গুলোয় চার সুন্নি মাজহাবকেই (হানাফি, মালিকি, শাফিই, হাম্বলি) সরকারি স্বীকৃতি দিতেন। উসমানীয়দের এই ধর্মীয় আক্বিদার বিরোধিতা করে ওই সময় একজন ব্যক্তি প্রচার চালানো শুরু করলেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নাজদি ইবনে সুলাইমান আত-তামিমি (১৭০৩-১৭৯২)। তিনি ছিলেন মধ্য আরবের নাজদ অঞ্চলের একজন ধর্মীয় নেতা ও সংস্কারক। বর্তমানে সৌদি আরবের সরকারি ধর্মীয় মতবাদ যে ওয়াহাবি ধারার, তিনি সেই ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সমর্থকেরা তাঁকে ইসলামের বিশুদ্ধ তওহিদ পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী মনে করেন। আর তাঁর বিরোধীরা তাঁকে অতিরিক্ত কঠোর এবং ঐতিহ্যবিরোধী সংস্কারক হিসেবে দেখেন।

আবদুল ওয়াহাবের নতুন মতবাদ প্রচারের কথা উসমানীয় শাসকদের কানে যেতেই তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। গ্রেপ্তার এড়াতে ওয়াহাব দিরিয়াহর আমির মুহাম্মদ বিন সৌদের কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইলেন। মুহাম্মদ বিন সৌদ তাঁকে শুধু আশ্রয় দিলেন না, নিজের ছেলে আবদুলআজিজ বিন মুহাম্মদের সঙ্গে ওয়াহহাবের মেয়ে আমিনা বিনতে ওয়াহাবের বিয়ে দিয়ে দিলেন। দুই 'মুহাম্মদ' বেয়াই হয়ে গেলেন। 'দিরিয়াহ চুক্তি' নামের একটি চুক্তির মধ্য দিয়ে দুই বেয়াই ১৭৪৪ সালে (মতান্তরে ১৭৪৫ সালে) একটি জোট গড়ে তুললেন। ঠিক হলো, নতুন এই শাসনব্যবস্থার প্রশাসনিক ও সামরিক দিকটি দেখবে সৌদি বংশ; আর ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের বিষয়গুলো দেখবে ওয়াহাবি বংশ।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan, MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।

আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ জনমতের প্রতিধ্বনি

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আওয়ামী লীগ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়জুড়ে আছে। মুসলিম লীগের গণবিরোধী ভূমিকার কারণে আওয়ামী লীগের সৃষ্টি। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পূর্ব বাংলার জনগণের দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষোভ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ১৯৬৬ সালে ঘোষিত ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলে প্রচার করা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এ অঞ্চলের জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থনে আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে মূলত পাকিস্তানি জনগণের মনস্তাত্ত্বিক ভাঙন নিশ্চিত হয়। অপেক্ষা ছিল শুধু সময় ও সুযোগের। পাকিস্তানের নির্বোধ সেনা নেতৃত্ব ২৫ মার্চ এর হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের কবর খোঁড়া শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। এসব অর্জনের জন্য অবশ্যই আওয়ামী লীগ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য; কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে তাদের শাসনকাল দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লুটপাট ও সন্ত্রাস দ্বারা চিহ্নিত হয়। গণতন্ত্রের কথা বলে যারা পাকিস্তানের ২৩ বছর সংগ্রাম করেছে, তারা অবশেষে বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অবসান ঘটায়। ১৯৭৫ সালের মধ্য আগস্টের ঘটনাবলির পর ক্ষমতায় ফিরে আসতে আওয়ামী লীগের ২১ বছর লেগে যায়। ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ছলে-বলে-কলে-কৌশলে বিভক্ত করে তারা নির্বাচনী বৈতরণী পার করে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন যে, ওই বিভক্তি না হলে বাংলাদেশের মাটিতে মুসলিম লীগের ভাগ্য বরণ করত আওয়ামী লীগ। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় ফিরে আসে। জনগণের ভোটে নয়। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। লন্ডনের দ্য ইকোনমিস্ট-এর ভাষ্য অনুযায়ী, 'বস্তা বস্তা ভারতীয় টাকা এবং রণকৌশলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হয়।' আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাই তারা ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে অর্জিত তত্ত্বাবধায়কব্যবস্থা বাতিল করে। পরের ইতিহাস সবারই জানা। ২০২৪-এর ভোট-ারবিহীন নির্বাচন, ২০১৮-এর নিশিথ রাতের নির্বাচন এবং অবশেষে ২০২৪ সালের আমি-ডামির নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নির্বাচনব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে। দীর্ঘ ১৭ বছরে জনগণের অনেক রক্তপাত ঘটলেও রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়। ২০২৪-এ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে আপামর জনগণের রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পতিত শেখ হাসিনা পলায়ন করেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল তিনটি। প্রথমত, আওয়ামী স্বৈরাচারের বিচার, দ্বিতীয়ত, প্রত্যাশিত রাষ্ট্র সংস্কার এবং তৃতীয়ত, একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আওয়ামী নেতৃত্ব ভারত থেকে জনগণের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়। মানুষের ওপর বেপরোয়া হামলা-মামলা, অন্যায়-অত্যাচার ও গুম-খুনের জন্য তারা কখনোই অনুতাপ করেনি। নির্বাচন বানচাল করার জন্য তারা নানা ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালায়। জনরোষের কারণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আওয়ামী

লীগের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখে। এখন জনগণের নিরঙ্কুশ রায়ে প্রতিষ্ঠিত বিএনপি সরকার, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষিত অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম বেআইনি ঘোষণা করেছে। এই প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক আইনগত ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বিকাশ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইনের শাসনের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারিকৃত অধ্যাদেশ, যেখানে 'কোনো ব্যক্তি বা সত্তাকে নিষিদ্ধ ও তাদের যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ করার' বিধান রাখা হয়েছিল- তা এখন সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) বিল, ২০২৬ হিসেবে জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। এর মাধ্যমে মূলত সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯-এর একটি কাঠামোগত সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে, যা রাষ্ট্রকে একটি সংগঠনকে 'সন্ত্রাসী সত্তা' হিসেবে ঘোষণা করে তার সবধরনের সাংগঠনিক ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা দেয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, এই আইনে নতুন কোনো মৌলিক বিধান সংযোজন করা হয়নি; বরং অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা অধ্যাদেশটিরই স্থায়ী আইনি রূপ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এটি একটি নীতিগত ধারাবাহিকতা (ঢ়ড়ষরপু পড়হঃরহঁরঃু) বজায় রাখার প্রয়াস।

এই আইনের আওতায় শুধু সংগঠন নিষিদ্ধই নয়, বরং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পক্ষে বা সমর্থনে যেকোনো ধরনের বক্তব্য, গণমাধ্যমে প্রচারণা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কার্যক্রম, এমনকি সভা-সমাবেশ বা জনসমক্ষে বক্তব্য প্রদানও নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা হয়েছে। ফলে এটি শুধু একটি রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা নয়; বরং একটি সর্বাত্মক সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা আরোপের আইনি কাঠামো।

রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বনাম নাগরিক স্বাধীনতার মধ্যকার চিরায়ত দ্বন্দ্ব এখানে আবারও সামনে এসেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কার্ল স্মিট (ঈধৎষ ঝপযসরঃঃ) 'বীপবঢ়-ঃরড়হ'-এর ধারণায় বলেছিলেন, সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র নিজেকে রক্ষার জন্য ব্যতিক্রমী ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকার সেই ব্যতিক্রমী ক্ষমতাকে আইনি কাঠামোর ভেতরে স্থায়ী রূপ দিতে চেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

সরকারপক্ষ এই সিদ্ধান্ত 'জনমতের প্রতিফলন' হিসেবে ব্যাখ্যা করছে। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভীর বক্তব্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সহিংসতা ও জনরোষের পরিপ্রেক্ষিতে এই নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়েছে। তার যুক্তি, যদি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন বা দমন-পীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত একটি দলকে অবাধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ দেয়া হয়, তবে তা বিশ্বব্যাপী স্বৈরশাসনের বৈধতা দেয়ার শামিল হবে।

অন্য দিকে আইনি বিশ্লেষকদের একটি অংশ এই পদক্ষেপকে ভবিষ্যতের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ নজির হিসেবে দেখছেন। সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শাহদীন মালিক মনে করেন, কোনো দলের সদস্যদের অপরাধের দায় পুরো সংগঠনের ওপর চাপিয়ে তার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হলে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ার হিসেবে এই আইন ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তার মতে, এটি একটি পড়ষষবপঃরাব ষরধনরষরঃু-এর ঝুঁকি সৃষ্টি করে, যা আধুনিক গণতান্ত্রিক আইনের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো-রহংঃরঃঁঃরড়হধষ ঃৎঁংঃ বা প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা। যখন রাষ্ট্র কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে, তখন সেটি কেবল একটি দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নয়; বরং পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নাগরিকদের আস্থার প্রশ্নও জড়িয়ে পড়ে। যদি জনগণ মনে করে আইনটি ন্যায়বিচারের জন্য নয়; বরং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দুর্বল হতে পারে।

তবে বিপরীত যুক্তিও রয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাহবুব উল্লাহ মনে করেন, যদি কোনো সংগঠনের বিরুদ্ধে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের মতো গুরুতর অভিযোগ থাকে, তবে সেই সংগঠনের রাজনৈতিক অধিকার সীমিত করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এটি প্রতিশোধ নয়; বরং ধপপড়ঁহঃধনরষরঃু-এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

এখানে আরেকটি বাস্তব রাজনৈতিক মাত্রা উপেক্ষা করা যায় না। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সৃষ্ট রাজনৈতিক ভারসাম্যে একটি শক্তিশালী বিরোধী শক্তির অনুপস্থিতি নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকলে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা (ঢ়ড়ষরঃরপধষ পড়সঢ়বঃরঃরড়হ) সীমিত হতে পারে, যা গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আবার অন্য একটি মত হলো, বর্তমান জনমত এতটাই তীব্র যে, এই মুহূর্তে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

ম্যাগনা কার্টা থেকে জুলাই সনদ : গণভোটের ম্যান্ডেট ও ক্ষমতার পুরোনো অসুখ

ফরিদুল হক

গণতন্ত্রের ইতিহাসে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লড়াইটি আসলে একটি মৌলিক প্রশ্নের ওপর দাঁড়িয়েড়দেশ কি শাসকের ইচ্ছায় চলবে, নাকি জনগণের অনুমোদিত আইনে? ইতিহাসের উষালগ্নে আইন ছিল শাসকের গোপন অস্ত্র। রাজা যা মুখে বলতেন, তা-ই ছিল আইন। কিন্তু এই খামখেয়ালিপনা রুখতে মানুষ একদিন দাবি তুললড়আইনকে প্রকাশ্যে আনতে হবে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দে ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবি যখন ২৮২টি আইন পাথরের স্তম্ভে খোদাই করে জনসমক্ষে স্থাপন করলেন, তখনই ঘোষিত হয়েছিলড়'শাসক যেন যা খুশি তা করতে না পারে'। এর প্রায় তিন হাজার বছর পরে ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা জনকে 'ম্যাগনা কার্টা'য় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছিল যে রাজাও আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র একটিই: জনগণের উইলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, শাসকের ইচ্ছাধীন আইন নয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান কেবলমাত্র একটি ফ্যাসিস্ট সরকারের পরিবর্তন ছিল না; এটি ছিল রাষ্ট্রের 'সিস্টেম' বা কাঠামো বদলের এক চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা।

এই আকাঙ্ক্ষাকে চূড়ান্ত আইনি রূপ দিতে ২০২৬ সালে আয়োজিত হয় এক ঐতিহাসিক গণভোট। যার মাধ্যমে জনগণ সরাসরি প্রয়োগ করে তাঁদের সার্বভৌম অভিপ্রায় (সভ্রেইন উইল)। যেখানে ভোটারদের কাছে সরাসরি প্রশ্ন রাখা হয়েছিলড়তাঁরা 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' এবং 'জুলাই সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেন কি না?'

ব্যালট পেপারের সেই 'হ্যাঁ' ভোটের মাধ্যমে জনগণ কেবল একটি সনদ এবং বাস্তবায়ন আদেশই অনুমোদন করেননি, বরং তাঁরা প্রয়োগ করেছেন তাঁদের সর্বোচ্চ 'গাঠনিক ক্ষমতা' বা কনস্টিটুয়েন্ট পাওয়ার। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র সংস্কার বা মেরামতের এক অলঙ্ঘনীয় সামাজিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা কোনো দলীয় ইশতেহারের চেয়ে ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিকভাবে বহুগুণ শক্তিশালী। *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)

Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP

• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়

We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM

TELEMEDICINE available for all patients

Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com

Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432

Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432

Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

পহেলা বৈশাখ অবিমিশ্রিত নয়

আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

বুক ফুলিয়ে অনেক বাঙালি বলে থাকেন যে পহেলা বৈশাখ বাঙালির বিশুদ্ধ সংস্কৃতি। উপলব্ধির প্রতি সম্মান রেখে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কথাটি ঠিক নয়। শষ ্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই পহেলা বৈশাখ উৎসব। সর্বজনীনতা যা আছে এতেই। উৎযাপনে আনুষ্ঠানিকতা, সাংস্কৃতিক, লোকজ মূল ্যবোধে ভিন্নতা পরিমন্ডলে প্রচুর। বাঙালি সমাজে পহেলা বৈশাখই কে বা কি উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলো এ নিয়েও তুমুল বিতর্ক লক্ষ ্য করা যায়। বৈজ্ঞানিক ইতিহাস পরিশুদ্ধিকরণের প্রয়োজনে হলে কথা নেই, তবে তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারে এমন বিতর্ক

পরিহার করাই সমীচীন। পহেলা বৈশাখের 'হ-ালখাতা'র মতো প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গ নাকি এখন অর্থহীন তাই শিকেয় উঠেছে। মিষ্টি মুখ প্রথা তেমনভাবে মানা হয়না মনে হলে ছোটবেলায় নোয়াপাড়ার দোকানগুলোতে গিয়ে মিষ্টি খাওয়ার আনন্দের মনে হয়ে এ প্রজন্মের কিশোর তরুণদের জন্য আফসোস হয়।

শষ্য সংস্কৃতিতে প্রোথিত নববর্ষ বা বাঙালির পহেলা বৎসর বছরের পহেলা দিবসে পালনে যে সর্বজনীনতা তা ভারতের উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার সবখানেই জনপ্রিয় এবং জাঁকজমকের সাথে পালন করা হয়। ভারতে শিখ সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী বৈশাখী ও বসন্ত উৎসব অভাবনীয় জাঁকজমকে একসঙ্গে পালন করে। প্রতিবেশী নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, এমনকি ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়ায় ও একই দিনে নববর্ষ পালন করা হয় । সন্দেহ নেই, শস ্য সংস্কৃতিতে দারুণ মিল থাকার কারণেই এমনটি হয়ে আসছে।

বাদশাহ আকবর তার উপদেষ্টা রাজ জে ্যাতিষি আমির হাবিবুল্লাহ সিরাজির সহায়তায় ফসলি সন পঞ্জিকা তৈরী করান এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। ফসলি সন এবং খাজনা তোলা যাতে সহজ হয় এজন্যই বৈশাখী নববর্ষ। রাজা শশাঙ্ক এর বহু পূর্বে তা বঙ্গদেশে শাসন শুরুর সনটি অবিস্মরণীয় করে রাখার মানসে বঙ্গাব্দ নির্দিষ্ট করেছিলেন পহেলা বৈশাখ ইয়ার্ডষ্টিক ধরে। খুবই যৌক্তিক। বাঙালি শস ্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পহেলা বৈশাখ ঘিরে যে নানান আয়োজন তার উদ্ভব এবং বিকাশ উৎসবের আঙ্গিকে, আমেজে তা বাঙালির অন্তরের উৎসব। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের মানুষ মেলা, বান্নি , শাকান্ন আহার, এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক কর্মকাণ্ডে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে থাকে। ইদানীং কালে রাজনীতির ঘোরপ ্যাচে ইলিশ-পান্তা ভাত বটতলায় বা গৃহে, ক্লাবে তথা এখানে সেখানে পালিত হয়ে পহেলা বৈশাখ নব্য রূপ পরিগ্রহ করার প্রচেষ্টা কৃষিজ বা গ্রামীন সংস্কৃতির বাইরে ছিটকে পড়ে জন্ম দিচ্ছে নবতর কৌতুক সদৃশ আবেগ এবং আয়েশী আবেশের।

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহ:
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টেরল

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট, যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

পুরোনো পথে হেঁটে নতুন গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না

ড. বদিউল আলম মজুমদার

আমাদের যে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান হলো, এই গণ-অভ্যুত্থানে যে বিষয়গুলো সামনে এসেছে এবং গণ-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সংস্কার তথা রাষ্ট্র মেরামত। এর পাশাপাশি অবশ্যই নির্বাচন ও বিচার-এই দুটোও ছিল। সংস্কার, রাষ্ট্র মেরামত এবং কতগুলো মৌলিক সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমে ছয়টি কমিশন গঠন করে। এর মধ্যে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও সংবিধান সংস্কার কমিশন অন্যতম। এরপর আরও পাঁচটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে।

প্রথম ছয়টি সংস্কার কমিশন যখন ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে রিপোর্ট পেশ করে, তখন সরকার ঐকমত্য কমিশন গঠন করে। প্রফেসর ইউনূসের নেতৃত্বে প্রথম ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রধানদের নিয়ে এ ঐকমত্য কমিশন গঠিত হয়। ঐকমত্য কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কতগুলো মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর, যেগুলোর মাধ্যমে আমাদের ওপর চেপে বসা স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং একটি গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথ প্রশস্ত হয়।

আমরা ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রধানরা প্রথমে কমিশনগুলোর দেওয়া সহস্রাধিক প্রস্তাব থেকে ১৬৬টি গ্রহণ করি। এ প্রস্তাবগুলো নিয়ে একটি স্প্রেডশিট তৈরি করে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রেরণ করি। তাদের কাছে জানতে চাই কোনগুলো সম্পর্কে তারা একমত, কোনগুলো সম্পর্কে দ্বিমত বা আংশিকভাবে একমত এবং একই সঙ্গে কীভাবে এগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এটা ছিল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে আমরা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এককভাবে বসেছি। বিএনপির সঙ্গে তিন দিন, জামায়াতের সঙ্গে দুই দিন, তরুণদের এনসিপির সঙ্গে দুই দিন-এভাবে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অন্তত একদিন আলাপ করেছি। আলাপ করে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি এবং এ আলোচনার মাধ্যমে আরও অনেক বিষয়ে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় ধাপে আমরা সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একত্রে বসেছি, যা বিটিভিতে প্রচার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দীর্ঘ আট মাসের মতো আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এবং পর্দার অন্তরালে আলাপ-আলোচনা করে ৮৪টি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাই। ঐকমত্য হওয়া ৮৪টি বিষয়ের মধ্যে ৩৬টি নোটিফিকেশন, অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বাকি ৪৮টির জন্য সংবিধান সংস্কার করতে হবে। এই ৪৮টি বিষয় নিয়েই জুলাই গণভোট হয়। এই ৮৪টি বিষয়ের ঐকমত্যই হলো 'জুলাই জাতীয় সনদ'। এ সনদ বাস্তবায়নের জন্য একমত হওয়া প্রতিটি রাজনৈতিক দল এতে স্বাক্ষর করেছে এবং বলেছে, তারা পরিপূর্ণভাবে এটি বাস্তবায়ন করবে ও সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করবে। পাশাপাশি তারা এই জুলাই জাতীয় সনদকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যাবে না।

> তৃতীয় ধাপে আমরা সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একত্রে বসেছি, যা বিটিভিতে প্রচার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দীর্ঘ আট মাসের মতো আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এবং পর্দার অন্তরালে আলাপ-আলোচনা করে ৮৪টি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাই। ঐকমত্য হওয়া ৮৪টি বিষয়ের মধ্যে ৩৬টি নোটিফিকেশন, অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বাকি ৪৮টির জন্য সংবিধান সংস্কার করতে হবে। এই ৪৮টি বিষয় নিয়েই জুলাই গণভোট হয়।

এরপর সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত ওই ৪৮টি বিষয়ে রাষ্ট্রপতি 'জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ' জারি করেন। এ আদেশের ভিত্তিতে ৪৮টি বিষয়ে গণভোট হয় এবং সেখানে প্রশ্ন ছিল, তারা এ বিষয়গুলোতে একমত কি না। আমরা দেখেছি, গণভোটে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ এই সংস্কারগুলোর পক্ষে জনরায় দিয়েছে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতির ওই আদেশে একটি বিধান ছিল যে, যারা নির্বাচিত হবে, ভোটের পর তারা দুটি ভূমিকা পালন করবে। অর্থাৎ, পাঁচ বছরের জন্য সংসদ-সদস্য হবে, আবার ১৮০ কর্মদিবসের জন্য সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবেও ভূমিকা পালন করবে, যার মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক সংস্কার করা সম্ভব হবে। তবে নির্বাচনের পর সবাই সংসদ-সদস্য হিসাবে শপথ নিলেও বিএনপির সদস্যরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথ নেননি, যা জনগণ যে বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে, তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। নির্বাচনের পর বিএনপির পক্ষ থেকে বলা শুরু হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি এই আদেশ জারি করতে পারেন না এবং এটি বৈধ নয়। পাশাপাশি তারা প্রশ্ন তুলেছেন, ৮৪টি বিষয়ের মধ্যে তাদের যে 'নোট অব ডিসেন্ট' বা দ্বিমত ছিল, সেগুলো গণভোটে অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

তাদের এসব যুক্তি অসার। প্রথমত, যেহেতু জনগণ গণভোটে এই প্রক্রিয়ার পক্ষে মত দিয়েছে, তাই শপথ নেওয়া তাদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং জনগণের মতামতই হলো সর্বোচ্চ আইন। তাই তারা জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি। দ্বিতীয়ত, বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি এই আদেশ জারি করতে পারেন এবং যেহেতু জনগণ গণভোটের মাধ্যমে এটি অনুমোদন করেছে, তাই এটিও জনগণের রায়ে পরিণত হয়েছে। এ কারণে বিএনপির যুক্তিগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়ত, নোট অব ডিসেন্টের বিষয়ে তারা যুক্তি দিচ্ছে যে, তাদের নোট অব ডিসেন্ট গণভোটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আদতে নোট অব ডিসেন্ট হলো সংখ্যালঘু মতামত (গরহড়ৎরঃ ঠরবি)। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মেজ-রিটারিয়ান বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেহেতু ৮৪টি বিষয় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে, তাই সংখ্যালঘু মতামত গণভোটে যাওয়ার দাবি অগ্রহণযোগ্য।

বিএনপি আগে এসব বিষয়ে প্রশ্ন তোলেনি, নির্বাচনের পর তারা প্রশ্ন তোলা শুরু করেছে এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে টালবাহানা করছে। পাশাপাশি গত অন্তর্বর্তী সরকার যে ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করেছিল, তার মধ্যে ২০টি তারা অনুমোদন করেনি। এর মধ্যে ৪টি পুরোপুরি রহিত করেছে আর ১৬টি বিশেষ সংসদীয় কমিটিতে উত্থাপনই করেনি। কিন্তু এগুলোই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ক্ষমতার ভারসাম্য, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, মানবাধিকার নিশ্চিত করত এবং গুম কমিশন গঠনের নিশ্চয়তা দিত। তারা বলছে, এগুলো পরবর্তী সময়ে উত্থাপন করবে; কিন্তু কবে এবং কী রকম পরিবর্তন করবে, তা নিশ্চিত নয়। গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশগুলো আইনে পরিণত করার ব্যাপারে তাদের এই অনীহা ও সংস্কারের টালবাহানা একটি অশনিসংকেত। বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামো ও আইনের সীমাবদ্ধতাই শেখ হাসিনাকে স্বৈরাচারে পরিণত করেছিল। এগুলো অব্যাহত থাকলে পরবর্তী সরকারেরও স্বৈরাচারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যদি সরকার মৌলিক কাঠামোগত সংস্কার না করে এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহি নিশ্চিতকারী অধ্যাদেশগুলো অনুমোদন না করে, তবে পুরোনো পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার এবং স্বৈরাচারের পুনরুত্থানের আশঙ্কা থেকে যায়। পুরোনো পথে হেঁটে নতুন গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না; বরং তারা উলটোদিকে হাঁটছে। বহু মানুষের আত্মত্যাগ ও রক্তের ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। মৌলিক সংস্কারে ব্যর্থ হলে আমরা স্বৈরাচারের ফিরে আসার সুযোগ করে দেব এবং রক্তের ঋণ শোধ করতে ব্যর্থ হব, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ড. বদিউল আলম মজুমদার : সম্পাদক, সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক)।

সংস্কার ও অধ্যাদেশ বিতর্ক এবং বিএনপির অবস্থান নিয়ে কিছু প্রশ্ন

বুলবুল সিদ্দিকী

সংস্কার একটি ধীর ও চলমান প্রক্রিয়া, যাকে একটি যথাযথ পরিকল্পনা এবং দিকনির্দেশনার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন উন্নত দেশের উন্নয়নের প্রক্রিয়ার দিকে তাকালে দেখতে পাই যে তাদের রাজনৈতিক সংস্কার সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠিত হয়েছে। এখানে রাজনৈতিক মতভিন্নতাকে দেখা হয় সংস্কারকে আরও শাণিত করার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, কেবল সস্তা বিরোধ তৈরির জন্য নয়।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সংস্কারবিষয়ক আলাপের পুরো প্রক্রিয়াকে অন্তর্বর্তী সরকার যখন একটি 'বাজ-ওয়ার্ডে' (অতি চর্চিত বিষয়) পরিণত করেছিল তখন আমরা আশ্বস্ত হতে চেয়েছিলাম যে নতুন নির্বাচিত সরকার এর ন্যায্যতার ওপর ন্যায়বিচার করবে। অর্থাৎ এ নিয়ে পরিষ্কার দিকনির্দেশনা দিয়ে একটি রোডম্যাপ বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। কোনো তাড়াহুড়া যেন সেই অধরা সংস্কারকে অধরাই না রেখে দেয়।

আমরা জানি যে সংস্কার বিষয়ে বিএনপির বেশ কিছু নোট অব ডিসেন্ট রয়েছে। সেই নোট অব ডিসেন্ট থাকাও যে একটা যুক্তিযুক্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, সেটিও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে নোট অব ডিসেন্ট থাকা মানে সেই বিষয়গুলো সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা নয়, বরং এই নোট অব ডিসেন্টের অর্থ হলো ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য একটি দরজা খুলে রাখা। সেটি করা গেলেই আমরা একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে যাব।

এখানে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি সংসদীয় ব্যবস্থায় রূপান্তর হলো বলেই যে দেশে গণতান্ত্রিক চর্চা ফিরে এল, সেই আত্মতৃপ্তিতে ভুগলে কিন্তু আমরা এক বড় ভুল করব। কেননা যে দীর্ঘ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের বিগত প্রায় দুই দশক পার হতে হয়েছে, সেটি আমাদের সব রাজনৈতিক ও সামাজিক তথা আমাদের সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এর প্রভাব আমাদের রাজনৈতিক জীবন থেকে শুরু করে সমাজ-জীবনের প্রতিদিনকার জীবনাচরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান।

যেহেতু এখন আমরা একটি সংসদীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছি, সংস্কারপ্রক্রিয়ায় জনপ্রতিনিধিদের মধ্য দিয়ে জনগণের অংশগ্রহণও থাকবে, যা আমরা বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দেখতে পাইনি। যদিও সেই সরকারের অনেকেই মনে করতেন তাঁরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং জনগণই তাঁদের সব ম্যান্ডেট দিয়েছে, যা নিয়ে নাগরিক সমাজে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে ও জনমনে জন্ম নিয়েছে নানা দ্বিধা।

সেই দ্বিধা কাটিয়ে যখন নির্বাচন হলো এবং বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল, সেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিন্তু দলটিকে যা খুশি তা করার ম্যান্ডেটও দেয়নি। তাইতো নির্বাচনের পর পরই লিখেছিলাম যে ভূমিধস বিজয় মানে সবকিছু পেয়ে যাওয়ার অধিকার নয়। এখানে আমাদের বিরোধী দলকেও একটি শক্তিশালী ও ইতিবাচক ভূমিকায় থাকতে হবে। এই দুইয়ের মধ্যে যদি একটি কার্যকরী সম্পর্ক না থাকে তাহলে সংসদীয় ব্যবস্থা একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়ানোর আগেই ভেঙে পড়তে পারে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বিগত সময়ে আমরা যেমন বিরোধী দলকে দেখেছি কেবলই সরকারি দলের বিরোধিতাই করতে। বিরোধী দল মানেই যেন ছিল বয়কট, অনাস্থা ও সংসদ থেকে ওয়াকআউট বা বের হয়ে যাওয়া। ফলে আমরা দেখেছি, কী করে সংসদ একটি অচলাবস্থায় পর্যবসিত হয় এবং দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোও নানাভাবে ঝুঁকির মুখে পড়ে। তাই বিএনপিকে দুটি বিষয়ে সব সময় সচেতন থাকতে হবেড়একটি হলো বিরোধী দলের অধিকারের প্রাপ্যতাকে যেন তারা সংসদে নিশ্চিত করে এবং সংস্কার বিষয়ে সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক থাকে।

সংস্কার বিষয়ে বিএনপিকে পরিষ্কার অবস্থান নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। কেননা এ বিষয়ে বিএনপি ইতিবাচক থাকলেও, তথ্যের ঘাটতি কিংবা পরিষ্কার অবস্থান না থাকলে বিরোধী দল (জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি জোট) বিএনপিকে সংস্কার পরিপন্থী একটি দল হিসেবে জনগণের কাছে তুলে ধরতে পারে। আমরা এটি ইতিমধ্যেই কোনো কোনো বিরোধীদলীয় এমপিদের মুখে শুনছি। সেটি বিএনপির ভূমিধস বিজয় কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে একভাবে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। বিশেষ করে সংবিধান সংস্কার ও জুলাই সনদের সঠিক বাস্তবায়ন নিয়ে সরকারের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি জোটের যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে তা এখন দৃশ্যমান। সেই টানাপোড়েন থেকেই জনগণের একটা অংশ মনে করতে পারে বিএনপি আসলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংস্কার থেকে নিজেদের দূরে রাখছে, যা তাদের নেতিবাচক ইমেজ তৈরি করবে।

এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কিছু অধ্যাদেশ নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের মধ্য দিয়ে জনমনে সেই সংশয় দানা বাঁধছে, যা বিএনপি সরকারকে জনগণের সামনে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরতে পারে যা সংস্কারকে কেন্দ্র করে তাদের ভাবমূর্তি সংকট তৈরি করতে পারে। যদিও আমরা দেখছি যে ১৩৩টি অধ্যাদেশ থেকে অধিকাংশই অর্থাৎ ৯৮টি অবিকল রাখা হচ্ছে এবং ২০টি চলতি অধিবেশনে উপস্থাপিত হবে না, যা নিয়ে আরও বিশদ যাচাইবাছাই করার কথা তারা জানিয়েছে। তবে এর মধ্যে আওয়ামী লীগের কার্যক্রমনিষিদ্ধের অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করার বিষয়টি আবার বিতর্ক তৈরি করছে।

ফলে দেশ গঠনে বিএনপির ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য সংস্কার নিয়ে তাদের বিশদ কর্মপরিকল্পনা পরিষ্কার করতে হবে। এখানে বিশেষ করে গুমের বিষয়টি খুব সংবেদনশীল একটি বিষয়, যা কোনোভাবেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। কেননা গুমের নানা নেতিবাচক প্রভাবের সঙ্গে আমাদের অনেকের জীবনের গতিপথ নানাভাবে বদলে গেছে। অনেকেরই আরও ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

বিগত সময়ে আমাদের গবেষণা ও লেখার স্বাধীনতাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। কীভাবে হতো সেটা এখন সবাই জানে, কিন্তু সেই সময় এ নিয়ে কথা বলা ছিল ভয়ের, বিশেষ করে বলতে হয় গুমের ভয়। যে ভয়ের সংস্কৃতি আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল সেই ভয়ের সংস্কৃতিতে আমরা আর ফিরে যেতে চাই না।

গুমের বিষয়গুলো *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

নির্ভরশীলদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

জাফর আহমাদ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তার জন্য যতেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ সম্পূর্ণ করে থাকেন।" সুরা তালাক:৩) ঈমান ও তাওয়াক্কুল পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ যিনি সত্যিকারের ঈমানদার তিনিই সবকিছুতেই আল্লাহর ওপর নির্ভর করেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ আমার রব, তিনি সর্বক্ষণ আমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। তায়াক্কুল ছাড়া যে ঈমান তা সাদামাটা স্বীকৃতি ও ঘোষণা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এই ধরণের ঈমানদার থেকে ইসলামের গৌরবময় ফলাফল অর্জিত হতে পারে না। প্রকৃত ঈমানদার সার্বক্ষণিক আল্লাহ ওপর নির্ভরশীল হবে। কারণ তায়াক্কুল গভীর ঈমান থেকেই সৃষ্টি হয়। এই ঈমান তাকে এ প্রেরণা যোগায় যে, তোমার সকল অবস্থা মহান আল্লাহ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছেন। মহুর্তের জন্যও তিনি তোমাকে তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে দুরে রাখেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যা-ই তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকরণ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী তা সেই সব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর উপর নির্ভর করে।"(সুরা শূরা:৩৬) এখানে আল্লাহর প্রতি ভরসাকে ঈমানের অনিবার্য দাবী এবং আখেরাতের সফলতার জন্য একটি জরুরী বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তায়াক্কুল কিভাবে করতে হয় তা শিক্ষা লাভের জন্য আমরা একজন মহিয়সী নারী, হযরত ইবরাহিম আঃ এর প্রিয়তমা স্ত্রী, হযরত ইসমাইল আঃ স্নেহময়ী মাতা, আল্লাহর একজন বিশেষ বান্দী হযরত হাজেরা আঃ এর কাছে যেতে পারি। আপনারা সকলেই জানেন, আল্লাহর প্রতি তার অগাধ তায়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা ও ধৈর্যশীলতাকে এতটাই ভালবাসেন যে, সারা পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য সাফা-মারওয়ার সাঈকে হজ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ হুকুমে পরিণত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমুহের অন্তর্ভুক্ত।"(বাকারাঃ১৫৮) একজন নি:সঙ্গ নারী জনমানবহীন এ মরভূমিতে কিভাবে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করেছিলেন, কিভাবে তিনি নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। কিভাবে তিনি শুস্ক ধূলি-ধুসর মরভূমি ও পাথরসমৃদ্ধ দুটো পাহাড়ে ছুটোছুটি করে আল্লাহর অনুগ্রহের তালাশ করেছিলেন। আমরা সকলের জানা আছে যে, হযরত ইব্রাহীম আঃ তাঁর প্রানপ্রিয় পুত্র ইসমাঈল আঃ ও প্রিয়তমা স্ত্রী হাজেরাকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে এ নির্জন স্থানে রেখে যান। তবে এটিও মনে করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে তিনি তাঁর স্ত্রী-সন্তানের ভালবাসা ছিল না। এটিও তাঁর প্রতি কতগুলো পরীক্ষার একটি। তিনি তাঁর সন্তান ও স্ত্রীকে কতটুকু ভালবাসতেন তা তাঁর দো'আ থেকে আমরা বুঝতে পারি। তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের দৃষ্টি সীমার বাইরে পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে মহার রবের কাছে আবেদন করলেন,"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তৃণলতাহীণ উপত্যকায় নিজের বংশধরের একটি অংশকে আপনার ঘরের কাছে অভিবাসিত করলাম। এ জন্য যে, তাঁরা যেন নামায কায়েম করে। তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফল-মূল দিয়ে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও। যাতে তারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" (সুরা ইব্রাহীম:৩৭)

অভিবাসিত মা হাজেরা তাঁর শিশুকে বুকে জড়িয়ে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে এ অভিবাসনকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। যখন তাদের পানি ও খাদ্য শেষ হয়ে গেল, তখন মা ও শিশু ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে গেলেন। শিশু ইসমাঈলকে উপত্যকায় রেখে মা পানির জন্য সাফায় দৌঁড়ালেন, চারদিকে দৃষ্টি মেলে পানির সন্ধান পেলেন না। দৌঁড়ালেন মারওয়ায় সেখানেও পানির সন্ধান মেলেনি। এভাবে সাফা-মারওয়া ও মারওয়া-সাফা দু-পাহাড়ের মাঝে বেশ কয়েকবার দৌঁড়ানোর পর প্রিয় সন্তানের অবস্থা অবলোকন করার জন্য শিশুর কাছে এলেন। এসে দেখেন শিশুর অনতিদুরে মাটি ফুঁড়ে আল্লাহর রহমতের বারিধারা প্রবলবেগে উতলে উঠছে। মা হাজেরা পানির উৎসের চারদিকে বাঁধ দিলেন এবং মশক পুড়ে শিশুকে পান করান এবং নিজেও পান করেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধৈর্য ও নির্ভরশীলতার ফলস্বরূপ তাঁর দুঃখ, চিন্তা, কষ্ট ও দূর্ভাবনা দুর করে দিলেন। এখানে হযরত ইব্রাহিম আঃ এর ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলও প্রকাশিত হয়েছে। স্ত্রী-সন্তানকে তৃণ-লতাহীন ধুষর ও নির্জন মরুভূমিতে রেখে যান মুলত: আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রেখেই। তিনি জানতেন তাঁর প্রভু এঁদের বিনাশ করবেন না। তাঁর এ নির্ভরশীলতা প্রকাশ পেয়েছে মহান প্রতিপালকের কাছে করা তাঁর দো'আ থেকে। দো'আটিতে তিনি বলেছেন, "তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফল-মূল দিয়ে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও। যাতে তারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"

মা হাজেরা এর আল্লাহর প্রতি নির্ভশীলতাকে এতটাই পছন্দ করলেন যে. এই নির্ভরশীলতা অনাগত মু'মিন-মুসলমানগণ যাতে নিজেদের মধ্যে অনুশীলন করতে পারে সে জন্য এই দু'টো পাহাড়ের মাঝে দৌঁড়াদৌড়িকে আল্লাহ মু'মিনদের জন্য কর্তব্য হিসাবে ধার্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ হজ্জ বা উমরাহ করে তার জন্য এই দু'পাহাড়ের মাঝখানে সাঈ করায় কোন গুনাহ নাই। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে কোন সৎ কাজ করে আল্লাহ তা জানেন এবং তার যথার্থ মর্যাদা ও মূল দান করবেন।"(সুরা বাকারা:১৫৮)

তাই এখানে প্রদক্ষিণকারী সম্মানিত মেহমানগণের গভীর দৃষ্টি ফেলতে হবে যে, আমরা কিসের জন্য এবং কি কারণে দৌড়াচ্ছি, সাফা থেকে মারওয়া-মারওয়া থেকে সাফা কেন এই কসরত? মুলত: এখান থেকে যে শিক্ষাটুকু আমাদের নিতে হবে, তাহলো আমরা আল্লাহর রহমতের জন্য দৌড়াচ্ছি। যারা একান্তই আল্লাহর ওপর ভরসা করেন, তাদের জন্য এ দৌড়টুকু আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতাকে আরো বৃদ্ধি ও আরো সুদৃঢ় করে দিবে। এ পূণ্যময় স্মৃতি মন্থরকারী হৃদয় একমাত্র আল্লাহর জন্য উন্মুখ থাকবে, তার ভরসাস্থল হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা। তার যা কিছুর প্রয়োজন, তা আল্লাহকেই বলবে। সম্মানিত আল্লাহর মেহমানগণ যেন অত্যন্ত দারিদ্র ও বিনয়ের সাথে প্রদক্ষিণ করেন এবং মহান আল্লাহর নিকট নিজেদের অভাব, প্রয়োজন এবং অসহায়তার কথা পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার ওপর ঈমান আনা উচিত, এ কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।"(সুরা বাকারা ঃ ১৮৬) *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।
Cell: 718-864-8882
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine
Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com
718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট
Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.
We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.
Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave, Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

ন্যায়বিচার ছাড়া 'রাষ্ট্র' 'মগের মুল্লুক'হয়ে যায়

ড. মাহরুফ চৌধুরী

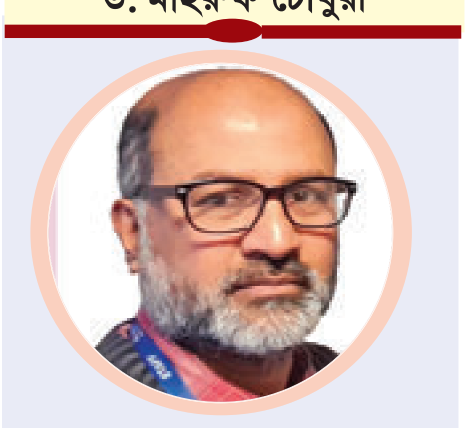

'গুম-খুন' শব্দবন্ধটি এ লেখায় সচেতনভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এই দুটি কুকাজ, ভিন্ন প্রক্রিয়ায় বা ধরণে হলেও, মানুষের জীবনের ওপর একই চূড়ান্ত ফলাফল বয়ে আনে-জীবনের চলমান পর্দা থেকে হারিয়ে যাওয়া। মানবিক, নৈতিক বা ধর্মীয় বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে গুম-খুনের বিচারের দাবিতে আমাদের সম্মিলিত অবস্থান আজও অস্পষ্ট ও দ্বিধাবিভক্ত। নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের বাস্তবতায় এটিই আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যগুলোর একটি। মানুষের প্রাণহরণ কিংবা কাউকে জোরপূর্বক অদৃশ্য করে দেওয়ার পক্ষে কোনো নৈতিক, মানবিক বা ধর্মীয় ভিত্তি নেই যা নীতিশাস্ত্রের মৌলিক স্বীকার্য। দর্শনের ভাষায় বললে, মানুষের জীবন একটি 'অন্তর্নিহিত মূল্য' (ইনট্রিনজিক ভেলু) বহন করে ।তাই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে সেই জীবনকে হরণ করা কখনোই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না।তবুও আমাদের সমাজে গুম-খুনের বিচার চাইতে গিয়ে আমরা ভয়াবহভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ি। কেউ প্রতিবাদ করে, কেউ নীরব থাকে, আবার কেউ কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গুম-খুনকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে। এই বিভাজন কেবল রাজনৈতিক মতভেদের ফল নয়; এটি সামাজিক মনোবিজ্ঞানেরও একটি প্রতিফলন, যেখানে 'দলগত পক্ষপাত' (ইনগ্রুপ বাইয়াচ) বা 'শ্রেণী দ্বন্দ্ব' মানুষকে ন্যায়-অন্যায়ের সার্বজনীন মানদণ্ড থেকে বিচ্যুত করে। অথচ অন্যায়ের মুখে নীরব থাকা নিজেই এক ধরনের নৈতিক অবস্থান এবং সেই নীরবতা প্রায়শই অন্যায়কারীর পক্ষেই কাজ করে। এপ্রসঙ্গে বর্ণবাদ বিরোধী নোবেল বিজয়ীদক্ষিণ আফ্রিকান ধর্মযাজক ডেসমন্ড টুটু (১৯৩১-২০২১) উক্তিটি উল্লেখযোগ্য, 'অন্যায়ের পরিস্থিতিতে আপনি যদি নিরপেক্ষ থাকেন, তবে আপনি অত্যাচারীর পক্ষ নিয়েছেন'।

আমাদের পক্ষপাতিত্বের ফলে বাস্তবতা দাঁড়ায় এমন যে, গুম-খুনের বিচার চায় এক পক্ষ, কিন্তু নীরবতা থাকা ও অপরাধের পক্ষে ছাফাই গাওয়ার মাধ্যমে এর বিপক্ষে অবস্থান নেয় অন্তত দুই পক্ষ। এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ নৈতিক ভারসাম্যহীনতার কারণে আমাদের দেশে বিচারহীনতা ক্রমে একটি স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়; একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে রূপ নেয়। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুর্খাইম (১৮৫৮-১৯১৭) যাকে 'নৈতিক বিশৃঙ্খলা' বলেছেন, সেই অবস্থাই যেন আমাদের বাস্তবতায় প্রতিফলিত হয়, যেখানে ন্যায়-অন্যায়ের স্পষ্ট সীমারেখা মুছে যায়। ফলেন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ব্যর্থতা আর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং তা আমাদের সামষ্টিক নৈতিক দুর্বলতার অনিবার্য পরিণতিতে রূপ নেয়।এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের যে মৌলিক সত্যটি নির্ভুলভাবে ধারণ করতে হবে, তা হলো,'গুম-খুন সর্বাবস্থায় গুম-খুনই'। কোনো পরিস্থিতি, আবেগ বা আপাত যুক্তি দিয়ে এই অপরাধকে বৈধতা দেওয়া যায় না। নৈতিক দর্শনের ইতিহাসে এই অবস্থানটি এক ধরনের 'অপরিবর্তনীয় নীতি'র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যেখানে মানুষকে কখনোই কোনো লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। বরং তাকে নিজেই একটি উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হয়। সুতরাং কাউকে গুম করা বা হত্যা করা মানে কেবল তার জীবন হরণ করা নয়; বরং তার মানবিক মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং অস্তিত্বের মৌলিক ভিত্তিকেই অস্বীকার করা।

জীবন স্রষ্টার অমূল্য দান; এই বিশ্বাস ধর্মীয় দৃষ্টিকোণেই নয়, মানবতাবাদী চিন্তাধারাতেও সমানভাবে প্রতিধ্বনিত। জীবন নামক সময়ের সীমার মধ্যে মানুষকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, যেমন চিন্তা করার, মতপ্রকাশের, নিজের জীবনচর্যা নির্ধারণের, তা কেড়ে নেওয়া মানে সেই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত নীতির বিরুদ্ধেই অবস্থান নেওয়া। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও 'গুম' শব্দটি কেবল শারীরিক অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে না; এটি এক ধরনের জোরপূর্বক নীরবতা আরোপের প্রতীক, যেখানে একজন মানুষের কণ্ঠ, পরিচয় ও অস্তিত্বসবকিছুকেই মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। ফলে 'গুম' অনেক ক্ষেত্রেই 'খুন'-এর একটি প্রলম্বিত প্রক্রিয়া কিংবাআড়াল করা রূপযেখানে মৃত্যু হয়তো দৃশ্যমান নয়, কিন্তু পারিবারিক, সামাজিক কিংবা জাতীয় জীবনে তার অনুপস্থিতির মধ্যেই সেই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর প্রতিটি খুনীই নিজের পক্ষে কোনো না কোনো যুক্তি দাঁড় করায়-এটি মনোবিজ্ঞানের সুপরিচিত বাস্তবতা। কেউ আত্মরক্ষার কথা বলে, কেউ প্রতিশোধের, কেউ ধর্মীয় বা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার কথা তুলে ধরে। কিন্তু এই সব যুক্তিই মূলত 'নৈতিক বৈধতা' তৈরি করার এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা, যা ব্যক্তিকে নিজের অপরাধকে সহনীয় করে তুলতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায়, যখন এই ধরনের যুক্তিগুলো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় বা নীরব সমর্থন লাভ করে, তখন তা 'কাঠামোগত সন্ত্রাস' এ রূপ নেয়, অর্থাৎ সহিংসতা তখন কেবল ব্যক্তিগত অপরাধ থাকে না, বরং একটি কাঠামোগত বাস্তবতায় পরিণত হয় ।অথচ, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের জীবনের ওপর তার একটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়যা আধুনিক মানবাধিকার ধারণার কেন্দ্রবিন্দু। এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার নৈতিক বা আইনগত ক্ষমতা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা রাষ্ট্রের নেই, যদি না তা একটি স্বচ্ছ, ন্যায়ভিত্তিক ও আইনের শাসন-নির্ভর বিচার-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়। অন্যথায়, গুম-খুন কেবল একটি অপরাধ নয়; এটি রাষ্ট্র ও সমাজের নৈতিক ভিত্তির ওপর এক গভীর আঘাত, যা শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক ন্যায়বোধকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের রাষ্ট্র কি সত্যিই সেই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারছে? একটি রাষ্ট্রের মৌলিক নৈতিক দায় অন্তত তিনটি: নাগরিকের জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বেই বলা হয়, সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে মানুষ তার কিছু স্বাধীনতা রাষ্ট্রকে অর্পণ করে এই প্রত্যাশায় যে, রাষ্ট্র তাকে নিরাপত্তা ও ন্যায়ের নিশ্চয়তা দেবে। কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতায় আমরা দেখি এর উল্টো একচিত্র; বিচারহীনতার একদীর্ঘ স্থায়ী সংস্কৃতি, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। এই বাস্তবতার নির্মম উদাহরণ ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গুম-খুন হওয়া মানুষের পরিবারের বেদনায়। খুন হওয়া চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ ও আহতদের, এবং বাংলাদেশ পুলিশের নিহত সদস্যদের পরিবারগুলোসহ সাম্প্রতিক সময়ে শহীদ শরীফ ওসমান হাদীর পরিবার যেমন আজও ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় দিন গুনছে।

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, যখন অপরাধের বিচার হয় না, তখন আইনের শাসন ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার জায়গা দখল করে নেয় শক্তির নীতি, 'জোর যার মুল্লুক তার'। এর ফলে ন্যায়বোধের পরিবর্তে ভয়, প্রতিশোধ এবং স্বেচ্ছাচারিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ তখন আইনের ওপর আস্থা হারিয়ে নিজেরাই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, যা শেষ পর্যন্ত আরও সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। এই প্রক্রিয়াটি একটি সমাজকে ধীরে ধীরে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়, যেখানে অন্যায় আর ব্যতিক্রম নয়; বরং এক ধরনের স্বাভাবিকতায় পরিণত হয়।এই অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের ঐতিহাসিক দায় স্বীকার করা জরুরি। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে এই ভূখণ্ডে সংঘটিত অসংখ্য খুন ও নিপীড়নের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে, যার বড় একটি অংশ আজও বিচারহীন। এই প্রেক্ষাপটে একটি সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে, যেখানে সময়কালভিত্তিক তিনটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে। একটি পলাশী থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক সময়ের জন্য, একটি পুরো পাকিস্তান আমলের জন্য, এবং আরেকটি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের জন্য। এই ধরনের উদ্যোগ কেবল বিচার নিশ্চিত করার একটি কাঠামোই তৈরি করবে না; বরং একটি জাতির ইতিহাসের সঙ্গে ন্যায়বিচারের সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের পথও খুলে দেবে। আইন ও বিচার বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে বিস্তারিত রূপরেখা প্রণয়ন করতে পারেনযাতে বিচারপ্রক্রিয়া হয় স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং উচ্চমান সম্পন্ন।

এর মাধ্যমে কেবল গুম-খুনের বিচারের দাবি পূরণই নয়, একটি বৃহত্তর নৈতিক পুনর্জাগরণের সম্ভাবনাও সৃষ্টি হতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে সমাজ অতীতের অন্যায়কে স্বীকার করে এবং তার বিচার নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়, সেই সমাজই টেকসই শান্তি ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, রাষ্ট্রেবিচা-রহীনতা যতদিন বহাল থাকে, ততদিন সমাজে প্রতিশোধপরায়ণতা, বিশৃঙ্খলা এবং স্বেচ্ছাচারিতা নতুন নতুন রূপে ফিরে আসে। তাই ন্যায়বিচার কেবল একটি আইনি প্রক্রিয়া নয়; এটি একটি জাতির নৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অপরিহার্য পূর্বশর্ত ।তবে মনে রাখতে হবে, কেবল বিচারহীনতাই নয়, আমাদের সমাজকে গ্রাস করেছে আরও দুটি গভীর ও বিপজ্জনক প্রবণতা: পক্ষপাতিত্ব এবং 'জল ঘোলা করার সংস্কৃতি'। পক্ষপাতিত্বের এই প্রবণতা আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ডকে ক্রমাগত দুর্বল করে দিয়েছে। আমরা নিজের ক্ষতি হলে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করি, কিন্তু অন্যের ক্ষতির ক্ষেত্রে নীরব থাকি, আমাদের ন্যায়বোধও যেন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীভেদে ভিন্ন হয়ে যায়। ফলে অন্যায়কে আমরা বিচার করি না ন্যায়-অন্যায়ের সার্বজনীন মানদণ্ডে; বরং বিচার করি ব্যক্তি, পরিবার, দল, শ্রেণী কিংবা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে। অথচ নৈতিক দর্শনের একেবারে মৌলিক সত্য হলো, অন্যায়, যে-ই করুক, অন্যায়ই থাকে। এই সত্যকে অস্বীকার করা মানে ন্যায়ের ধারণাকেই আপেক্ষিক করে তোলা, যা শেষ পর্যন্ত সমাজের সব স্তরে অন্যায়ের স্বাভাবিকীকরণ ঘটায়।

সমাজবিজ্ঞান ও নৈতিক মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় দেখা যায়, এই ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণ মানুষের 'নৈতিক বিচ্ছিন্নতা' (মোরাল ডিসএনগেইজমেন্ট)-এর একটি রূপ, যেখানে ব্যক্তি নিজের অবস্থান বা স্বার্থ রক্ষার জন্য নৈতিক বিচারকে আংশিক বা বিকৃত করে নেয়। এর ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকোনো স্তরেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না ।কারণ ন্যায় তখন আর একটি সর্বজনীন মূল্যবোধ থাকে না; বরং তা হয়ে ওঠে সুবিধাভিত্তিক একটি অবস্থান। তাই ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রথম ও অপরিহার্য শর্ত হলো, পক্ষপাতহীনতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক অবস্থান গ্রহণ করা, তা নিজের বিরুদ্ধেও হোক বা আপনজনের বিরুদ্ধেই হোক ।এর পাশাপাশি, একটু আগেই বলা হয়েছে, আমাদের আরেকটি ভয়াবহ প্রবণতা হলো 'জল ঘোলা করার সংস্কৃতি'। দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিমন্ডলে বার বার প্রতারিত হতে হতে অন্যের উপর, এমনকি নিজের উপরও মানুষ বিশ্বাস হারিয়েছে। ফলে কোনো স্পষ্ট ঘটনা ঘটার পর সেটিকে জটিল, অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর করে তোলার এক অদ্ভুত সামাজিক প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি। তথাকথিত সুশীল সমাজের একটি সুবিধাবাদী অংশ, কিছু দায়িত্বহীন চাটুকার গণমাধ্যম এবং ভুঁইফোড় জনপ্রিয়তাবাদী অন-লাইন কর্মীরা প্রায়শই একটি স্পষ্ট অপরাধের পেছনে 'তৃতীয় শক্তি', 'অজ্ঞাতচক্র' বা 'গভীর ষড়যন্ত্র'-এর নানামুখী গল্প দাঁড় করিয়ে মূল সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করে। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে, এটি এক ধরনের 'আলোচনার উদ্দেশ্যমূলক কারসাজি' (ডিসকারসিভ মেনিপুলেশান), যেখানে ভাষা ও বয়ানকে ব্যবহার করে বাস্তবতাকে বিকৃত করা হয়, যাতে প্রকৃত ঘটনা কিংবা অপরাধী আড়ালে থেকে যায়।

গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এই প্রবণতা কেবল জনমতকে বিভ্রান্তই করে না; বরং বিচারপ্রক্রিয়াকেও সরাসরি বাধাগ্রস্ত করে। কারণ যখন সত্যকে অস্পষ্ট করে ফেলা হয়, তখন দায় নির্ধারণ কঠিন হয়ে পড়ে, আর সেই সুযোগে অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, 'বিভাজন ও শাসন' (ডিভাইড এন্ড রুল)-এর কৌশল প্রয়োগ করে সমাজকে দুর্বল করা হয়মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সন্দেহ ও বিভ্রান্তির জালে আবদ্ধ করে। ফলে গণ-ঐক্য বা সংঘশক্তির যে চাপ তা আর থাকে না। দুঃখ-জনক হলেও সত্য, আমরা বার বারই জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞতাবশত সেই একই ফাঁদে পা দিচ্ছি, যা শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচারের পথকে আরও কঠিন করে তোলে এবং অন্যায়ের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে ।জাতি হিসেবে আমাদের জন্য সবচেয়ে উদ্বেগজনক বাস্তবতা হলো, যারা চোখের সামনে খুন দেখেও দায় এড়িয়ে যায়, তারা কেবল নিরপেক্ষ দর্শক নয়; বরং নৈতিক অর্থে অপরাধেরই অংশীদার। নৈতিক দর্শনে 'উপেক্ষা' (ওমিশান)বা নিষ্ক্রিয়তার দায়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে দেখা হয়। কারণকখনো কখনো নীরবতা নিজেই অপরাধে পরিণত হয়। খুনের মতো চরম অন্যায়ের ক্ষেত্রে এই নীরবতা আর নিরপেক্ষ থাকে না; এটি কার্যত অন্যায়কে টিকে থাকার অবকাশ করে দেয়। গুমকারী বা খুনীকে আড়াল করা, মিথ্যা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো কিংবা সচেতনভাবে নীরব থাকাএসবই প্রকারান্তরে গুম-খুনকে বৈধতা দেওয়া এবং অপরাধীকে রক্ষা করার শামিল।

ফলে ন্যায়বিচারের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে পড়ে, বিচারের বাণী যেন নিরবে, নিভৃতে কাঁদে। সাহিত্যিক উপমায় যে আর্তনাদের কথা আমরা শুনি, বাস্তবে তা রূপ নেয় মানুষের আস্থাহীনতা, ভীতি ও হতাশায়।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে

বাংলাদেশ ডেস্ক : টানা ছয় সপ্তাহের বিরামহীন হামলায় মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মজুত তলানিতে এসে ঠেকেছে। এখন চলছে নতুন করে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের তীব্র প্রতিযোগিতা। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ভঙ্গুর অস্ত্রবিরতি চললেও এই অঞ্চলের মার্কিন মিত্ররাষ্ট্রযারা কি না মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের অন্যতম প্রধান ক্রেতাড়এখন বিকল্প ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিশ্বজুড়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দ্রুত শক্তিশালী করতে তারা নিত্যনতুন উদ্ভাবনী পথের দিকে ঝুঁকছে। সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এখন দক্ষিণ কোরীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, মাঝ আকাশে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে সক্ষম ইউক্রেনীয় ড্রোন এবং ঐতিহ্যবাহী মার্কিন গ্যাটলিং গানের দিকে নজর দিচ্ছে। পাশাপাশি তারা স্টার্টআপগুলোর কাছ থেকে নতুন সরঞ্জাম সংগ্রহের চেষ্টা করছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্রিটেনের 'ক্যামব্রিজ অ্যারোস্পেস।' গত শুক্রবার যুক্তরাজ্য জানিয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানটি উপসাগরীয় দেশগুলোকে ছোট ও কমদামি ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে, যা মূলত ড্রোন ও অন্যান্য গোলাবারুদ ধ্বংস করার জন্য তৈরি। এই তোড়জোড় থেকে স্পষ্ট যে, ইরানের পাল্টা হামলার ব্যাপকতা যুক্তরাষ্ট্র ও উপসাগরীয় দেশগুলোকে অবাক করে দিয়েছে। বিশেষ করে শাহেদের মতো সস্তা ড্রোনগুলো যেভাবে ঝাঁক বেঁধে আক্রমণ চালাচ্ছে, তা মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এটি আরও উন্মোচিত করেছে যে, চার বছর আগে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর থেকে অস্ত্রের চাহিদা ব্যাপক বাড়লেও সেই তুলনায় উৎপাদন সক্ষমতা বাড়েনি। এর ফলে মার্কিন প্রতিরক্ষা শিল্প বড় ধরনের সম্ভাব্য ক্রয়াদেশ হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে।

সমরাস্ত্র বাজার বিশ্লেষণী প্রতিষ্ঠান বার্নস্টাইনের বিশ্লেষক অ্যাড্রিয়েন র্যাবিয়ার বলেন, 'নতুন উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর বিনিয়োগ শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বর্তমান চাহিদা মেটানোর জন্য তা পর্যাপ্ত নয়।' সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, সৌদি আরব প্যাট্রিয়ট ইন্টারসেপ্টর প্রস্তুতকারক জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এ ছাড়া তারা দক্ষিণ কোরিয়ার 'হানওয়া' ও 'এ-লআইজি নেক্স১' কোম্পানিকে তাদের এম-স্যাম সিস্টেমের ক্রয়াদেশ এগিয়ে আনার অনুরোধ জানিয়েছে। এম-স্যাম হলো মাঝারি পাল্লার ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ব্যবস্থা, যা ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান ভূপাতিত করতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার এক আইনপ্রণেতা জানান, আরব আমিরাত ইতিমধ্যেই ইরানের গোলাবারুদ ধ্বংসে এটি ব্যবহার করেছে। রিয়াদ ইউক্রেনের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে, যার মূল লক্ষ্য হলো অস্ত্র উৎপাদন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়। কাতারও ইউক্রেনের সঙ্গে একই ধরনের চুক্তি করেছে। সম্প্রতি কাতারি কর্মকর্তারা ইউক্রেনের ইন্টারসেপ্টর ড্রোনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন এবং দেশটির অন্যতম শীর্ষ প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ইউক্রেনের কাছে 'বৈচিত্র্যময়, সমন্বিত ও বহুমুখী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা' এবং 'গোলাবারুদের শক্তিশালী কৌশলগত মজুত' রয়েছে। সৌদি আরবের এক কর্মকর্তা বলেন, *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

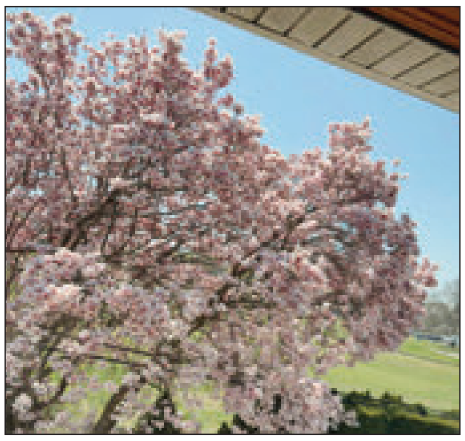

ম্যাগনোলিয়া/টিউলিপ

আশরাফ আহমেদ

পেছন আঙ্গিনায় ম্যাগনেলিয়া নিশ্চিতভাবে মা বৃক্ষ
সারা বছরই প্রীতি উপহার বয়ে আনে আমার জন্য
হরেক রকম পাখি, কাঠবিড়ালী, কত শত প্রজাপতি
সাধ্যে কুলোয়নি গণনার তবে চোখে পড়ে মন ভরে
অহরহই, ঋতুবদলের এ সময়ে না পুরোপুরি বসন্ত,
অসপৃয়মান শীতের মৃদুমন্দ বায়ুবায় সকাল, বিকেলে
পাখির কলকাকলি আর মিলন প্রস্তুতি পর্বে
প্রকৃতি সদয় হলে বৃক্ষ নীরব হয়ে উপভোগের চাদর
টিউলিপ ছড়িয়ে দেয় অজস্র পাখায় পাখায় পাতায়
ঘাস, বৃক্ষশাখ, পাতা সবুজ জমিন আমন্ত্রণ জানায়
সুমিষ্ট সম্ভাষণে সৃষ্টির রহস্য জগতে অতি গর্বে!

বাংলা নববর্ষ

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ

বাংলা মায়ের ঘরে এল আনন্দেরই বান
চারিদিকে চলছে এবার নববর্ষের গান।
ওরে তালে তালে ওঠলো বেজে কঙ্গ বঙ্গ ঢোল
সবার মুখে হাসিগান আর নয়া চালবোল।
আহা কী আনন্দ!
ঐ সৃষ্টি সুখে মিষ্টি মুখে জাগে বাংলাদেশ
আনন্দ উৎসবে আজ সুখেরই আবেশ।
ওরে একতারাতে পহেলা বৈশাখ ওঠলো রে মেতে
জটলা বেঁধে জোয়ানবুড়ো শুনছে কান পেতে।
নেই মনে দ্বন্দ্ব।
দোকানপাটে হাটে মাঠে মিষ্টি খাওয়ার ধুম
হিসাবকিতাব ঘাটাঘাটি চোখেতে নাই ঘুম।
ওরে পাড়ায় পাড়ায় নেমন্ত্রন্ন ঘরে ঘরে ইষ্টি
রসে ভরা নানান পিঠা নতুন দিনের কৃষ্টি।
ভেসে আসে গন্ধ।
ডালে ডালে ফুটলো হেসে হরেক রকম ফুল
নতুন দিনের হাওয়ার তালে দুলে দোদুল দুল।
ওরে গলির মোড়ে পথের ধারে বসলো মেলা জেঁকে
কেউবা এসে ডিগবাজি দেয় গায়ে রং মেখে।
ফিরে এল ছন্দ।
আজ সূর্যবরণ বর্ষবরণ চলছে ঘরে ঘরে
হিংসাদ্বেষ সাফ করে দেয় কালবৈশাখী ঝড়ে।
ওরে পান্তাইলিশ খেয়ে এবার শাড়িলুঙ্গি পরে
আস সবাই হই বাঙ্গালি চির দিনের তরে।
নেই কোনো মন্দ।
বাফেলো, নিউ ইয়র্ক

বৈশাখ এলো

মাসুদ রানা

বৈশাখ এলো নতুন ভোরে
স্বপ্নে ডাকে মনের ঘরে,
পাখির কন্ঠ মিষ্টি সুর বাজে
গাছে হাসে রঙিন সাজে।
বৈশাখ এলো উৎসব রঙে
মন ভাসে আনন্দের ঢঙে,
রঙিন শাড়ি পরে মেয়ে
পাঞ্জাবিতে সাজে ছেলে।
মেলায় মেলায় জমে ওই ভিড়
শিশুরা হাসে খুশির নীড়,
পুরনো দিনের কষ্ট ভুলে
নতুন আশা আসে দুলে।
আকাশ ভরে গানের টানে
সুখের ছোঁয়া লাগে প্রাণে,
শিশুর হাসি বাজে কানে
ভালোবাসা ছড়ায় প্রাণে।
সবুজ মাঠে হাসে ওই ধান
কৃষকের মুখে সুখের গান,
মনটা ভরে উঠুক আনন্দ
জীবন কাটুক সুখের ছন্দ।
ইরাক প্রবাসী

উত্তরাধুনিক ক্রোশে

সোহেল মাহমুদ

পুরনো ভৃত্যেরা এখন প্রভুর মতো তাকায়,
দাগি চোর বসে থাকে বিচারকের ভঙ্গিমায়!
বলাৎকারের অভিযোগে যারা বাড়ি ছেড়েছে,
তাদের নসিহতে অস্থির পাড়া মহল্লা!
এই অরণ্যে বেঁচে থাকার লজ্জায়
মাথা নিচু করে হাঁটি,
প্রয়াত পিতামহীর অবগুন্ঠিত চোখের মতো
লুকিয়ে রাখি আত্ম পরিচয়!
পালিত ঘোড়ার সহীসেরা এখন
আমাদের পৃষ্ঠদেশে,
নির্দ্বিধায় চাবুক মারে অনঙ্গ চামড়ায়!
প্রভুর জুতোজোড়া এখন ভৃত্যের পায়ে,
ঐতিহ্যের হুকো টানে অস্পৃশ্য ঠোঁটেরা!
পৃথিবীর ঘূর্ণনে, বদলে গেছে আন্হিক সময়;
শুধু এই আমি এবং আমরা,
পুরনো যীশুর মতন ঝুলে আছি-
অসভ্য উত্তরাধুনিক ক্রোশে!

বৈশাখী কোলাজ

বিজন বেপারী

স্মৃতির আল্পনায় বৈশাখ আসে এক ভিন্ন রূপে,
যেখানে পাড়ার মোড়ে মোড়ে খোল-করতালের শব্দে
আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠত।
নাম-সংকীর্তনের সেই সুর যেন
আধ্যাত্মিকতার চেয়েও বেশি ছিল
এক প্রাণের মিলনমেলা।
ভোরের আলো ফুটতেই শুচিবস্ত্র পরে মা-বাবার
পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করা-
সে এক অন্যরকম প্রশান্তি,
যেন পৃথিবীর সব রক্ষাকবচ লুকিয়ে থাকত
তাঁদের ওই আশীর্বাদী হাতের স্পর্শে।
সকালের নাশতায় জলছিটানো চিড়া, মুড়ি
আর তালের গুড়ের সেই অকৃত্রিম স্বাদ
আজও জিভে লেগে আছে।
বৈশাখী মেলায় যাওয়ার আগে
মাটির ব্যাংকের খুচরো পয়সা গোনার যে উত্তেজনা,
তার কাছে আজ জগতের সব বিলাসিতা ম্লান।
মেলার ধুলোমাখা পথে নাগরদোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ,
কাঁচের চুড়ি আর মাটির সরা-পুতুলের ভিড়ে
শৈশব খুঁজে পেত তার স্বর্গ।
চৈত্রের খরতাপ পেরিয়ে
আকাশে যখন কালবৈশাখীর ডম্বরু বাজত,
আমরা তখন নীল দিগন্তে রঙিন ঘুড়ির লড়াইয়ে মত্ত।
নাটাইয়ের সুতোয় টান পড়ত ঠিকই,
কিন্তু মনটা পড়ে থাকত
ওই ছিঁড়ে যাওয়া ঘুড়ির পিছু পিছু।
আজ ইট-পাথরের খাঁচায় বসে
সেই দূরন্ত শৈশব আর মাটির সোঁদা গন্ধমাখা
বৈশাখকে শুধু স্মৃতির গদ্যেই বন্দি করা যায়।
হারিয়ে যাওয়া সেই দিনগুলো আসলে হারায়নি,
মিশে আছে আমাদের অস্তিত্বের শিকড়ে।

এ বছর বৈশাখে

শাহনাজ পারভীন

বৈশাখে উড়ে আসে নতুনের দাগ-
চারিদিকে মুছে যাক রাগ, অনুরাগ।
শুকনো পাতার রাশি নিয়ে যত মরা-
বৈশাখে উড়ে যাক রোগ, শোক, খরা।
বৈশাখে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় বক-
নিকোনো উঠোন আজ করে ঝকমক।
মাঠ ভরা ধান ঢেউ ছড়িয়ে বাতাস-
উড়ে যায়, দূরে যায় সব হা-হুতাস।
ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মেঘ কলতান-
বৈশাখে বাজে শুধু মৌ মৌ গান।
বৈশাখে মুছে যাক মহাসমারোহে-
দুর্নীতি, দুর্দশা সততার মোহে।
সম্প্রতি ভালোবাসা এসো বৈশাখে-
একসাথে মিলবোই কাঁধ রেখে কাঁধে।

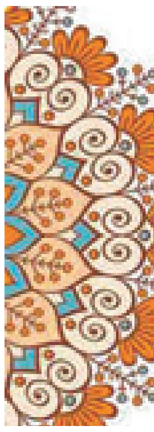

চৈত্র গেল, বৈশাখ এলো

আবু নাসের সিদ্দিক তুহিন

কৃষ্ণচূড়ায় আগুন লেগেছে
শাখায় শাখায় রং,
চৈত্র গেলে, বৈশাখ আসে
বর্ষবরণ টং।
শহর নগর, গঞ্জ গ্রামে
বৈশাখী সব মেলা,
আনন্দ সব ঘরে ঘরে
মনের মধ্যে খেলা।
মাটির পুতুল, বাঁশের বাঁশি
কচি খেজুর কিনবে,
বর্ষবরণ এ মেলাতেই
নতুন কিছু চিনবে।
সবার মুখে হাসির ঝিলিক
খুশির বন্যা বয়,
আজ বৈশাখী এমন দিনে
কে ঘরেতে রয়।
ঘরে ঘরে নতুন ধানে
হাসছে হাসিখুশি,
বৈশাখ এলে গাছের শাখায়
কচি পাতার খুশি।
পিঠে পায়েস পান্তা ভাতে
গলায় বাংলা গান,
বাংলা বছর সবার প্রাণে
আনছে নতুন টান।

বৈশাখ

আবুল বাসার

বৈশাখ আসলো চারদিকে বৈশাখ আসলো।
চৈত্রের রোদ্রের প্রহর পেরিয়ে বৈশাখ আসলো।
নতুন সাজে সেজে ঢোল আর ঢাকের তালে।
বৈশাখ আসলো সকলের ঘরে ঘরে রঙিন করে।
নতুন আসলো সামনে আজ পুরাতন কে ফেলে।
ঘরে ঘরে আজ বৈশাখী সাজে সাজ।
শাড়ি চুরি গহনায় রঙিন সাজে সাজলো সবাই।
রঙিন পোশাকে ছুটে চলে সকলে বৈশাখী মেলায়।
আসলো রে আসলো বৈশাখ আসলো চারদিকে বৈশাখী ধ্বনি।
ছুটে চলেছে সবাই হিলসাইড থেকে জেকসনহাইটস এ মেলায়।
দোকানে দোকানে নতুন শাড়ি পানজাবী আর বৈশাখী চুরি।
ইলিশ দিতেছে সেল বৈশাখী আমেজ দোকানে দোকানে।
পান্তা ইলিশ নাচ আর গানে বৈশাখ আসলোরে
রঙিন রঙে রাঙানো বৈশাখ আসলো।

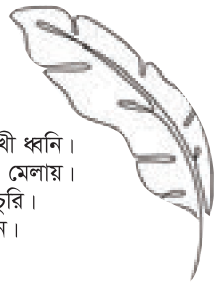

বৈশাখ

মো. সৈয়দুল ইসলাম

বৈশাখ আসে নতুন দিনের
সুখের বার্তা নিয়ে,
সোনার ধানে ভরে ঘোলা
কৃষাণ হাসি দিয়ে।
দুঃখ গ্লানি যায় মুছে যায়
নতুন ধানটা পেয়ে,
হাসিখুশি থাকে সদা
নতুন ভাতটা খেয়ে।
বৈশাখ আসে পান্তা ইলিশে
কাচা লংকার টানে,
বৈশাখ মাসটা পূর্ণতা পায়
কৃষাণ কৃষাণীর গানে।
গ্রাম শহরে বসতে দেখি
হরেক রকম মেলা,
শিশু কিশোর দেখে দেখে
কাটিয়ে দেয় বেলা।

জীবনের ইতি!

রকিবুল ইসলাম

যদি তব হরিষে বিষাদ আসে কভু,
যদি তব সুখে ছেদ পড়ে তবু!
দাড়ি,কমার যতিতে থামে জীবনের গতি,
স্মরীয় মোরে দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার ভাবি।
আসব সহসা সাথে ঝড়ো হাওয়া নিয়ে,
তোমার আকাশের যত কালো মেঘমালা সরাতে।
নতুবা আসব ধরাতে রিমিঝিমি বর্ষা হয়ে,
ভেজাব সারা তপ্ত ভূ-ত্বক অতৃপ্ত আত্মারে।
ধুয়ে দেব সকল জন্জ্ঞাল ধরণী হতে,
ঠাঁই হবে তবু মোর আকুল পাথারে।
সারাটা জীবন শুধু তোমার তরে সপিলাম মোরে,
হলো না বাঁধা ঘর আর তব বক্ষমাঝে।
আমি মনুষ্য জীব জানাই আকুতি,ঠাঁই নাহি,
ব্যথার দহন মরণের কারণ,ঘটায় জীবনের ইতি।

বৈশাখে

কনক কুমার প্রামানিক

চৈত্রে শেষে বৈশাখ আসে
বাংলার প্রতি ঘরে,
উচ্ছ্বাসেতে ভাসে হৃদয়
খুশির নাচন ধরে।
বৈশাখ মানে নতুন বছর
সকল কিছু ভুলে,
নতুন শুরু নতুন দিনে
খুশির ডানা মেলে।
পান্তা ইলিশ সকালবেলা
বিকেল হলে মেলা,
নতুন দিনের সূর্যিমামার
চলে রঙিন খেলা।

এসো হে বৈশাখ

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

এসো হে বৈশাখ, এসো আবাহনের অগ্নি-মন্ত্রে!
তোমাকে জানাই স্বাগতম,
হে অদম্য শক্তির অবিনাশী আধার।
তুমি এসেছ নির্ভীক বীরের দুর্জয় সংকল্পে,
সংগ্রামের রক্তিম চেতনায় প্রদীপ্ত তোমার ললাট।
তব দৌর্দন্ড প্রতাপে প্রকম্পিত চরাচর,
উঁচু-নিচু ভেদাভেদ চূর্ণ করো প্রলয়-তাণ্ডবে সমতালে।
পরোয়া করোনি ধরণীর কোনো মদমত্ত সম্রাটে,
তুচ্ছ করেছ গিরিশৃঙ্গ কিংবা মহীরুহের দর্প।
তোমার রুদ্ররুষে কাঁপে নিখিল বিশ্ব থরথর,
তুমি যেন রণাঙ্গনের এক অপরাজেয় বিদ্রোহী সত্তা!
তোমার তেজস্বী দহনে ভস্ম হয় হৃদয়ের গ্লানি ও শঙ্কা,
ছিঁড়ে যায় ভীরুতার সহস্র শৃঙ্খল।
তোমার এ দুর্বার গতিধারা আমায় শেখায়-
সম্মুখের গিরি-লঙ্ঘন করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার মহামন্ত্র।
এসো হে বৈশাখ, রণবীর সাজে এসো!
তোমার শঙ্খধ্বনিতে জাগ্রত করো লড়াকু পরাণ।

রেখো হৃদ মাঝারে

মহসিন আলম মুহিন

বন্ধু, খবর নিও বিদেশ গিয়া ভুইলো না মোরে,
তোমার আশয় পথ চাহিয়া থাকিব ঘরে,
বন্ধু, থাকিব ঘরে, বন্ধু ভুইলো না মোরে।।
ফুল বাগানে ফুলের সুভাষ ভ্রমরা যখন উড়ে,
দুচোখ ভরে আকাশ দেখি তোমায় মনে পড়ে,
বন্ধু, তোমায় মনে পড়ে, বন্ধু ভুইলো না মোরে।।
পুরান গীতি, মধুর স্মৃতি কান্দায় বাড়ে বাড়ে-
বিনিসুতার মালাখানি-আহা কেন যাবে ঝরে!
বন্ধু, কেন যাবে ঝরে! বন্ধু তোমায় মনে পড়ে।।
কাজ-কর্ম নাওয়া খাওয়া-থেকো ভালো করে,
অবসরে খবর নেওয়া, রেখো হৃদ মাঝারে,
বন্ধু, রেখো হৃদ মাঝারে, বন্ধু ভুইলো না মোরে।।

কালবোশেখী ঝড়

এ কে আজাদ

কালবোশেখী ঝড় গো আমার! কালবোশেখী ঝড়!
আসবে নাকি আমার দেশে হাওয়ায় করে ভর!
জানি- তুমি দাও উড়িয়ে পাখির নরম ঘর,
তোমার ভয়ে ডাল-পাতারা কাঁপে যে থরথর!
ভেঙ্গে ফেলো বৃক্ষ-শাখা, উপড়ে ফেলো গাছও,
ফসলী ক্ষেত দুমড়ে মুচড়ে উন্মত্ত নাচ নাচো।
উড়িয়ে দাও খড়ের চালা, টিনের চালা আরও
গরীব দুখীর ঘর উড়িয়ে জীবন নাশো কারও।
নিরীহ সব মানুষ মেরে করে যারা হইচই,
সেই খুনীদের হাতগুলোকে ভঙাতে পারো কই?
ঘুষখোরের ঐ দালানকোঠায় শক্তি তোমার কই?
অক্ষত রয় দানোর প্রাসাদ, ময়ূরপঙ্খীর ছই!
দূর্নীতির ঐ আখড়া যত, সাজানো দপ্তর,
যেই ঘরেতে বসত করে পকেটমার আর চোর,
তার ইটে কি শক্তি তোমার যায় হারিয়ে বল?
অত্যাচারীর বুকে এবার ঝড় তোল ঝড় তোল।

ঢাকার পর জেলা পর্যায়ে প্রবাসী সিটি করার পরিকল্পনা সরকারের

ঢাকা : নির্বাচনী ইশতেহারে প্রবাসীদের অর্থনৈতিক অবদানকে স্বীকৃতি দিতে ঢাকায় একটি বিশেষ 'প্রবাসী সিটি' বা স্মার্ট সিটি তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিএনপি। সরকার তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে এবং পরবর্তীতে দেশের জেলা পর্যায়ে প্রবাসী সিটি করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যা ণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক। রোববার (১২ এপ্রিল) রাজধানীর একটি হোটেলে 'সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং' শীর্ষক ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ-২০২৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে এ কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রায় ২ কোটির বেশি প্রবাসী রয়েছে। অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে প্রবাসীদের বড় ভূমিকা নিতে হবে। সরকার অভিবাসন কূটনীতিতে জোর দিচ্ছে, এটি দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখবে। বিদেশে আমাদের যে ডায়াসপোরা আছে তাদের কাজে লাগাতে হবে, এটি করতে হবে আমাদের মিশনগুলোকে। দ্রুত সাড়াদানের ক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলোর সমালোচনা করেন প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক। তিনি বলেন, দ্রুত দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মিশনগুলোর রেসপন্স কম দেখি। মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের অনেক শ্রমিক, তাদের সহায়তা করার দায়িত্ব নিতে হবে ফার্মের মাধ্যমে প্রবাসে বাংলাদেশি কর্মীদের সহায়তার তথ্য তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রবাসে বাংলাদেশি কর্মীরা বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে। তাদের সহায়তা করার জন্য ৮-১০ দেশে ল ফার্ম কাজ করছে। এই ফার্মগুলো প্রবাসীরা সমস্যা সমাধানে কাজ করছে। বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের দায় দেখছেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশে ভিসা না দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দায় আছে। অবৈধ পথে বিদেশ গমন, এক দেশে গিয়ে অন্য দেশে চলে যাওয়া। বাংলাদেশিদের ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার বিষয়টি দেশের ইমেজ সংকটে ফেলে। প

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
Moin & Michael
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Attorney Michigan Only.
Attorney Michigan Only.
Attorney New Jersey Only
Attorney, Buffalo New York Only
Attorney Connecticut Only
Attorney Pennsylvania Only
WWW.MOINLAW.COM
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

PRIME HEALTH NYC
FAMILY HEALTH & WELLNESS
Total Family Health
Vitamin Infusion
Regenerative Therapy
Anti-Aging & Wellness Clinic
PROVIDE HIGH QUALITY CARE AND BEST OFFICE EXPERIENCES
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCES
JAMAICA OFFICE
167-10 highland Ave, Jamaica, NY 11432
(929) 998-3971, (929) 998-3972
(929) 998-3995
BRONX OFFICE
1444 Olmstead Ave, Bronx, NY 10462
(516) 960-3030, (516) 960-3020
(516) 960-3028
www.primehealthnyc.com
Email: primehealthnyc@hotmail.com

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্ট ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম
এখানে গায়ে হলুদ, বিবাহ, এনগেজমেন্টস, সুইট সিক্সটিন, বেবি শাওয়ার, ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সু-ব্যবস্থা করা হয়।
৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।
বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

অঙ্গন পার্টি হল
জ্যামাইকায় ৬ হাজার স্কয়ার ফিটের
সুবিশাল পার্টি সেন্টার
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street (CF2)
Jamaica NY 11432
এখানে
রেগুলার
ইভেন্টসহ
যে কোনো
অনুষ্ঠানের
জন্য বুকিং
নেওয়া হয়
বিয়ে
জন্মদিন
আকিকা
বেবি সাওয়ার
বিবাহ বার্ষিকী
সভা-সেমিনার
যোগাযোগ
347-440-2317

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আইএমএফের সতর্কবার্তা দেখা দিতে পারে বিশ্বমন্দা

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরান যুদ্ধের উত্তাপ আরও বাড়লে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সংস্থাটি জানিয়েছে, এই মন্দার প্রভাবে জি-৭ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্যই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ওয়াশিংটনভিত্তিক এই সংস্থা জানায়, মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। যুদ্ধের বর্তমান প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে ইতিমধ্যে ২০২৬ সালের জন্য বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে দিয়েছে সংস্থাটি।
আইএমএফের অর্ধবার্ষিক হালনাগাদ তথ্যানুযায়ী, জ্বালানির আকাশচুম্বী দাম যদি ২০২৬ সালের মাঝামাঝিও নিয়ন্ত্রণে আসে, তবু জি-৭ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে এ বছর যুক্তরাজ্যেই প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি কমবে এবং মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে। তবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে, অর্থাৎ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিলে ও জ্বালানির দাম অপরিবর্তিত থাকলে বিশ্ব অর্থনীতি ১৯৮০ সালের পর পঞ্চমবারের মতো ভয়াবহ মন্দার মুখে পড়বে। আইএমএফের এই সতর্কবার্তার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করেছেন ব্রিটিশ চ্যান্সেলর র‍্যাচেল রিভস। আইএমএফের বৈঠকে যোগ দিতে ওয়াশিংটন যাওয়ার আগে তিনি বলেন, 'ইরান যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়, কিন্তু এর জন্য যুক্তরাজ্যকে চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। আমি এই ব্যয় চাইনি, কিন্তু এখন আমাদের এর মোকাবিলা করতে হবে।'
র‍্যাচেল রিভস সরাসরি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দায়ী করে 'দ্য মিরর'কে বলেন, 'সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও যুদ্ধের ময়দান থেকে বেরিয়ে আসার পরিকল্পনা ছাড়াই কোনো সংঘাতে জড়ানোটা বোকামি। আমি অত্যন্ত হতাশ ও বাকরুদ্ধ যে যুক্তরাষ্ট্র কোনো এক্সিট প্ল্যান ছাড়াই এই যুদ্ধে জড়িয়েছে।' আইএমএফ জানিয়েছে, বিশ্বজুড়ে প্রবৃদ্ধি কমলেও জ্বালানি আমদানিকারক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোই সবচেয়ে বড় ধাক্কা খাবে। মধ্যপ্রাচ্যে ওয়াশিংটনের লক্ষ্য নিয়ে ট্রাম্পের স্ববিরোধী বক্তব্যের মধ্যেই ২০২৬ সালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস শূন্য দশমিক ১ শতাংশ কমিয়ে ২.৩ শতাংশে নামিয়েছে সংস্থাটি। যুক্তরাজ্যের জন্য এই পূর্বাভাস আরও উদ্বেগজনক। দেশটির প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শূন্য দশমিক৫ শতাংশ কমিয়ে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতি সরকারি লক্ষ্যমাত্রা ২ শতাংশের দ্বিগুণ, অর্থাৎ ৪ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। আইএমএফের প্রধান অর্থনীতিবিদ পিয়ের-অলিভিয়ের গৌরিনকাস সতর্ক করে বলেন, প্রতিদিন পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে এবং বিশ্ব অর্থনীতি একটি নেতিবাচক পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। যদি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১১০ ডলার ছাড়িয়ে ২০২৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তবে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশে নেমে আসবে, যাকে বিশ্বমন্দার সমতুল্য ধরা হয়। ১৯৮০ সালের পর এমন পরিস্থিতি কেবল চারবার দেখা গেছে, যার সর্বশেষটি ছিল ২০২০ সালের করোনা মহামারি ও ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার সময়। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি যুদ্ধ বন্ধের ওপর জোর দিয়েছে আইএমএফ। গৌরিনকাস বলেন, ঢালাও ভর্তুকি বা দাম বেঁধে দেওয়ার মতো জনপ্রিয় সিদ্ধান্তগুলো প্রায়ই অকার্যকর ও ব্যয়বহুল প্রমাণিত হয়। এর পরিবর্তে লক্ষ্যভিত্তিক ও অস্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

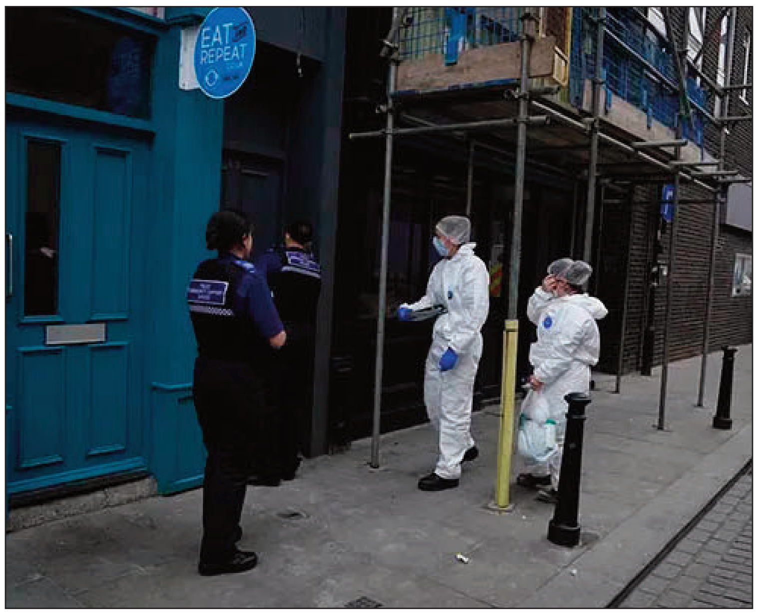

৩০০ বছর আগের শিশুর কংকাল উদ্ধার, রহস্য

বাংলাদেশ ডেস্ক : কুক-এর বিশপ অকল্যাডে একটি ভিক্টোরিয়ান বাড়ির মেঝের নিচ থেকে উদ্ধার হওয়া এক শিশুর কঙ্কালকে ঘিরে চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে। একজন কন্ট্রাক্টর ২০২৪ সালে বাড়িটির মেরামতের সময় মেঝের তক্তার নিচে শিশুটির দেহাবশেষ খুঁজে পান। কঙ্কালটি ১৯১০ সালের একটি সংবাদপত্রে মোড়ানো ছিল এবং শিশুটির গলায় তিনবার প্যাঁচানো সুতা পাওয়া যায়। ইনকোয়েস্টে শিশুটিকে 'বেবি অকল্যান্ড' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল শিশুটি ১৯১০ সালের কাছাকাছি সময়ের। কিন্তু পরবর্তী রেডিওকার্বন পরীক্ষায় বিস্ময়কর তথ্য আসে। শিশুটি সম্ভবত ১৭২৬ থেকে ১৮১২ সালের মধ্যে জীবিত ছিল।
এতে ধারণা আরও জটিল হয়ে ওঠে যে, সংবাদপত্রের তারিখ ও কঙ্কালের সময়কাল একে অপরের সঙ্গে মিলছে না। ফরেনসিক পরীক্ষা চালানো হলেও মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ধারণ করা যায়নি। ইনকোয়েস্টে বলা হয়, শিশুটি প্রায় ৪০ সপ্তাহের পূর্ণ-মেয়াদি নবজাতক হতে পারে। তবে সে মৃত জন্মেছিল নাকি জন্মের পর মারা গেছে তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটিকে দীর্ঘ সময় ধরে অক্ষত অবস্থায় মেঝের নিচে রাখা ছিল। তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এটি অত্যন্ত জটিল একটি কেস যা ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে এগোচ্ছে। ডিটেকটিভ চিফ ইন্সপেক্টর মেল সাদারল্যান্ড বলেন, তার প্রধান লক্ষ্য হলো শিশুটির পরিচয় ও মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করা এবং তাকে যথাযথভাবে সমাহিত করা। কঙ্কালটি মোড়ানো ছিল ১৯১০ সালের ১৯ জুন প্রকাশিত আম্পায়ার নামের একটি জনপ্রিয় সানডে সংবাদপত্রে, যা ম্যানচেস্টারে ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে রেডিওকার্বন বিশ্লেষণ অনুযায়ী শিশুটির সময়কাল এর চেয়ে অনেক আগের হতে পারে, যা রহস্যকে আরও গভীর করেছে। শিশুটির দেহাবশেষ ২৭ এপ্রিল বিশপ অকল্যান্ড-এ সমাহিত করা হবে। করোনার জেরেমি চিপারফিল্ড শুনানি স্থগিত করেছেন এবং আগামী ১৮ মে আবার তদন্ত শুরু হবে। আশা করা হচ্ছে রহস্যের আরও কিছু অংশ উন্মোচিত হতে পারে।

কেন মা-দাদিদের মতো 'আদর্শ' স্ত্রী চান পুরুষেরা : যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন মনোবিজ্ঞানীরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে ইদানীং এক বিশেষ ঘরানার ভিডিও বেশ নজরে পড়ে। ঝকঝকে রান্নাঘর, পরনে রঙিন অ্যাপ্রোন আর হাসিমুখে পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করছেন একজন নারী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই যুগে একে বলা হচ্ছে 'ট্র্যাডওয়াইফ' বা প্রথাগত ঘরোয়া স্ত্রী হওয়ার ট্রেন্ড। মা-খালা কিংবা দাদি-নানিরা যেভাবে ঘর সামলাতেন, সেই জীবনকেই এখনকার 'ট্র্যাডিশনাল ওয়াইফ' বা 'ট্র্যাডওয়াইফ' ধারণার সঙ্গে তুলনা করা হয়। একটি সাজানো-গোছানো ঘর, পরিবারের সবার খেয়াল রাখা, রান্নাবান্না আর স্বামীর সেবাড়এই আটপৌরে জীবনই ছিল তাঁদের পরিচয়। নারীরা কেন এই যাপনে আগ্রহী হচ্ছেন, তা বোঝা কঠিন নয়। ক্যারিয়ারের ইঁদুরদৌড়, দীর্ঘ কাজের চাপ আর যান্ত্রিক জীবন থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই অতীতের সেই 'সাদামাটা' জীবনে শান্তি খুঁজছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক পুরুষেরা কেন এমন প্রথাগত জীবনসঙ্গিনী খুঁজছেন? নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক এক গবেষণা এই প্রশ্নের উত্তরে এক রূঢ় সত্য সামনে এনেছে। ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী প্রায় ৬০০ মার্কিন তরুণের ওপর চালানো এই গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষদের এই 'ট্র্যাডওয়াইফ'প্রীতির পেছনে কোনো রোমান্টিক বা আদর্শিক কারণ নেই, বরং এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও 'নারীবিদ্বেষী মনোভাব'।

গবেষণার ফল বলছে, যেসব পুরুষ এমন ঘরোয়া স্ত্রী খুঁজছেন, তাঁদের বড় অংশের মধ্যেই নারীদের প্রতি চরম নেতিবাচক ধারণা বা 'হোস্টাইল সেক্সিজম' কাজ করে। অর্থাৎ, তাঁরা নারীকে সমান মর্যাদার মানুষ ভাবার চেয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকা একজন সেবাদাতা হিসেবে দেখতেই বেশি পছন্দ করেন। 'সাইকোলজি অব উইমেন কোয়ার্টারলি' সাময়িকীতে গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের কাছে পুরুষ, নারী ও প্রথাগত জীবনধারা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁদের লিঙ্গবিদ্বেষী মনোভাব ও ধর্মীয় উগ্রতার মতো বিষয়গুলোও যাচাই করা হয়। জরিপের উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করে মনোবিজ্ঞানীরা সেসব বিষয় চিহ্নিত করেছেন, যা মূলত 'ট্র্যাডওয়াইফ' সংস্কৃতির প্রতি পুরুষদের সমর্থনের পেছনে কাজ করে। গবেষকেরা অবাক হয়ে লক্ষ করেছেন, এর পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলো 'হোস্টাইল সেক্সিজম' বা নারীবিদ্বেষী মনোভাব, যার মাধ্যমে নারীর প্রতি চরম নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা হয়। গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক ও নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী র‍্যাচেল রবনেত টাইমস অব লন্ডনকে বলেন, 'ফলাফল দেখে আমরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।' গবেষকদের প্রাথমিক ধারণা ছিল, হয়তো 'বেনেভোলেন্ট সেক্সিজম' বা পুরুষেরা নারীদের রক্ষা করার বা তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়ার একধরনের 'শৌর্য' থেকে এমন জীবনসঙ্গিনী চান, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। রবনেত জানান, এই পুরুষেরা নারীদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং তাঁরা চান জীবনসঙ্গিনী যেন পুরোপুরি তাঁদের ওপর নির্ভরশীল থাকে।

মনোবিজ্ঞানীরা এর একটি বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই শ্রেণির পুরুষেরা শারীরিক বা মানসিক অন্তরঙ্গতার জন্য নারীর ওপর প্রচণ্ড নির্ভরশীল। কিন্তু, এই চরম নির্ভরশীলতার কারণেই তাঁরা মনের গভীরে নারীর প্রতি একধরনের ক্ষোভ বা 'রেজেন্টমেন্ট' পুষে রাখেন। তাঁরা মনে করেন, প্রথাগত জীবনসঙ্গিনী ঘরে থাকলে তাঁদের কর্তৃত্ব বা আধিপত্য বজায় রাখা সহজ হবে। রবনেত টাইমসকে বলেন, যে ধরনের পুরুষেরা 'ট্র্যাডওয়াইফ' আন্দোলনকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন, তাঁরা সম্ভবত সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী নন। এই গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে, এই জীবনধারা সমর্থনকারী পুরুষেরা অন্তরঙ্গতার জন্য নারীর ওপর নির্ভরশীল থাকেন এবং এই নির্ভরশীলতার কারণেই আবার নারীর প্রতি চরম ক্ষোভ পোষণ করেন। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'আলফা মেল' বা পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য নিয়ে প্রচুর কনটেন্ট তৈরি হচ্ছে। অনেক তরুণ এই ভুল আদর্শে প্রভাবিত হয়ে মনে করছেন, একজন স্বাধীন বা ক্যারিয়ারসচেতন নারী মানেই সংসারের জন্য হুমকি। ফলে তাঁরা এমন কাউকে খুঁজছেন, যিনি কেবল 'সংসার' করবেন। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, এর সঙ্গে উগ্র ধর্মীয় মনোভাব ও অতিরক্ষণশীল রাজনৈতিক চিন্তারও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। রান্না করা বা সংসার সামলানো কোনোটিই ছোট কাজ নয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, যখন কোনো পুরুষ সুস্থ অংশীদারত্বের বদলে কেবল নিজের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য একজন 'আদর্শ' স্ত্রীর স্বপ্ন দেখেন, তখন সেই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার অবকাশ থাকে।

ইতিহাসে প্রথম নারী সেনাপ্রধান পেল অস্ট্রেলিয়া

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রথমবারের মতো সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে একজন নারীকে নিয়োগ দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুসান কয়েলকে নতুন চিফ অব আর্মি হিসেবে ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার। আগামী জুলাই থেকে তার মেয়াদ শুরু হবে। সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বর্তমানে চিফ অব জয়েন্ট ক্যাপাবিলিটিজ হিসেবে দায়িত্বে থাকা লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুসান কয়েল জুলাই মাসে সেনাবাহিনীর প্রধান হবেন। তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাইমন স্টুয়ার্টের জায়গায় দায়িত্ব নেবেন। প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ এক বিবৃতিতে বলেন, 'জুলাই মাস থেকে অস্ট্রেলিয়ান সেনাবাহিনীর ১২৫ বছরের ইতিহাসে আমরা প্রথমবারের মতো একজন নারী সেনাপ্রধান পেতে যাচ্ছি।' প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিচার্ড মার্লেস কয়েলের নিয়োগকে একটি 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'সুসানের এই অর্জন অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্সে কর্মরত নারীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। ভবিষ্যতে যারা সেখানে কাজ করার কথা ভাবছেন, তাদের জন্যও এটি বড় অনুপ্রেরণা এটি।'
৫৫ বছর বয়সিকয়েল ১৯৮৭ সালে সেনবাহিনীতে যোগ দেন এবং বেশ কয়েকটি ঊর্ধ্বতন কমান্ড পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। মার্লেস বলেন, 'তিনিই হবেন সেনাবাহিনীর যেকোনো সার্ভিস শাখার নেতৃত্বদানকারী প্রথম নারী।' বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ান প্রতিরক্ষা বাহিনীতে (এডিএফ) নারীদের সংখ্যা প্রায় ২১ শতাংশ এবং ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের পদগুলোতে তাদের হার ১৮.৫ শতাংশ। এডিএফ ২০৩০ সালের মধ্যে নারীদের সার্বিক অংশগ্রহণের হার ২৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

সৌদিসহ পাঁচ আরব দেশের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি ইরানের

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় সহায়তা করার অভিযোগে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের পাঁচ দেশের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে ইরান। তেহরানের দাবি, এই দেশগুলো তাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দিয়ে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে। গত সোমবার জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস এবং নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এই দাবি জানান জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি আমির সাঈদ ইরাভানি। যেসব দেশের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে, সেগুলো হলো- সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান। চিঠিতে ইরানি দূত উল্লেখ করেন, ইরানের ওপর মার্কিন-ইসরায়েলি হামলা পরিচালনার সুযোগ করে দিয়ে এই দেশগুলো সরাসরি দায়বদ্ধতা লঙ্ঘন করেছে। ফলে যুদ্ধে ইরানের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার দায় নিয়ে দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রমাণ রয়েছে যে, উল্লিখিত দেশগুলোর ভূখণ্ড ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের ওপর হামলা চালিয়েছে। এসব তথ্য আগেই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জমা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়।
চিঠিতে আমির সাঈদ ইরাভানি আরও বলেন, ইরান পূর্ববর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, আগ্রাসীরা (যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল) ওই দেশগুলোর ভূখণ্ড ব্যবহার করেছে এবং কিছু বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে অবৈধ হামলায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে। এই পাঁচটি দেশ তাদের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা লঙ্ঘন করেছে। তাই ইরানের ওপর সংঘটিত সব ধরনের বস্তুগত ও নৈতিক ক্ষতির জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের ওপর হামলা চালায়, যাতে বহু মানুষ হতাহত হয়। এর জবাবে ইরান ইসরায়েলসহ ইরাক, জর্ডান এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থাকা বিভিন্ন দেশে পাল্টা হামলা চালায়। এতে অগ্নিগর্ভে পরিণত হয় গোটা মধ্যপ্রাচ্য। টানা ৩৯ দিন ভয়াবহ এই সংঘাত চললেও গত সপ্তাহে ১৪ দিনের একটি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। এদিকে পাল্টাপাল্টি হামলার প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া সংকট নিরসনে গত রবিবার পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ইরান ও মার্কিন প্রতিনিধিদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তবে কোনও সমঝোতা ছাড়াই সেই আলোচনা শেষ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে যুদ্ধবিরতি চললেও এই ক্ষতিপূরণের দাবি নতুন করে উত্তাপ ছড়াতে পারে বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা। সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

যৌন কেলেঙ্কারি : বহিষ্কারের মুখে কংগ্রেস ২ মার্কিন আইনপ্রণেতা

বাংলাদেশ ডেস্ক : মার্কিন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের সম্ভাবনার মুখে ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান দুই দলেরই দুই প্রতিনিধি পদত্যাগ করেছেন। তারা হলেন এরিক সোয়ালওয়েল এবং টনি গঞ্জালেস। মঙ্গলবারই তারা পদত্যাগ করেন। সেই সময় প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা তাদেরকে দ্রুত অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছিলেন। তবে তার আগেই পদত্যাগ করার মাধ্যমে তারা দু'জনই প্রতিনিধি পরিষদের ফ্লোরে সম্ভাব্য বহিষ্কার ভোটের প্রকাশ্য অপমান থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান। তবে কংগ্রেস সদস্য হিসেবে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি এড়াতে পারলেও, তারা আলাদা আলাদা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে রাজনৈতিকভাবে বড় ধরনের পতনের মধ্যেই তাদের দায়িত্ব ছাড়ছেন। এ খবর দিয়েছে অন-লাইন সিএনএন।দুই পদত্যাগের ঘোষণা সোমবার রাতেই পরপর আসে, যা মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে এক বিস্ময়কর পরিস্থিতি তৈরি করে। উভয় দলের সদস্যদের জবাবদিহিতার চাপ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, তাদের পক্ষে পদে থাকা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

সোয়ালওয়েল প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসনকে লেখা পদত্যাগপত্রে বলেন, আমার অতীতের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য আমি আমার পরিবার, সহকর্মী ও ভোটারদের কাছে গভীরভাবে দুঃখিত। আমার বিরুদ্ধে আনা গুরুতর ও মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে আমি লড়ব। তবে আমার করা ভুলগুলোর দায় স্বীকার করছি। তিনি আরও বলেন, তার বিরুদ্ধে দ্রুত বহিষ্কার ভোট আনার উদ্যোগ চলছে। কিন্তু যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া কাউকে বহিষ্কার করা যেমন ভুল, তেমনি তার নিজের দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটানোও ঠিক নয়।

সোয়ালওয়েলের পদত্যাগ আসে তার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ সামনে আসার পর। অভিযোগে বলা হয়, এক সাবেক স্টাফার দাবি করেছেন যে, মদ্যপানের এক রাতে তার সম্মতি ছাড়াই সোয়ালওয়েল তার সঙ্গে যৌন স্থাপন সম্পর্ক করেন। এছাড়া আরও তিনজন নারী তার বিরুদ্ধে যৌন অসদাচরণের অভিযোগ তুলেছেন। এর মধ্যে অবাঞ্ছিত নগ্ন ছবি ও অশালীন বার্তা পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে। যদিও সোয়ালওয়েল এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এই কেলেঙ্কারির জেরে তার বিরুদ্ধে নৈতিকতা তদন্ত শুরু হয় এবং সহকর্মীদের চাপ বাড়তে থাকে। এমনকি তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর পদে প্রার্থিতা স্থগিত করলেও তার পদত্যাগের দাবি থামেনি। এছাড়া ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসও তার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে। অন্যদিকে, টনি গঞ্জালেসও নিজস্ব বিতর্কের মধ্যে পদত্যাগ করেন। গত মাসে তিনি এক স্টাফারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কথা স্বীকার করেন। পরে ওই স্টাফার আত্মহত্যা করেন। এছাড়া তার বিরুদ্ধে আরেক সাবেক কর্মীকে অশালীন বার্তা পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে, যা নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। এই দুই পদত্যাগের ফলে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেট উভয় দলের নেতারা জটিল বহিষ্কার ভোটের প্রক্রিয়া এড়াতে পেরেছেন। স্পিকার মাইক জনসন এবং হাউস সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফ্রিজ উভয়েই পৃথকভাবে বলেন, এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।

পর্দার আড়ালে উভয় দল থেকেই পরিকল্পনা ছিল প্রতিটি দল থেকে একজন করে সদস্য বহিষ্কারের প্রস্তাব আনা হবে। নিউ মেক্সিকোর ডেমোক্রেট প্রতিনিধি তেরেসা লেজার ফার্নান্দেজ এবং ফ্লোরি-ডার রিপাবলিকান প্রতিনিধি আনা পাউ-লিনা লুনা এই প্রস্তাব তৈরির উদ্যোগ নেন। তারা সতর্ক করেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না করলে বহিষ্কার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। শেষ পর্যন্ত দুই সদস্যই পদত্যাগে সম্মত হওয়ায় সেই উদ্যোগ স্থগিত রাখা হয়। উল্লেখ্য, মার্কিন কংগ্রেসের ইতিহাসে এ পর্যন্ত মাত্র ছয়জন সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাই এমন সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিরল ও সংবেদনশীল হিসেবে বিবেচিত হয়।

স্বাস্থ্যবীমা সংকটে বিপর্যস্ত আমেরিকানরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় ও বীমা কাঠামোর পরিবর্তন ঘিরে নিম্ন ও মধ্য আয়ের বহু পরিবার চরম সংকটে পড়েছে। সাম্প্রতিক নীতি পরিবর্তন ও বীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধির ফলে চিকিৎসা ব্যয় বহন করা অনেকের জন্য অসম্ভব হয়ে উঠছে– এমন পরিস্থিতিতে বিকল্প সহায়তার ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে আলোচনায় এসেছে অলাভজনক সংগঠন রিমোট এরিয়া মেডিকেল (র‍্যাম), যারা যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিনামূল্যে পপ-আপ মেডিকেল, ডেন্টাল ও ভিশন ক্লিনিক পরিচালনা করছে। র‍্যাম-এর ক্লিনিকগুলোতে রোগীদের কাছ থেকে কোনো ফি, বীমা বা পরিচয়পত্র চাওয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রে হাজার হাজার মানুষ আগেই লাইনে দাঁড়িয়ে সেবা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন। টেনেসির নক্সভিলসহ বিভিন্ন স্থানে ক্লিনিকগুলোতে কয়েক দিনের মধ্যেই শত শত স্বেচ্ছাসেবী চি-কিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী অংশ নেন। সংগঠনটির সিইও ক্রিস হল জানান, রোগীদের একটি বড় অংশের কোনো স্বাস্থ্যবীমা নেই, আর যাদের আছে, তাদেরও ডিডাক্টিবল ও কো-পে খরচ অনেক সময় চিকিৎসা গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক বীমা পরিকল্পনায় আবার দাঁত, চোখ বা শ্রবণ-সেবাও অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

সেবা কার্যক্রমে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকে ডেন্টাল সেবায়, এরপর চোখের পরীক্ষা ও সাধারণ চিকিৎসা। স্বেচ্ছাসেবকরা জানান, বহু রোগী দীর্ঘদিন চিকিৎসা না পাওয়ায় গুরুতর সমস্যায় ভোগেন।এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যসেবা খাতে বীমা কাঠামো, ব্যয়বৃদ্ধি এবং প্রাপ্যতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, সরকারি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে এমন বেসরকারি মানবিক উদ্যোগগুলো অনেক মানুষের জন্য 'শেষ ভরসা' হয়ে উঠছে।

র‍্যাম-এর প্রতিষ্ঠাতা স্ট্যান ব্রোক-এর উদ্যোগে চালু করা এই উদ্যোগ এখন দেশজুড়ে বিস্তৃত। নিয়মিত অনুদান ও স্বেচ্ছাসেবীদের অংশগ্রহণে সংগঠনটি বছরের পর বছর ধরে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

সমর্থকদের মতে, এই ধরনের ক্লিনিক শুধু চি-কিৎসা নয়– মানুষের মর্যাদা ও মানসিক স্বস্তিও ফিরিয়ে দেয়। তবে সমালোচকদের মতে, এটি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতারই একটি প্রতিচ্ছবি।এই পুরো পরিস্থিতি আবারও সামনে এনেছে একটি প্রশ্ন– বীমা-নির্ভর স্বাস্থ্যব্যবস্থা কতটা মানুষের মৌলিক চিকিৎসা অধিকার নিশ্চিত করতে পারছে। **সূত্র :** সিবিএস নিউজ।

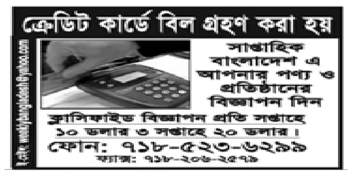

হরমুজের পর যুক্তরাষ্ট্রের নজর মালাক্কা প্রণালিতে?

বাংলাদেশ ডেস্ক : হরমুজ প্রণালি ঘিরে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরেকটি সমান্তরাল অগ্রগতি নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে একটি নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তি এমন জল্পনা তৈরি করেছে যে, ওয়াশিংটনের দৃষ্টি এখন মালাক্কা প্রণালির দিকেও বিস্তৃত হতে পারে। মালাক্কা হলো বৈশ্বিক বাণিজ্যের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ। এ সপ্তাহের শুরুতে চূড়ান্ত হওয়া চুক্তিটি মার্কিন সামরিক বিমানকে ইন্দোনেশিয়ার আকাশসীমায় বাড়তি কার্যক্রমের সুযোগ দেবে। আনুষ্ঠানিকভাবে এটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদারের পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরা হলেও, এর মাধ্যমে মালাক্কা প্রণালির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারি ও সামরিক কার্যক্ষমতা বাড়তে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। এই প্রণালিটি ভারত মহাসাগরকে পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন এনডিটিভি।ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর যৌথভাবে এই পথটি পরিচালনা করে। এর মাধ্যমে বৈশ্বিক বাণিজ্যের একটি বড় অংশ চলাচল করে। তবে চুক্তিটির সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে- যুক্তরাষ্ট্র কি মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক 'চোকপয়েন্ট'গুলো সুরক্ষায় তার ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল পুনর্গঠন করছে?

বৈশ্বিক বাণিজ্যে মালাক্কার কৌশলগত গুরুত্ব : হরমুজ প্রণালি যেখানে মূলত বৈশ্বিক তেল পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে মালাক্কা প্রণালি আরও বিস্তৃত বাণিজ্যিক জীবনরেখা হিসেবে কাজ করে। এটি জ্বালানি সরবরাহের পাশাপাশি তৈরি পোশাক, ইলেকট্রনিক্স ও শিল্প উপাদান পরিবহনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য চলাচলের কারণে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এই পথটি বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিগুলোর জন্য অপরিহার্য। চীন এই রুটের ওপর জ্বালানি আমদানির জন্য ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এই নির্ভরতা বেইজিংয়ের কাছে দীর্ঘদিন ধরে একটি কৌশলগত দুর্বলতা হিসেবে বিবেচিত, যা 'মালাক্কা দ্বিধা' নামে পরিচিত। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি অর্থনৈতিক নির্ভরতা তুলনামূলক কম, তবুও তারা এই প্রণালিকে কৌশলগত ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। এর কিছু অংশ খুবই সরু হওয়ায়, ভবিষ্যৎ কোনো সংঘাতের ক্ষেত্রে এটি একটি সম্ভাব্য 'বটলনেক' বা চাপ প্রয়োগের স্থান হয়ে উঠতে পারে।

ভারতের ভৌগোলিক সুবিধা ও বাড়তে থাকা ভূমিকা : মালাক্কা প্রণালি ঘিরে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ভারতকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে এসেছে। প্রণালিটির পশ্চিম প্রান্তের কাছে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ-পুঞ্জ ভারতকে সামুদ্রিক চলাচল পর্যবেক্ষণের একটি স্বাভাবিক সুবিধা দেয়। এই অঞ্চলে ভারতের সামরিক অবকাঠামো বিশেষ করে ক্যাম্পবেল বে'তে অবস্থিত দক্ষিণতম বিমানঘাঁটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। পাশাপাশি চলমান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলো ভারতের সামুদ্রিক সক্ষমতা আরও বাড়াবে, যা বিশ্বের ব্যস্ততম শিপিং করিডোরগুলোর একটির কাছে তাদের উপস্থিতি শক্তিশালী করবে। এই ভৌগোলিক অবস্থান যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে অঞ্চলে চীনের প্রভাব মোকাবিলার প্রেক্ষাপটে।

জটিল আঞ্চলিক বাস্তবতা যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় চ্যালেঞ্জ হতে পাওে : তবে মালাক্কা প্রণালিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি ভূমিকা বাস্তবায়নে আঞ্চলিক জটিলতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া এই প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ভাগাভাগি করে, যেখানে সার্বভৌমত্ব ও সামুদ্রিক সীমানা নিয়ে দীর্ঘদিনের সংবেদনশীলতা রয়েছে। অন্যদিকে, প্রণালির একটি ছোট অংশ নিয়ন্ত্রণ করলেও সিঙ্গাপুর তার উন্নত বন্দর অবকাঠামো এবং বৈশ্বিক শিপিং সেবায় আধিপত্যের কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'বাংকারিং' কার্যক্রমসহ সামুদ্রিক খাতটি তাদের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। ফলে আঞ্চলিক শিপিং রুটের স্থিতিশীলতা তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি বৈশ্বিক পর্যায়ে সামুদ্রিক টোল ও বিধিনিষেধ নিয়ে বিতর্কও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, ওয়াশিংটনের পরিবর্তিত অবস্থান ইঙ্গিত দেয় যে, তারা একই সঙ্গে একাধিক কৌশলগত সামুদ্রিক পথ সুরক্ষায় মনোযোগ দিচ্ছে।

Building For Sale

১০৮-৫৫ সাটফিন বুলেভার্ডে ২ ফ্যামিলি স্টোরফ্রন্ট, ৩টি ইউনিট বিক্রয় হবে। মূল্য: $985,000

108-55 Sutphin Blvd, 2 Family, Storefront,
3 Units, Asking Price: $985K

Contact- Phone: 718-298-5885
Email: lewislionel@aol.com

বি-৪৪-৪৮

ম্যানহাটনে ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের দাবিতে উত্তাল বিক্ষোভ, গ্রেফতার শতাধিক

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে ইসরায়েলের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য অস্ত্র বিক্রির প্রতিবাদে উত্তাল বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধবিরোধী সংগঠনের ডাকে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে অংশ নেন শতাধিক মানুষ, যেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে পুলিশ প্রায় ১০০ জনকে গ্রেফতার করে। ১৩ এপ্রিল সোমবারের এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেয় জুঁইস ভয়েস ফর পিস। সংগঠনটির কর্মীরা প্রথমে সিনেটের প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার এবং সিনেটর ক্রিস্টিন জিলিব্র্যান্ডের ম্যানহাটন কার্যালয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করেন। তবে নিরাপত্তা বাহিনীর বাধার মুখে তারা সড়কে নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন।রাস্তায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভকারীরা “মানুষের জন্য অর্থ, বোমার জন্য নয়” স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠেন। এতে যান চলাচল ব্যাহত হলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে একে একে বিক্ষোভকারীদের আটক করে বাসে তুলে নিয়ে যায়।গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন পরিচিত মার্কিন অ্যাক্টিভিস্ট চেলসিয়া মেনিং, অভিনেত্রী হারি নেফ এবং নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সদস্য আরেক্সা এলভিস।

এই বিক্ষোভের পেছনে রয়েছে সিনেটর বার্ণি স্যান্ডার্স উত্থাপিত একাধিক প্রস্তাব, যেখানে ইসরায়েলের কাছে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের বোমা বিক্রি ঠেকানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। যদিও অতীতেও তার এমন উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে, তবে সাম্প্রতিক প্রস্তাবগুলো ডেমোক্র্যাটদের একটি অংশের মধ্যে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।তবে এখনো পর্যন্ত শুমার ও গিলিব্র্যান্ড এই প্রস্তাবে সমর্থন দেননি। ফলে তাদের ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়াতেই মূলত এই বিক্ষোভ আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের সামরিক অভিযান এবং ওৎধহ-কে ঘিরে চলমান উত্তেজনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। এমন প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করা জরুরি বলে মনে করছেন তারা।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, “এটাই সেই সময়, যখন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তাদের ভোটারদের কণ্ঠস্বর শোনা উচিত। অধিকাংশ আমেরিকানই এই সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান চান।”

বেড়াতে গিয়ে জিতলেন ১০ লাখ ডলারের লটারি

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের এক বাসিন্দা পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মিশিগানে। কয়েক দিন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। বিমানবন্দরের দিকে ফেরার পথে হঠাৎই একটি ছোট দোকানে থামার ইচ্ছা হয়। তিনি দোকানটিতে যান। কী মনে করে সেখান থেকে কয়েকটি লটারি কিনে নেন। তাঁর সেই একমুহূর্তের ছোট্ট সিদ্ধান্তই এত বড় সৌভাগ্য ডেকে আনবে, তা তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। দোকান থেকে লটারি টিকিট কিনেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তখন সেগুলো নিয়ে খুব একটা আগ্রহ বোধ করছিলেন না। স্ক্র্যাচ না করেই টিকিটগুলো রেখে দেন ব্যাগের ভেতর। এরপর দিন কেটে যায়। কাজের ব্যস্ততায় টিকিটগুলোর কথা প্রায় ভুলেই যান তিনি।

কয়েক দিন পর হঠাৎ ব্যাগ গোছাতে গিয়ে চোখে পড়ে সেই টিকিটগুলো। কৌতূহলবশত একটি টিকিট ঘষতেই মুহূর্তেই বদলে যায় দৃশ্যপট। একদুই হাজার নয়, একেবারে ১০ লাখ ডলার পুরস্কার জিতে গেছেন তিনি। ৪৬ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি ডেট্রয়েটের ট্রাম্বুল স্ট্রিটের ফরেস্ট লিকার নামের দোকান থেকে ১০ ডলারের ‘লাকি নাম্বারস’ স্ক্র্যাচ-অফ টিকিটগুলো কিনেছিলেন। তিনি মিশিগান লটারি কর্তৃপক্ষকে বলেন, ‘আমি মিশিগানে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে দোকানে থামি। ক্যাশিয়ারকে কয়েকটা টিকিট দিতে বলি। পরে সেগুলো ব্যাগে রেখে দিই।’ প্রথমে তাঁর কাছে পুরো বিষয়টিকে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। তিনি বলেন, ‘আমি ভেবেছিলাম, এটা সত্যি হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুকে ছবি পাঠাই। সেও মনে করেছিল, এটা হয়তো কোনো মজা বা ভুয়া টিকিট। আমরা দুজনই একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।’ লটারি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, ওই ব্যক্তি সত্যি সত্যিই ১০ লাখ ডলারের পুরস্কার জিতেছেন। তারা আরও বলেছে, বিজয়ী ব্যক্তি তাঁর পুরস্কারের একটি অংশ ভ্রমণে ব্যয় করার পরিকল্পনা করেছেন।

৫৫টি টি-শার্ট গায়ে হাফ ম্যারাথনে বিশ্ব রেকর্ড

বাংলাদেশ ডেস্ক : ওজন কমাতে গিয়ে দৌড়ানো শুরু। আর সেই দৌড়েই গড়লেন বিশ্ব রেকর্ড। তবে রেকর্ডটা শুধু দৌড়ের নয়, একসঙ্গে ৫৫টি টি-শার্ট গায়ে দিয়ে দৌড়ানোর। যুক্তরাষ্ট্রের আরকানসাস অঙ্গরাজ্যের অ্যাথলেট মেরেডিথ স্মিথ গত ৩০ মার্চ ফোর্ট স্মিথ হাফ ম্যারাথনে অংশ নেন একটু অন্যভাবে। শরীরে একটা-দুটো নয়, একে একে ৫৫টি টি-শার্ট চাপিয়ে তিনি নামেন দৌড়ের ট্র্যাকে। স্তরের পর স্তর কাপড়ে রীতিমতো ফুলে ওঠা শরীর নিয়ে দৌড়ানো যে কতটা কষ্টকর, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবু থামেননি মেরেডিথ। ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের কম সময়ে শেষ করেন পুরো দৌড়। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস সম্প্রতি নিশ্চিত করেছে, হাফ ম্যারাথনে সবচেয়ে বেশি টি-শার্ট পরে দৌড়ানোর নারী বিভাগে রেকর্ডটি এখন তাঁরই। তবে এই অদ্ভুত রেকর্ডের পেছনে রয়েছে মেরেডিথের একটি ব্যক্তিগত গল্প। ২০১৩ সালে ওজন কমানোর তাগিদে দৌড়ানো শুরু করেছিলেন তিনি। সে সময় হাফ ম্যারাথন তো দূরের কথা, দৌড়কে জীবনের অংশ বানানোর কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। বছরের পর বছর পরিশ্রম করে শরীর ও মন দুটোই বদলে ফেলেছেন এই নারী। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসকে মেরেডিথ বলেন, ‘এই রেকর্ডটা আমার কাছে অন্য রকম মানে রাখে। ২০১৩ সালে যখন দৌড়ানো শুরু করেছিলাম, তখন এটা কখনো সম্ভব হবে বলে মনেই হয়নি। টি-শার্টগুলো পরে আবার সেই পুরোনো ভারটা শরীরে অনুভব করাটা ছিল যেন নিজের অতীতে ফিরে যাওয়াড়স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, কতটা পথ পেরিয়ে এসেছি।’ অর্থাৎ গায়ের ৫৫টি টি-শার্ট তাঁর কাছে স্রেফ কাপড় নয়। এগুলো যেন অতীতের সেই ভারী শরীরের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার এক প্রতীকী উপায়। সেই ভার বুকে নিয়েই ছুটেছেন সামনে, জিতেছেন নিজের বিরুদ্ধেই লড়া এক অসাধারণ লড়াই।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center
* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকালীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।
আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

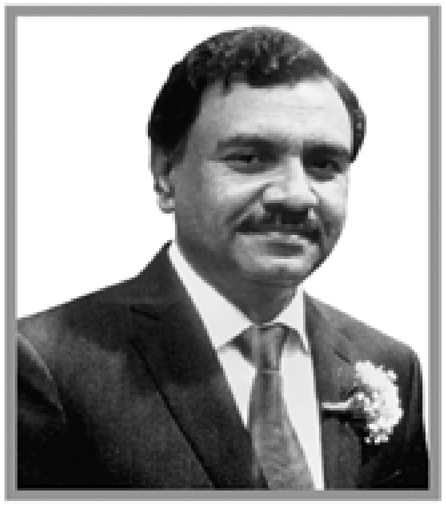

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine
Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

জ্বালানি চাহিদা মেটাতে উন্নয়ন অংশীদারদের কাছে ২০০ কোটি ডলার সহায়তা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশের জরুরি জ্বালানি চাহিদা মেটাতে ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে ২০০ কোটি (২ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার সহায়তা চেয়েছেন। বুধবার অনুষ্ঠিত এশিয়া জিরো এমিশন কমিউনিটি (এজেডইসি) প্লাস অনলাইন সম্মেলনে বক্তব্য দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতি জরুরি পদক্ষেপ, ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি রাখে। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য জরুরি সহায়তা নিশ্চিত করা আমাদের সম্মিলিত এজেন্ডার শীর্ষে থাকা উচিত।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই আহ্বানে দ্রুত ও ইতিবাচক সাড়া দেওয়ারও অনুরোধ জানাই।’ চলমান বৈশ্বিক জ্বালানিসংকটের কথা উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, ‘এই সংকট আমাদের পারস্পরিক নির্ভরতা ও দুর্বলতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে সামনে এনেছে। কোনো দেশ এককভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না। আঞ্চলিক জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করা এবং সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার সমস্যা সমাধানে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সমন্বিত ও দূরদর্শী পদক্ষেপ প্রয়োজন।’

জ্বালানিসংকট বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, এর প্রভাব মোকাবিলায় সরকার বেশ কিছু স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারি অফিস ও বাজারের সময়সূচি পরিবর্তনের মাধ্যমে চাহিদা ব্যবস্থাপনা, জরুরি ভিত্তিতে জ্বালানি আমদানি বৃদ্ধি ও বিকল্প উৎসের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং ভোক্তা নিয়ন্ত্রণে জ্বালানি রেশনিং ও খুচরা বিক্রয়ে সীমা নির্ধারণ। এ ছাড়া মজুতদারি ও আতঙ্কজনিত কেনাকাটা রোধে ‘ফুয়েল অ্যাপ’এর মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এই সংকটের মাত্রা ও পরিণতি ১৯৭০এর দশকের তেলসংকটের চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে, যা ১৯৮০এর দশকের উন্নয়ন কার্যক্রম স্থবির করে দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তবে বর্তমান সংকট সেই অর্জনকে পিছিয়ে দেওয়ার বাস্তব ঝুঁকি তৈরি করেছে। তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশ একা এমন সংকটে পড়েনি। তাই একক প্রচেষ্টায় এটি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। চলমান জ্বালানিসংকটের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসহ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে এর ভয়াবহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় থেকে সুরক্ষায় একটি দৃঢ় ও সমন্বিত বৈশ্বিক উদ্যোগ প্রয়োজন। তারেক রহমান সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ এ সম্মেলন আয়োজনের জন্য জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচিকে ধন্যবাদ জানান। ভার্চ্যুয়ালি আয়োজিত এই সম্মেলনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমসহ জাপান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও পূর্ব তিমুরের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানেরা অংশ নেন। সমাপনী বক্তব্য দেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দুপুরের পর সংসদ ভবন থেকে সম্মেলনে ভার্চ্যুয়ালি বক্তব্য দেন। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান ও পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা এম হুমায়ুন কবির সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশিসহ ৫ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বড় সুখবর দিল স্পেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : অবৈধভাবে বসবাসরত প্রায় ৫ লাখ অভিবাসীকে বৈধতার আওতায় আনার লক্ষ্যে ‘সাধারণ ক্ষমা’ (অ্যামনেস্টি) কর্মসূচি অনুমোদন করেছে স্পেন সরকার। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের নেতৃত্বাধীন সরকার এ সিদ্ধান্ত নেয়। খবর আল-জাজিরা। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১৬ এপ্রিল থেকে অনলাইনে আবেদন শুরু হবে এবং ২০ এপ্রিল থেকে সরাসরি আবেদন করা যাবে। আবেদন গ্রহণ চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। এই কর্মসূচির আওতায় নির্দিষ্ট শর্ত পূরণকারীরা এক বছরের জন্য আবাসন ও কাজের অনুমতি পাবেন, যা পরে নবায়নের সুযোগ থাকবে। আবেদনকারীদের অবশ্যই চলতি বছরের ১ জানুয়ারির আগে স্পেনে প্রবেশ করতে হবে, অন্তত পাঁচ মাস বসবাসের প্রমাণ দেখাতে হবে এবং কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড থাকা যাবে না।

সরকারের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৫ লাখ মানুষ এই সুবিধা পেতে পারেন, যদিও বিশ্লেষকদের মতে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী সানচেজ এই উদ্যোগকে ‘ন্যায়বিচার এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, অভিবাসীদের অবদান স্পেনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধিতা দেখা দিয়েছে। বিরোধী দল এটিকে অযৌক্তিক বলে সমালোচনা করেছে, আর সরকারি কর্মচারীদের একটি অংশ সতর্ক করেছে যে এত বিপুল সংখ্যক আবেদন সামাল দেওয়ার মতো প্রস্তুতি প্রশাসনের নেই। ইউরোপের অনেক দেশে যখন অভিবাসনবিরোধী মনোভাব বাড়ছে, তখন স্পেনের এই পদক্ষেপকে ভিন্নধর্মী নীতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। স্পেন সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসীরা। গতকাল মঙ্গলবার আল-জাজিরায় প্রকাশিত এক ভিডিও ক্লিপে বার্সেলোনায় বাংলাদেশি অভিবাসীদের উল্লাস করতে দেখা যায়। বৈধ হওয়ার সুযোগ তৈরি করায় তারা প্রধানমন্ত্রী সানচেজকে ধন্যবাদ জানান। মুরুল ওয়াইদ নামের বাংলাদেশি একজন অভিবাসী আল-জাজিরাকে বলেন, এখানে কাজ নেই, থাকার ঘর নেই। এখানে জীবনযাপন খুবই কঠিন। তাই এখন বৈধ হওয়ার প্রক্রিয়া শুরুর খবরে সবাই খুবই খুশি।

প্রবাসীদের কল্যাণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার

ঢাকা : প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের কল্যাণে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। বুধবার (১৫ এপ্রিল) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ এক প্রবাসীর মরদেহ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।মন্ত্রী জানান, বাহরাইনে নিহত গিরিশ চন্দ্র সূত্রধরের মরদেহ সৎকারের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ৩৫ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পন্ন হলে তার পরিবারকে আরও ৩ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, বিদেশগামী কর্মীদের অবশ্যই বিএমইটি-এর মাধ্যমে নিবন্ধন করে বিদেশে যেতে হবে। এতে তারা সরকারের তালিকাভুক্ত থাকবেন এবং প্রয়োজনে দ্রুত সহায়তা পাওয়া সহজ হবে। এর আগে সকাল সাড়ে ৮টায় এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে নিহত গিরিশ চন্দ্র সূত্রধরের মরদেহ দেশে আনা হয়। বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে মন্ত্রী মরদেহটি গ্রহণ করেন এবং নিহতের ছোট ভাইয়ের কাছে হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য, সিলেটের বাসিন্দা গিরিশ চন্দ্র সূত্রধর কর্মসূত্রে বাহরাইন-এ অবস্থানকালে মারা যান।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

মিশিগানে ঐক্যবদ্ধ মৌলভীবাজার সমিতির আহ্বায়ক কমিটি গঠিত

মিশিগান : আমেরিকার মিশিগান অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত মৌলভীবাজার প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের বিভেদ ঘুচিয়ে অবশেষে এক কাতারে সামিল হলেন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। গত ১২ এপ্রিল রোববার ওয়ারেন সিটির এক রেস্তোরাঁয় আয়োজিত সভায় মৌলভীবাজার জেলার দুটি পৃথক সংগঠন 'মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন অব মি-শিগান' এবং 'মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন অব মি-শিগান, যুক্তরাষ্ট্র'কে বিলুপ্ত করে একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গঠনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। আব্দুল বশিরের সভাপতিত্বে এবং আব্দুল মতলিবের সঞ্চালনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই ঐতিহ-াসিক ঐক্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সুধীজন ও মুরব্বিদের অনুরোধে দুই সংগঠন একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে উপস্থিত সকলে উচ্ছসিত হন। আগামী দিনে মৌলভীবাজারের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রবাসে তুলে ধরতে এবং প্রবাসীদের স্বার্থে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সবার মতামতের ভিত্তিতে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন: আহ্বায়ক: আব্দুল বশির, সদস্য সচিব: আব্দুল মতলিব, সদস্যবৃন্দ: হারুন মিয়া, ইকবাল চৌধুরী, শাহাবুদ্দিন আহমেদ (শায়রু), ফয়জুর খোকন, খছরু ইসলাম, লুৎফুর রহমান ও মাইকেল মহসিন। উল্লেখ্য, সংগঠনের চূড়ান্ত নাম পরবর্তীতে আহ্বায়ক কমিটির পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হবে। উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটির বরেণ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তাদের মধ্যে ছিলেন: আনেয়ার আক্তার চৌধুরী, নাজমুজ্জামান ইয়ামিন, মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী, সৈয়দ মতিউর রহমান, সৈয়দ সিকন্দর আলী, তারেক জামান, সৈয়দ আহমেদ আলী (পলাশ), সৈয়দ মন্‌জুর আলী, শাহীন আহমেদ, মোহাম্মদ আবুছায়িদ, হাসান তারেক, আলি সব্দর খান বাবর, আব্দুস সালাম মনজু, মোহাম্মদ রহমান খসরু, আবেদ মনসুর, মাছুম মতলিব, সৈয়দ ইরফান, সাজ্জাদুর রহমান রাজন, রেদওয়ান আহমেদ, সাইফুল চৌধুরীসহ আরও অনেকে। আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে উপস্থিত সকলে এই ঐক্য প্রচেষ্টাকে 'সর্বজন প্রশংসিত পদক্ষেপ' হিসেবে অভিহিত করেন। সভার শেষ পর্যায়ে মৌলভীবাজার বাসীসহ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment
Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
718-305-1262
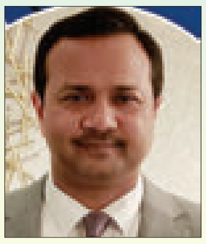
ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
SHAMIM AHMED, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE
Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815
Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
সেবাসমূহ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেষ্ট
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

Just...
Smile...
A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
General Dentistry
Nitrous Oxide
Crown & Bridges
Dentures
Extractions
Cosmetic Dentistry
Veneers
Bonding
Root Canal Therapy
Implant Surgery & Restorations
IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, সফল করেই বিরোধী দল ঘরে ফিরবে : শফিকুর রহমান

ঢাকা : জুলাই সনদের আলোকে সংস্কার বাস্তবায়নের দাবিতে সারা দেশে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে উল্লেখ করে বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, 'সারা দেশে এখন আন্দোলন চলছে। শুরু হবে কি, শুরু তো হয়েই গেছে। এখন তিলে তিলে সেই আন্দোলনকে সফলতার দিকে নিয়ে যেতে হবে।' সোমবার দুপুরে রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (আইডিইবি) মুক্তিযোদ্ধা হল মিলনায়তনে এক সেমিনারে শফিকুর রহমান এ কথাগুলো বলেন। 'গণভোটের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার: সংকটের মুখোমুখি দেশ' শীর্ষক এই সেমিনারের আয়োজন করে ১১-দলীয় ঐক্য। রাজপথের আন্দোলন সফল করেই বিরোধী দল ঘরে ফিরবে বলে হুঁশিয়ারি দেন শফিকুর রহমান। তিনি এই আন্দোলনে দেশবাসীকে পাশে চান।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা, চিফ হুইপ, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যরা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রোডাক্ট (জুলাই আন্দোলনের ফসল) বলে উল্লেখ করেন শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, 'জুলাই আছে আমরা আছি, জুলাই আছে সরকার আছে, জুলাই আছে বিরোধী দল আছে, জুলাই নাই কিছুই নাই। এই জুলাইয়ের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সরকার পার পাবে না ইনশা আল্লাহ। গণভোটের গণরায়ের মাধ্যমেই জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা ইনশা আল্লাহ বাস্তবায়ন হবে।' বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, 'আমাদের দেশে বিশেষ করে পার্লামেন্টে যাদের নাড়াচাড়া দেখেন, প্রশ্ন আসে কে দড়ি টানে? সেই দড়িটা কোথা থেকে টান দেওয়া হয় জাতি বুঝে।...ওই ঘুড়ির নাটাইটা কোথায়। ওখান থেকেই এটা নাড়াচাড়া করা হচ্ছে। এ জন্যই অস্থিরতা। এক সময় গণভোট হারাম, আরেক সময় না, এটা অর্ধেক হালাল। একসময় একই অর্ডারের গোশত হালাল, কিন্তু ঝোলটা তার হারাম।' সংসদ অধিবেশন নিয়ে জামায়াত আমির বলেন, 'আমাদের কণ্ঠ দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরাও সমানতালে চালিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। সুযোগ পাই, না পাই, আমরা কণ্ঠ বন্ধ করিনি।' জামায়াত আমির বলেন, 'এই সংসদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা নেওয়ার জন্য আমরা সেখানে যাচ্ছি না। অনেক সুবিধা আছে স্বেচ্ছায়, অবলীলায় ছেড়ে দিন, নেবই না। যেটা না নিয়ে পারব না, সেটা নেব। বাধ্য হব যেটাতে। অবৈধ কোনো দিকে আমাদের চোখ ও হাত যাবে না।'

অধিকারের পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে যত দিন সংসদে থাকা প্রয়োজন, বিরোধী দল তত দিন থাকবে উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, যখন বিরোধী দলের আর কিছু করার থাকবে না, তখন সংসদ থেকে চলে যাবে। তবে এর আগে সংসদে কারও জমিদারি মানা হবে না। বিরোধীদলীয় নেতা আরও বলেন, 'আমরা আমাদের সন্তানদের কারও গোলাম বানাতে চাই না এবং কারও পারিবারিক রাজতন্ত্র বাংলাদেশে চলবে জাতির ওপর ফ্যাসিজম হিসেবে তাও আমরা বরদাশত করব না। রাজনীতির এই দুষ্ট চক্র ভেঙে দিতে হবে।' সংসদে ফ্যাসিবাদের কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, আগে সংসদে দাঁড়িয়ে বর্তমান সরকারি দলকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলা হতো। এখন সংসদে তাদের কয়েকজন বর্তমান বিরোধী দলকে লক্ষ করে একই রকম কথা বলা শুরু করেছে। তাদের জিহ্বা সংযত করতে হবে। জুলাই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে দেশ গড়ে উঠেছে, এই দেশ কারও চোখ রাঙানিতে ভয় পায় না। অতীতে যারা এমন আচরণ করেছে, তাদের পরিণতি চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে। অপকর্ম করলে আগেরটার চাইতে পরের পরিণতি আরও ভয়ংকর হবে। ইসলামী ব্যাংকে নতুন করে অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, যে ব্যাংক দেশের 'রেমিট্যান্সের ৩২ ভাগ একা আহরণ করে' এই ব্যাংকের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বঙ্গোপসাগরে চলে যাবে। তিনি বলেন, 'সাবধান করে দিচ্ছি, এইটাকে দলীয়করণ করবেন না। যদি দলীয়করণ করেন ব্যাংকগুলোকে একটার পর একটা জনগণ আপনাদের ছেড়ে কথা বলবে না।...এ দেশের ব্যাংকের মূল মালিক জনগণ। জনগণকে বলব–জেগে উঠুন, আওয়াজ তুলুন, ওদের কদর্য চেহারা জাতির সামনে উন্মুক্ত করে দিন। থামিয়ে দিন, থামিয়ে দিতেই হবে।'

বিরোধী দল শুধু রাজনীতির পটপরিবর্তন নয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পটপরিবর্তন করতে চায় উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, 'অপসংস্কৃতি যেখানে, সেটা ব্যাংকিং সেক্টর হোক আর যেখানে হোক, অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষা ব্যবস্থায়, তারপরে দেশের আইন অঙ্গনে যেখানেই হোক ইনশা আল্লাহ আমরা বসে বসে আঙুল চুষব না। আমরা জনগণের সঙ্গে থাকব, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তার মোকাবিলা করব।'

'বিএনপি কথার বরখেলাপ করেছে' : সেমিনারে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, গণভোটের গণরায়কে এখন অস্বীকার করা হচ্ছে। বিএনপি এখন জুলাই সনদ বনাম জুলাই আদেশ নিয়ে কৃত্রিম বিরোধ বা সংকট তৈরি করছে। তারা বলছে, জুলাই সনদকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, তবে জুলাই আদেশ অবৈধ। এই জুলাই আদেশের ভিত্তিতেই গণভোট হয়েছিল। মৌলিক সংস্কারগুলো সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সম্ভব নয়, দাবি করে নাহিদ ইসলাম বলেন, সে জন্য একটা গাঠনিক ক্ষমতা এই সংসদকে দিতে হবে, যার নাম হবে সংবিধান সংস্কার পরিষদ। ফলে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি এটাই হবে। কিন্তু সংসদে তারা নতুন করে একটা মুলতবি প্রস্তাব এনেছিল, যেখানে তারা বলার চেষ্টা করেছে, জুলাই সনদ কোন পথে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। জুলাই সনদ কোন পথে বাস্তবায়ন সম্ভব সেই আলোচনা ঐকমত্য কমিশনেই হয়েছিল উল্লেখ করে এনসিপি আহ্বায়ক বলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ যাঁরা সে সময় ঐক্যমত কমিশনে ছিলেন, তাঁরা সবাই কথার বরখেলাপ করেছেন। গণভোটের গণরায়কে তাঁরা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন। নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, গত ১৬ বছর যে রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য লড়াই হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের গত দেড় বছরে যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এখন সে বিষয় নিয়ে আবারও কথা বলতে হচ্ছে, সে বিষয় নিয়ে আবারও আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। জাতিকে এই দুর্যোগে টেনে নিয়েছে বিএনপি, এ জন্য বিএনপিকে এর দায়ভার ও পরিণতি ভোগ করতে হবে। এই পরিণতি খুব সহজ হবে না।

'সরকারকে শেখ হাসিনার ভূতে ধরেছে' : সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেন, 'বর্তমান সরকারকে শেখ হাসিনার ভূতে ধরেছে। শেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পর সেই ভূতে বিএনপি সরকারের ওপর চেপে বসেছে। ভূতটা হলো জনগণকে অপমান করার ভূত। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলকে সংক্ষেপে বললে সেটা ছিল জনগণকে উপহাস ও যেখানে-সেখানে অপমান করা।' এখন সংসদে দাঁড়িয়ে গোটা জাতিকে মূর্খ সাব্যস্ত করা হয় বলে দাবি করেছেন মামুনুল হক। এই বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, 'একজন সংসদে বলেছেন, মানুষ না বুঝে গণভোটে ভোট দিয়েছে। তিনি মাস্টার সেজে সংসদ সদস্য ও জনগণকে সংবিধান শেখাতে চান। দাম্ভিকতার একটা সীমা থাকা উচিত। ক্ষমতার মসনদে বসলে জনগণকে ক্ষুদ্র মনে হয়। বিএনপিকে দেখে মনে হচ্ছে, তারা ক্ষমতা পেয়ে জনগণকে ইঁদুর আর নিজেদের সিংহ মনে করছে।' বিশ্ব ইতিহাসে গণভোটকে উপেক্ষা করার নজির নেই উল্লেখ করে মামুনুল হক বলেন, এই নজির প্রতিষ্ঠা করে বিএনপি যেন নিজেদের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ না করে। এটা বিএনপির প্রতি ১১ দলের সর্বশেষ শুভকামনা। এরপরও কিছু বলতে হলে আন্দোলনের মাঠে কথা হবে, রাজপথে তাদের মোকাবিলা করা হবে। সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ক্ষমতার ৫ বছরের এখনো অনেক বাকি। এখনই বিএনপি কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে যাচ্ছে। তাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সংসদে গণভোট, সংবিধান সংস্কার পরিষদের বিষয়ে বিরোধী দলের ৭৮ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে অন্তত ১০-১৫ জন কথা বললেও দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সরকারি দলের কতজন কথা বলছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার। আইনমন্ত্রীর বিষয়ে অভিযোগ তুলে ধরে তিনি বলেন, 'মিথ্যা কথা ছাড়া একটা সত্য কথা তাঁর মুখ থেকে শোনা যায় না। তিনি একজন প্যাথোলজিক্যাল লায়ার। তিনি ইতিমধ্যেই সংসদে দাঁড়িয়ে অন্তত ১০ থেকে ১৫টি অসত্য তথ্য দিয়েছেন। যেকোনো সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে এরপর তিনি আর আইনমন্ত্রী হিসেবে থাকতে পারেন না।' সেমিনারে আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেন, যাঁরা আজ গণভোটের আইনি বিতর্ক তুলছেন, তাঁরা জুলাই বিপ্লবকে কতটুকু ধারণ করেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। শহীদদের দাবি ছিল, রাষ্ট্রের মেরামত করতে হবে, সে জন্য সংস্কার করতে হবে। জনগণের ইচ্ছাতে দেশ পরিচালনা হতে হলে গণভোটের রায় মেনে নিতে হবে। সেমিনারে কি-নোট উপস্থাপন করেন আইনজীবী শিশির মনির। তিনি বলেন, 'আগামী ১৯ তারিখে আদালত খুলবে। খোলার পরে আমরা আশা করছি, সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশের প্রশ্ন উত্থাপিত হবে। যদি বাংলাদেশের আদালত তার মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাদের উচিত হবে সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া।' বিশেষ অতিথির বক্তব্যে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বলেন, 'এই নির্বাচনটা হয়েছে রিজওয়ানা-মার্কা নির্বাচন এবং এখানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব কম। সংবিধান এরা অনেকে বোঝে না। সুতরাং দুয়েকজনে যেটা বলে, এরা মাথা নাড়ে।' কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে চিন্তা করতে হবে, তাঁর দলের যে যাই করুক, দায় তাঁকেই নিতে হবে। দ্রব্যমূল্যের কারণে মানুষের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হলে সরকার সেটি সামাল দিতে পারবে না। বিরোধী দলও আঙুল চুষবে না, মাঠে নামবে। সেটি সরকার সামাল দিতে পারবে কি না, সেই প্রশ্ন রাখেন তিনি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দিলারা চৌধুরী বলেন, গণভোটকে আইনি ভিত্তি দিতে বর্তমান সরকারের অনীহা দেখা যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইনের প্রসঙ্গ টেনে কী বলতে চাইছেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী গণভোটে হ্যাঁ ভোট দিতে বলেছেন। এখন এসব নিয়ে কেন কথা বলছেন না, তা জাতি শুনতে চায়। হাসিনার আমলে 'অলিগার্কদের' রাজত্ব ছিল, এখন আবার 'অলিগার্কদের' পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন মানবাধিকারকর্মী রুবী আমাতুল্লাহ, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুর রব, বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান (ইরান), বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মুসা বিন ইযহার, জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম (বুলবুল), খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব মুস্তাফিজুর রহমান, এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সানি আবদুল হক, আইনজীবী শাহরিয়ার কবির, আইনজীবী বেলায়েত হোসেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ। সেমিনার সঞ্চালনা করেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন, ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি রেজাউল করিম ও মহানগর দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি দেলোয়ার হোসেন।

বাংলাদেশকে ২ কোটি ১৯ লাখ হাম-রুবেলার টিকা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা : বাংলাদেশের শিশুদের সুরক্ষায় ২ কোটি ১৯ লাখের বেশি হাম-রুবেলার টিকা দেবে যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার (১৫ এপ্রিল) ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ইউনিসেফের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে জরুরি হাম-রুবেলা টিকাদান কর্মসূচিতে সহায়তা করছে।

এই কর্মসূচির আওতায় ২ কোটি ১৯ লাখের বেশি টিকা প্রদান করা হবে, যা পাঁচ বছরের কম বয়সী ১ কোটি ২০ লাখ শিশুকে সুরক্ষা দেবে। এই উদ্যোগ ট্রাম্প প্রশাসনের আমেরিকা ফার্স্ট গ্লোবাল হেলথ স্ট্র্যাটেজির প্রতিফলন বলে দূতাবাস জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, বিদেশে রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ করা হলে, তা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশড়উভয় দেশকেই নিরাপদ রাখে, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং সংক্রামক রোগ থেকে জনগণকে সুরক্ষিত রাখে।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

শেখ হাসিনা ভারতে অনুপ্রবেশকারী নাকি শরণার্থী?

ঢাকা : ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে মোদী সরকারকে নজির-বিহীন আক্রমণ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দেওয়া 'অনুপ্রবেশ' তত্ত্বের পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ভাতিজা প্রশ্ন তুলেছেনড় দিল্লিতে অবস্থানরত শেখ হাসিনা আসলে কোন পরিচয়ে আছেন? তিনি কি অনুপ্রবেশকারী নাকি শরণার্থী? শুক্রবার (১০ এপ্রিল) কলকাতায় বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার বা 'সংকল্পপত্র' প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তৃণমূল ভবন থেকে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হাসিনার আইনি অবস্থান নিয়ে কেন্দ্রের নীরবতাকে তিনি বড় রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে সামনে আনলেন। সংবাদ সম্মেলনে অমিত শাহের অনুপ্রবেশ বিরোধী কঠোর অবস্থানের কঠোর সমালোচনা করেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'বিজেপি সবসময় অনুপ্রবেশ নিয়ে বড় কথা বলে। কিন্তু দিল্লিতে শেখ হাসিনা দেড় বছর ধরে কী করছেন? ওনার স্ট্যাটাস কী? তিনি কি অনুপ্রবেশকারী নাকি শরণার্থী? মোদী সরকার কেন তাঁকে দিল্লিতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে?' ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেন, 'শেখ হাসিনার স্ট্যাটাস কী, অমিত শাহ কি তার জবাব দিতে পারবেন?' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিজেপি বারবার বাঙালিদের টার্গেট করছে। আসামের এনআরসি-র উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, সেখানে ১৯ লাখ মানুষের মধ্যে ১২ লাখ হিন্দু বাঙালির নাম বাদ দিয়ে তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গেও ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে প্রায় ৯০ লাখ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৬৩ শতাংশই হিন্দু বাঙালি। তিনি বলেন, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলা ভাষায় কথা বললে বা নিজের পছন্দের খাবার খেলেও মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে।'

গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রধান স্লোগান ছিল 'সোনার বাংলা'। এবারের ইস্তাহারে সেই শব্দের অনুপস্থিতি নিয়ে বিদ্রুপ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'এবার আর সোনার বাংলা কথাটা শুনলাম না। বিজেপি কি ধরে নিয়েছে যে বাংলা ইতিমধ্যে সোনার বাংলা হয়ে গেছে? আসলে ইস্তাহারে এই শব্দের অনুপস্থিতি গেরুয়া শিবিরের আত্মবিশ্বাসের অভাবকেই ফুটিয়ে তুলছে।' অমিত শাহের বক্তব্যের সূত্র ধরে অভিষেক বলেন, বিজেপি প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে যে তারা ক্ষমতায় এলে বাংলা পরিচালিত হবে দিল্লি ও গুজরাট থেকে। কিন্তু বাংলার মানুষ তাদের স্বাধিকার অন্য কারো হাতে ছেড়ে দেবে না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির লড়াইকে 'প্রহসন' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার রেকর্ডে যাদের নাম দুর্নীতির তালিকায় শীর্ষে, তারা বিজেপিতে যোগ দিলেই সাধু হয়ে যাচ্ছেন। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় কেন্দ্রের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে ডায়মন্ড হারবারের এই সাংসদ বলেন, দিল্লির পুলিশ খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা সত্ত্বেও সেখানে বিস্ফোরণ ঘটে। এছাড়া রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি বিজেপি দিয়েছে, তাকে 'অন্ধের মতো প্রতিশ্রুতি' বলে অভিহিত করেন অভিষেক। তিনি জানান, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে বাজেটেই এই সংক্রান্ত ঘোষণা দিয়ে রেখেছে, যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়তো অবগত নন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের পর দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসেন হাসিনা। বর্তমানে দিল্লিতে তিনি ঠিক কোন পরিচয়ে বা কোন স্ট্যাটাসে রয়েছেন, তা নিয়ে কেন্দ্রের নীরবতাকেই এ দিন হাতিয়ার করেছেন এই তৃণমূল নেতা। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যখন তাঁর প্রত্যর্পণ চাইছে, তখন এ দেশে তাঁর অবস্থান নিয়ে শাহের 'অনুপ্রবেশ' তত্ত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন অভিষেক।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7,)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা

গভীর সংকটে দেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত

ঢাকা : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান অস্থিতিশীলতা ও যুদ্ধের প্রভাবে অর্থনীতির অন্যতম প্রধান শক্তি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত গভীর সংকটের মুখে পড়েছে। বিশেষ করে জ্বালানি সরবরাহে অনিশ্চয়তা, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাওয়ায় গত কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে দেশের রপ্তানি আয় কমছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় চার হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনার অর্থ দ্রুত ছাড়করণ চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে পোশাক রপ্তানিকারক মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে জানা যায়, চলতি অর্থবছরের সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তৈরি পোশাক রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে নিম্নমুখী। গত আট মাসে খাতভেদে ৫ থেকে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত রপ্তানি কমেছে। সর্বশেষ গত মার্চ মাসে রপ্তানি আয় কমার বিষয়টি উদ্বেগ তৈরি করেছে। এর আগে এত দীর্ঘ সময় রপ্তানি কমার নজির তৈরি হয়নি। ইপিবি হালনাগাদ প্রতিবেদনে জানিয়েছে, মার্চে রপ্তানির পরিমাণ ৩৪৮ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। গত বছরের মার্চে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪২৫ কোটি ডলার। অর্থাৎ ওই সময়ের তুলনায় রপ্তানি কমেছে ৭৭ কোটি ডলার। এছাড়া চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে তৈরি পোশাক রপ্তানির আয় দাঁড়িয়েছে ২৮ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ৫১ শতাংশ কম। পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় সংকট আরও প্রকট হয়েছে। তাদের মতে, ইরান-ইসরাইল যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি ও সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। ফলে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে ডলার সংকট ও এলসি জটিলতায় কাঁচামাল আমদানিও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং সময়মতো রপ্তানি আদেশ সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এছাড়া বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক মন্দার কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ভোক্তারা ব্যয় কমাচ্ছেন। বড় বড় ব্র্যান্ড ও ক্রেতারা নতুন অর্ডার কম দিচ্ছেন বা পূর্বের অর্ডার স্থগিত করছেন। ফলে দেশের পোশাক কারখানাগুলোতে কাজ কমে যাচ্ছে, যা কর্মসংস্থানের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান পরিস্থিতিকে 'গভীর সংকট' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সোমবার তিনি এ শিল্প খাত টিকিয়ে রাখতে জরুরি ভিত্তিতে চার হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনার অর্থ দ্রুত ছাড়করণে অর্থ সচিব বরাবর চিঠি দিয়েছেন। ওই চিঠিতে মাহমুদ হাসান খান জানান, বর্তমানে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে পোশাক শিল্প খাত। সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইরান-ইসরাইল-আমেরিকা যুদ্ধ, যুক্তরাষ্ট্রের রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ ইত্যাদি কারণে এ শিল্প খাত গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে জ্বালানি তেলের দাম, ব্যাংক ঋণের সুদের হার, কাঁচামালের মূল্য এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পরিবহণ খরচসহ উৎপাদনের সব স্তরে ব্যয় বেড়েছে কয়েকগুণ। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে পোশাকের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। বিদেশি ক্রেতারা রপ্তানি আদেশ প্রদান শিথিল করেছেন, রপ্তানি করা পণ্যের মূল্য ধীরগতিতে পরিশোধ করছেন, ডিসকাউন্ট দাবি করছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে রপ্তানি আদেশ বাতিল করছেন। এ কারণে রপ্তানিকারকরা আর্থিক সংকটের মধ্যে রয়েছেন। আর্থিক সংকট উত্তরণে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রণোদনার অর্থ ছাড়করণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বশেষ বর্তমান অর্থবছরের তৃতীয় কিস্তির টাকা দিয়ে ১০ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত প্রণোদনা দিতে পেরেছে। এসএমই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৭ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত প্রণোদনার অর্থ পরিশোধ করতে পেরেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত প্রণোদনার অর্থ ছাড়করণে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন। এ পরিস্থিতিতে আর্থিক প্রণোদনার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বরাদ্দ থেকে চতুর্থ কিস্তি বাবদ জরুরি ভিত্তিতে উল্লেখিত টাকা ছাড়করণে ব্যবস্থা নিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন বিজিএমইএ সভাপতি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দ্রুত কার্যকর নীতিগত সহায়তা না এলে এই খাতের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতির ওপর বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

নিত্যপণ্যের বাজারে আগুন : কঠিন চাপের মুখে দেশের মধ্যবিত্ত মানুষ

ঢাকা : দেশের অর্থনীতি আগে থেকেই মন্দায় আক্রান্ত। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে এ মন্দা আরও প্রকট হয়েছে। এতে একদিকে ভোক্তার আয় কমেছে, অন্যদিকে যুদ্ধের প্রভাবে পরিবহণ খচরসহ নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে। এতে কঠিন চাপের মুখে পড়েছে ভোক্তা। বিশেষ করে মধ্যবিত্তের অবস্থা এখন সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতিতে রয়েছে। বিভিন্ন খাতে খরচ কমিয়ে বাধ্য হয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান কমাতে হচ্ছে। তেলের দাম বাড়ানো হলেও ভোক্তার ওপর চাপ আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগামীতে এ সংকট কোন দিকে মোড় নেবে তা নির্ভর করছে যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর।এদিকে মার্চে যুদ্ধ, রোজা ও ঈদের প্রভাবে পণ্যমূল্য বাড়লেও সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন থেকে দেখা গেছে, মার্চে মূল্যস্ফীতির হার কমেছে। তবে এখনো মূল্যস্ফীতির চেয়ে মজুরি বাড়ার হার কম। মার্চে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ। এর মধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৮ দশমিক ২৪ শতাংশ। অর্থাৎ গত বছরের মার্চের তুলনায় চলতি বছরের মার্চে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে গড়ে ৮ দশমিক ২৪ শতাংশ। ওই মাসে মজুরি বাড়ার হার ছিল ৮ দশমিক ০৯ শতাংশ। অর্থাৎ এখনো মূল্যস্ফীতির চেয়ে ভোক্তার আয়ের হার দশমিক ৬২ শতাংশ কম। এ ঘাটতি ভোক্তা ঋণ করে বা খরচ কমিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। এতে দীর্ঘ মেয়াদে মানুষের মধ্যে পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষার হার ও মানও কমে যেতে পারে। এদিকে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ও ঋণ প্রবাহ সর্বনিম্নে পৌঁছেছে। এতে নতুন কর্মসংস্থান যেমন হচ্ছে না, তেমনি বিদ্যমান কর্মও ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এতে আয় কমার পাশাপাশি বেকারত্বও বাড়ছে। যা মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও নিম্নমুখী করে তুলছে। বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেন, মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের ব্যয় বাড়ছে। সেই ব্যয়বৃদ্ধি সমস্যা হতো না, যদি একই হারে আয় বাড়ত। এক্ষেত্রে মানুষ টিকে থাকার জন্য সঞ্চয় ভেঙে অথবা ঋণ করে খাচ্ছে। কিন্তু যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন, তাদের তো কোনো সঞ্চয় নেই। কিংবা কেউ ধারও দেন না। এ অবস্থায় তারা আরও খারাপ অবস্থায় আছেন।

সূত্র জানায়, গত মাসের ব্যবধানে ডলারের দাম এক টাকার বেশি বেড়েছে। এতে আমদানি ব্যয়ও বেড়েছে। পাশাপাশি জাহাজ ভাড়া বেড়েছে প্রায় ৬০ শতাংশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দামও বাড়তে শুরু করেছে। ফলে আমদানি খরচ বাড়ায় আমদানি পণ্যের দামও বাড়তে শুরু করেছে। এমন অবস্থায় বাজার হয়েছে ঊর্ধ্বমুখী। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলে সরকার রেশনিং আরোপ করেছে। এছাড়া সিন্ডিকেটের কারণে চাহিদা অনুযায়ী তেল পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে গ্রামে বাড়তি দামে তেল বিক্রি হচ্ছে। এতে ট্রাক ভাড়া আগের তুলনায় ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য পরিবহণ খাতেও খরচ বেড়েছে। শনিবার রাজধানীর খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ২১০ টাকা। যা এক মাস আগেও ১৮০ টাকা ছিল। প্রতি কেজি সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে ৪৩০-৪৪০ টাকা। যা এক মাস আগে ৩২০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে ৮০০ টাকা কেজি। আগে ছিল ৭৫০ টাকা। এদিকে ভোজ্যতেলের বাজারেও চলছে অস্থিরতা। আরেক দফা মূল্য বাড়াতে বাজার থেকে উধাও হয়েছে বোতলজাত সয়াবিন তেল। পাশাপাশি সংকট দেখিয়ে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন বিক্রি হচ্ছে ২১০-২২০ টাকা। যা এক মাস আগে ১৮৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। বেড়েছে চিনির দামও। প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১০৫ টাকা। যা ঈদের আগে ১০০ টাকা ছিল। বাংলাদেশ পাইকারি ভোজ্যতেল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, যুদ্ধের কারণে ভোজ্যতেল আমদানিতে সমস্যা হচ্ছে। পাশাপাশি বিশ্ববাজারে দাম বেড়েছে। এতে আমদানিকারকদের ব্যয় বেড়েছে। তাই দেশের বাজারেও দাম বাড়াতে হবে। খুচরা বাজারে প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৬-৫৮ টাকায়। বিআর-২৮ জাতের মাঝারি দানার চাল ৬৮ টাকা, সরু চালের মধ্যে মিনিকেট চাল ৮৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। নতুন করে দাম না বাড়লেও প্রতি কেজি সরু মসুর ডাল বিক্রি হচ্ছে ১৫০ টাকা, মাঝারি দানার মসুর ডাল ১২০-১৩০ টাকা, মোটা দানার মসুর ডাল বিক্রি হচ্ছে ১১০ টাকায়।

নয়াবাজারের ব্যবসায়ী মো. আকবর বলেন, পরিবহণ ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় সবজি থেকে শুরু করে সব পণ্যের দাম বেড়েছে। পাশাপাশি কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছু পণ্যের দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছেন। জ্বালানি পরিস্থিতির জন্য পণ্যের দাম যেটুকু বাড়ার কথা তার তুলনায় বেশি দাম নেওয়ায় সাধারণ মানুষ বিড়ম্বনায় পড়েছেন। এদিকে কেজিপ্রতি ৮০ টাকার নিচে মিলছে না কোনো সবজি। মাসের ব্যবধানে কেজিতে ২০-৩০ টাকা বেড়েছে। গোল বেগুন বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা কেজি। এক মাস আগে ছিল ৮০-৯০ টাকা। পটোল বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি। যা আগে ৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। করলা বিক্রি হচ্ছে ১০০-১২০ টাকা, বরবটি ৮০-৯০, ঢ্যাঁড়শ ৮০, চিচিঙ্গা ৮০-৯০, ধুন্দল ৬০-৮০, শিম ৮০-৯০, লাউ ৮০-১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এসব সবজির দাম ৩ দিন আগেও কেজিপ্রতি ২০-৩০ টাকা কম ছিল। মূলত ট্রাক ভাড়া বাড়ার কারণে সবজির দাম বেড়েছে। ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তালুকদার মোহাম্মদ মনির বলেন, তেল সংকটের কারণে সমস্যা হচ্ছে এটা নিয়ে লুকোচুরির কিছু নেই। ট্রাকে তেল নিতে এখন এক-দুই দিন সময় লাগে। চাহিদা অনুযায়ী তেল না পাওয়ায় একটি ট্রিপে দুই থেকে তিনবার তেল নিতে হয়। সে কারণে আগের তুলনায় ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে বগুড়া থেকে একটি ট্রাক ঢাকায় আসতে ভাড়া ছিল ১২-১৪ হাজার টাকা। সেখানে এখন ১৮-২০ হাজার টাকা ভাড়া দিতে হচ্ছে। খুচরা বাজারে ২০০ টাকা কেজির নিচে মিলছে না কোনো মাছ। প্রতি কেজি পাঙাশ ২০০ টাকা, তেলাপিয়া ২৩০ টাকা, রুই ৩৫০ টাকা, মৃগেল ২৫০-৩০০ টাকা, দেশি টেংরা ৬০০ টাকা, বেলে ৩৫০ টাকা, চিংড়ি ৯০০ টাকা, পাবদা ৩৫০ টাকা, কই ৪০০-৫০০ টাকা, শিং ৪০০ টাকা, পোয়া ২৬০ টাকা, শোল ৭০০ টাকা ও টাকি ৪০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। ঢাকার কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া এলাকার বাসিন্দা মো. মাসুম বলেন, আমি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে মাসে ৪০ হাজার টাকা বেতন পাই। মা-বাবা, স্ত্রী ও এক ছেলে নিয়ে আমার সংসার। সেখান আমিসহ তাদের খাবার জোগাড় করতে মাসে ৫০ কেজির এক বস্তা চাল ৪ হাজার, ৫ লিটার তেল ৮৫০, বাসা ভাড়া ১২ হাজার, সবজি, মাছ, ব্রয়লার মুরগিসহ তরকারি রান্নার উপকরণ কিনতে ৮ হাজার, গ্যাস সিলিন্ডার ২০০০, সাবান-ডিটারজেন্ট ও শ্যাম্পু ৫০০, মুদি বাজার আরও ২ হাজার, বিদ্যুৎ বিল ১০০০ ও মোবাইল টকটাইমে খরচ হয় ৫০০ টাকা। মা-বাবার হাতে ৫ হাজার টাকা দিলে সব মিলিয়ে খরচ হয় ৩৫ হাজার ৮৫০ টাকা। খরচ বহন করতে না পেরে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। রান্নার গ্যাসের বাজারে সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে। এপ্রিল মাসে ১২ কেজি এলপিজির দাম এক লাফে ৩৮৭ টাকা বেড়ে ১ হাজার ৭২৮ টাকায় নির্ধারিত হয়েছে। তবে বাস্তবে বাজারে এই দামে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে; অনেক ক্ষেত্রে ২ হাজার টাকার নিচে সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে না। কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহসভাপতি এসএম নাজের হোসাইন বলেন, জ্বালানি সংকটের কারণে পরিবহণ ব্যয় বাড়ার প্রভাব সরাসরি পণ্যের দামে পড়ছে। পাশাপাশি বাজার সিন্ডিকেটের কারণে ভোজ্যতেলসহ একাধিক পণ্যের দাম বেড়েছে। তাই বাজারে কঠোরভাবে তদারকি দরকার। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, বাজারে শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রতিদিন অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। কেউ যাতে অবৈধভাবে মুনাফা করতে না পারে সেজন্য আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা
(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইনশা আল্লাহ।
আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ
চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে বড় খরায় পড়েছে বাংলাদেশ

ঢাকা : দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে বড় ধরনের খরায় পড়েছে দেশ। কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে কমছে বিনিয়োগ। নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিনিয়োগ বৃদ্ধির যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে তাতে নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হওয়ায় নতুন করে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আগামী দেড় বছরে নতুন করে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছে বিএনপি সরকার। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নিয়ে দেশের রুগ্ণ ও বন্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালুর জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে চারটি প্রধান বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাড়বিডা, বেজা, পিপিপিএ ও মিডা যৌথভাবে ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, বিনিয়োগ সহ-ায়তা জোরদার ও বিনিয়োগ উন্নয়নড়এ তিনটি প্রধান স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ পরিকল্পনার বিষয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেছেন বিডার চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। এ বিষয়ে তিনি বলেন, এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো বিনিয়োগনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা, দ্রুত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং বাস্তবায়নমুখী সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ বাড়ানো। এ ধরনের উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। গত বছরের এপ্রিলে বিডা বিনিয়োগ সম্মেলন আয়োজন করে বিদেশি বিনিয়োগে বড় ধরনের আশার কথা শোনানো হলেও বাস্তবে বিনিয়োগের প্রস্তাবনা আগের বছরগুলোর তুলনায় কমেছে। এ বিষয়ে আশিক চৌধু-রীর ভাষ্য, আওয়ামী লীগের আমলে বিনিয়োগের তথ্য ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানোর একটি প্রবণতা ছিল। সে ধারা থেকে বের হয়ে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবগুলোই শুধু তালিকাভুক্ত করছি। এ কারণে আগের তুলনায় প্রস্তাব কম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

তবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সরকারের উদ্যোগ সৎ হলেও বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে মনে করেন ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা। তাদের মতে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়ে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে খাদের কিনারায় পৌঁছে যাওয়া আর্থিক খাতে অন্তর্বর্তী সরকার কিছুটা স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনে। তবে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে বড় ধরনের কোনো সংস্কার করতে পারেনি। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির উন্নতির আশা করা হলেও ইরান সংকট নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে আসে। এ সংঘাতের প্রভাবে দেশের চলমান গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট আরো গভীর হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে কেউ বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে না। বিনিয়োগ না হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব নয়। গত নভেম্বরে চতুর্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন ২০২৫-এর দ্বিতীয় পর্বে বর্তমান অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছিলেন, আগামী দিনে ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা বিএনপির রয়েছে। বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্মের সবচেয়ে বড় চাহিদা হচ্ছে কর্মসংস্থান। পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, সরকারের এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আমরা মনে করি, সরকারের এটি সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে গভীর সংকট তৈরি হয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের রেশ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাত বিশ্ব অর্থনীতিকে আরো বড় ধাক্কা দিয়েছে। এ ধাক্কার প্রভাব বাংলাদেশের ওপরও পড়ছে। তিনি আরো বলেন, এমন পরিস্থিতিতে যখন আমাদের টানা আট মাস রপ্তানি আয় কমেছে, তখন এক কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি আমার কাছে খুব কঠিন মনে হয় এবং এটি নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ।

তবে পরিস্থিতি ঘুরে দাঁড়ালে উদ্যোক্তারাও এটিকে সফল করতে কাজ করবেন বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হচ্ছে এবং নতুন কর্মসংস্থান হওয়ার বদলে বিদ্যমান কর্মসংস্থানই কমে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কাছ থেকে নীতিগত সহায়তা প্রত্যাশা করেন। জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়ের পর নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসে। নির্বাচনের আগেই এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের ১৬ থেকে ১৮ মাসের সময়কাল বিবেচনায় নিলে, এ ধরনের প্রতিশ্রুতি অনেকটাই অবাস্তব মনে হয়। শুধু মোট বেকারত্ব না দেখে যদি আলাদাভাবে শিক্ষিত (গ্র্যাজুয়েট) বেকারদের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়, তাহলে বাস্তব চিত্রটি আরো পরিষ্কার হবে। কারণ, গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে বেকারত্বের হার তুলনামূলক বেশি। অধ্যাপক সাহাদাত আরো বলেন, বিএনপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিগুলো ভালো; কিন্তু কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা হবে, সেটি পরিষ্কার না হলে তা রাজনৈতিক বক্তৃতা হিসেবেই থেকে যায়। অর্থনৈতিক বাস্তবতায় প্রতিশ্রুতির কার্যকারিতা যাচাই করা জরুরি। তিনি আরো বলেন, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক, আমদানি-রপ্তানি এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিড়সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল। কর্মসংস্থানের সঙ্গে বিনিয়োগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে বিনিয়োগের অবস্থা বহু বছর আগের পর্যায়ে নেমে গেছে। এ বিনিয়োগ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব নয়। বিদেশি বিনিয়োগও প্রয়োজন, কিন্তু আপাতত তার কোনো সুস্পষ্ট লক্ষণ নেই। এ পরিস্থিতিতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি কঠিন; বরং অর্থনীতিকে কীভাবে স্থিতিশীল রাখা যায়, সেটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ পরিস্থিতি : বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ফেব্রুয়ারিতে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ৬ দশমিক ০৩ শতাংশে, যা দুই দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে ঋণ প্রবৃদ্ধি কখনো এত কমেনি। করোনা মহামারির সময় ২০২০ সালে বিনিয়োগ স্থবিরতার মধ্যেও এ প্রবৃদ্ধি সাড়ে ৭ শতাংশের ওপরে ছিল। অন্যদিকে বিদেশি বিনিয়োগেও আশার আলো নেই। গত বছরের শেষ তিন মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রায় ২৬ শতাংশ কমেছে। এছাড়া টানা আট মাস ধরে পণ্য রপ্তানি কমেছে। সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতি হারাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে তেলের দাম বৃদ্ধি এবং বিনিময় হার অবমূল্যায়নের কারণে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

কর্মসংস্থানের চিত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক ইউনিটগুলোতে বর্তমানে মোট ৩ কোটি ৬ লাখ ৩২ হাজার ৬৬১ জন কর্মরত রয়েছেন, যা ২০১৩ সালে ছিল ২ কোটি ৪৫ লাখ ৮৫০ জন। এই হিসাবে কর্মসংস্থান বেড়েছে ২৫ দশমিক ০৩ শতাংশ। মোট কর্মশক্তির মধ্যে পুরুষের অংশ ৮৩ দশমিক ২৮ শতাংশ, নারীর অংশ ১৬ দশমিক ৭১ শতাংশ এবং তৃতীয় লিঙ্গের অংশগ্রহণ ০ দশমিক ০১ শতাংশ। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী জানিয়েছেন, বর্তমানে বিশ্বের ১৭৬টি দেশে ১ কোটি ৫০ লক্ষাধিক বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যে বিরতি চলছে, তা যদি পুনরায় সংঘাতে রূপ নেয়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সীমিত হয়ে যেতে পারে। এদিকে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল সংঘাতের প্রভাবে বাংলাদেশের প্রায় ১২ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে থেকে যাবে বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। টানা তিন বছর ধরে প্রবৃদ্ধি ধীরগতির, দারিদ্র্য বাড়ছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, চাপের মধ্যে ব্যাংকিং খাত, দুর্বল রাজস্ব আহরণ এবং কমে যাওয়া বেসরকারি বিনিয়োগ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করেছে। এর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত থেকে আসা বৈশ্বিক চাপ পরিস্থিতিকে আরো কঠিন করে তুলছে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

AZEEM HAROON & REAL ENERGY PRODUCTION
PRESENTS
REAL ENERGY PRODUCTION
SIAM AHMED IN AND AS
RAKKHOSH
DIRECTED BY MEHEDI HASSAN HRIDOY
USA DISTRIBUTIONS:
Galaxy media
রাক্ষস
PRODUCED BY
AZEEM HAROON SHAHREEN AKTER SUMI
CINEMART CINEMAS
106-03 Metropolitan Ave, Forest Hills NY, 11375
GET YOUR TICKET NOW
04-17-26 FRI 3:20PM 6:20PM 9:20PM
04-18-26 SAT 12:20PM 3:20PM 6:20PM 9:20PM
04-19-26 SUN 11:30AM 2:30PM 5:30PM 8:30PM
04-20-26 MON 2:30PM 5:30PM 8:30PM
04-21-26 TUE 2:30PM 5:30PM 8:30PM
04-22-26 WED 2:30PM 5:30PM 8:30PM
04-23-26 THU 2:30PM 5:30PM 8:30PM
BRAND PARTNERS:
GOLDEN AGE HOME CARE
STAR FURNITURE
Empire
KA ACCIDENT LAW FIRM
LAW OFFICES of KIM & ASSOCIATES, P.C.
MEDIA PARTNERS:
ঠিকানা
আজকাল
PRINTING PARTNER:

এক প্রবাসীকে অপহরণে ঘটনা

ঢাকা : ২০২০ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েন দুবাইপ্রবাসী রোমান মিয়া। ফুফাতো ভাই মো. মনির হোসেনকে নিয়ে তিনি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে যাচ্ছিলেন। কাওলা পদচারী-সেতুর কাছে মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেল দিয়ে তাঁদের পথ আটকানো হয়। মনিরকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে ডিবি পরিচয় দিয়ে রোমান মিয়াকে মাইক্রোবাসে তুলে নেন দুর্বৃত্তরা। তাঁর হাতে হাতকড়া লাগিয়ে চোখ বেঁধে নির্যাতন করা হয়। একপর্যায়ে তাঁর কাছ থেকে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার ও দুই হাজার দিরহাম (সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুদ্রা) ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে রামপুরা এলাকায় ফেলে যান দুর্বৃত্তরা। পরদিন এ ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় মামলা করেন রোমান। ওই মামলা তদন্তের দায়িত্ব পায় ডিবি। মামলার তদন্ত তদারক কর্মকর্তা ছিলেন এডিসি কায়সার রিজভী কোরায়েশী এবং মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন ডিবির এসআই মাসুদুল ইসলাম। ডিবি সূত্র জানায়, তদন্তে প্রবাসী রোমান মিয়াকে রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া ও ডাকাতির ঘটনায় এসআই আকসাদুদজামানসহ নয়জনের জড়িত থাকার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। এসআই আকসাদুদজামান ওই সময় সিআইডিতে কর্মরত ছিলেন। পুলিশে যুক্ত থাকা অবস্থায় তিনি ডাকাতির মাধ্যমে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হন বলে ডিবির তদন্তেই বেরিয়ে এসেছিল। তবে আকসাদুদজামান প্রথম আলোকে বলেন, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণার একটি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে তিনি মাদারীপুর-শরীয়তপুর-ভিত্তিক একটি সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সন্ধান পান। ওই চক্র হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচার করছে বলে তিনি জানতে পারেন। তখন সিআইডি থেকে তাঁকে মানি লন্ডারিংয়ের বিষয়ে তদন্ত করার আদেশ দেওয়া হয়। এরপর খোঁজ নিয়ে রোমান মিয়ার বিষয়ে জানতে পারেন। আকসাদুদের অভিযোগ, রোমান মিয়ার সঙ্গে কায়সার রিজভীর পূর্বপরিচয় থাকায় মামলাটি তদন্তের ভার ডিবিতে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কায়সার রিজভী তখন ডিবির উত্তরা বিভাগের বিমানবন্দর জোনাল টিমে ছিলেন।

আকসাদুদও অপহরণের কবলে :
আকসাদুদের স্ত্রীর অডিও কথোপকথন ফাঁসের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে তদন্ত করেছিল, সেই তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে তাঁকে তুলে নেওয়া ও মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী, ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর সকালে আকসাদুদ সিআইডি কার্যালয়ে যাওয়ার পথে মালিবাগ মোড়ে পৌঁছালে তাঁকে কায়সার রিজভীসহ তাঁর দলের সদস্যরা আটক করে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে বলা হয়, কাওলায় প্রবাসী রোমান মিয়ার অর্থ ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় আরও পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁরা এ ঘটনায় আকসাদুদের নাম বলেছেন। একপর্যায়ে অভিযোগ থেকে তাঁদের রেহাই দেওয়া নিয়ে কথা হয়। কায়সার কোরায়েশী দুই কোটি টাকা চান। এ সময় কায়সার রিজভীর ফোন দিয়ে আকসাদুদ হোয়াটসঅ্যাপে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। পরে আটক ব্যক্তিদের সবাইকে মুঠোফোনে তাঁদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়। কথামতো সবাই আকসাদুদের বাসায় টাকা রেখে যান। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, আকসাদুদ দিয়েছিলেন ৩৩ লাখ টাকা আর বাকি ৫ জন দেন ৯৫ লাখ টাকা। ওই দিন সন্ধ্যার পর আকসাদুদকে সঙ্গে নিয়ে খিলগাঁও ঝিলপাড় এলাকায় তাঁর বাসায় গিয়ে ১ কোটি ২৮ লাখ টাকা নিয়ে আসেন কায়সার রিজভীসহ তাঁর টিমের সদস্যরা। তখন আকসাদুদকে আবার ডিবি অফিসে আনা হয়। পরে তাঁর স্ত্রী কায়সার রিজভীকে আরও ১৪ লাখ টাকা দেন। এরপর ২৮ নভেম্বর আকসাদুদ ছাড়া পান।

বরখাস্ত আসসাদুদের পাল্টা অভিযোগ :
প্রবাসী রোমান মিয়ার করা মামলা চলতে থাকে। ওই মামলায় গ্রেপ্তার থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হাসান রাজা। তিনি পরবর্তী সময়ে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। তাতে রোমান মিয়াকে তুলে নিয়ে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় আকসাদুদও জড়িত বলে দাবি করেন। এ মামলায় ২০২২ সালের ২২ মে আকসাদুদ জামানসহ নয়জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় ডিবি। অভিযোগপত্রভুক্ত অন্যরা হলেন সেলিম মোল্লা, রিপন মোড়ল, আমির হোসেন, রিজু মিয়া সিকদার, হাসান রাজা, মিলন মোড়ল, মনির হোসেন ও স্টেশনারি ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেন। এর আগে ডিবির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০২১ সালের ১৮ আগস্ট আকসাদুদজামানকে সাময়িক বরখাস্ত করে সিআইডি। এর সপ্তাহখানেকের মাথায় ৩১ আগস্ট কায়সার রিজভী কোরায়েশীসহ ডিবির ওই সাত সদস্যের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ দেন আকসাদুদ। এর সপ্তাহ না যেতেই ৮ সেপ্টেম্বর আকসাদুদের স্ত্রীর সঙ্গে ডিবি কর্মকর্তা কায়সার রিজভীর অর্থ লেনদেনের টেলিফোন কথোপকথনের অডিওটি ছড়িয়ে পড়ে। ওই দিনই রংপুরের পীরগঞ্জ থেকে আকসাদুদকে গ্রেপ্তার করে ডিবি। পরে তাঁকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়। আকসাদুদ বর্তমানে ওই মামলায় জামিনে আছেন।

মরহুম আজাদ বাকিরের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মরহুম মো. আজাদ বাকিরের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। "আজাদ বাকির স্মৃতি পরিষদ"-এর উদ্যোগে গত ১৩ এপ্রিল সোমবার বাদ এশা নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার মসজিদে এ মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ–বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের খতিব মাওলানা সাদেকুর রহমান।

মরহুম আজাদ বাকিরের বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সহযোদ্ধাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু জাফর মাহমুদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাবেক এজিএস বাবুল চৌধুরী, মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতির সভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম খান, উপদেষ্টা শাহাদত হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, জামাল-পুর আশেক মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিপি আলমগীর খান, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনকের সাবেক সভাপতি মো. আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, মো. আলমগীর হোসেন, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সভাপতি মো. ইউনুস সরকার, সাধারণ সম্পাদক এবি সিদ্দিক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটির সাবেক সভাপতি কাজী তোফায়েল আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলি উল্লাহ আতিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মো. সাইদুর রহমান সাইদ, বদরুল হক আজাদ, দেওয়ান কাউসার, মনির হোসেন, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি আল আমিন সুমন, সেলিম আহমেদ, শাপলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. মোস্তফা রিপন, সাবেক সভাপতি ওয়াসিম ভূঁইয়া, উপদেষ্টা নুরুল হাসান, রফিকুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুববিষয়ক সম্পাদক মো. ইউসুফ আলী, ব্যবসায়ী মোবারক হোসেনসহ আরও অনেকে।

এ সময় বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মরহুম কামাল আহমেদ এবং সহ-সভাপতি আবদুল খালেক খায়েরের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি যাদের মা-বাবা, ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয় ইন্তেকাল করেছেন, তাদের জন্যও দোয়া করা হয়।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির পরিচিত মুখ অ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, যিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন, তাঁর সুস্থতা কামনায় দোয়া করা হয়। একই সঙ্গে সমাজসেবক মো. কবির আহমেদ ভূঁইয়া ও সোহরাব হোসেনের জন্যও দোয়া করা হয়।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিল শেষে উপস্থিত সবার মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়। আয়োজনে ছিল "আজাদ বাকির স্মৃতি পরিষদ"।

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

পারেন এটি ছিল আমার মেনিফেস্টেশন বা ভবিষ্যত-আত্মজীবনী। ঠাটারি বাজারের বিসিসি রোডে আব্বার খালুর বাসা, মানে আমাদের দাদার বাড়ি। নিজের দাদাকে কখনোই দেখিনি, ঠাটারি বাজারের দাদাকেই আপন দাদা জেনে বড়ো হয়েছি। তিনি আবার আব্বা-আম্মার বিয়ের উকিল বাপ হয়েছিলেন। ফলে আমার আম্মাকে নিজের মেয়ের মত স্নেহ করতেন, ঘটা করে নাইওর নিতেন। দাদার প্রথম সংসারে তিন মেয়ে, এক ছেলে, তারা থাকত বাসাবোতে একটি টিনশেড বাড়িতে, দ্বিতীয় সংসারে তিন মেয়ে দুই ছেলে, তারা ছিল ঠাটারি বাজারের বাড়িতে। ঠাটারি বাজারের বাড়িটা ছিল অদ্ভুত। রাস্তার ওপর দুটি দোকান, একটি হিল টপ টি, যেটি ছিল দাদার ভাই পেরন মিয়ার দখলে, অন্যটি মিষ্টির দোকান এবং বেকারি, বিখ্যাত সোসাইটি বেকারি। বেকারির ওপরে, দোতলায় ছিল দুটি রুম, সেগুলো ছিল দাদার দখলে, হিলটপটি'র পেছনে একটি ঘর, পুরো ছাদ এবং বাড়ির ভেতরে একটি লম্বা টিনশেড, এগুলোও ছিল দাদার দখলে। আমার ধারণা এই বাড়িটি কোনো অবাঙালির সম্পত্তি ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পরে সবাই যে যার মত দখল করেছেন, অথবা নাম মাত্র মূল্যে কিনে নিয়েছেন। দাদাকে সবাই শিশু মিয়া বলে ডাকত, তার পোশাকী নাম ছিক কাজী ইয়াসিন। এই নাম আমি কী করে জানলাম তারও মজার ঘটনা আছে। তিনি ছিলেন রেলওয়ের প্রথম শ্রেণির ঠিকাদার, এ ছাড়াও তার ছিল রেস্টুরেন্ট ব্যবসা। নবাবপুর রোডের ওপর অবস্থিত বিখ্যাত হোটেল আরাফাতের মালিক তিনি। জগন্নাথ কলেজের সামনে হোটেল আমানিয়া নামে আরো একটি রেস্টুরেন্ট করেছিলেন কিন্তু ছাত্রদের অত্যাচারে সেটা চালাতে পারেননি। ঠাটারি বাজারের মধ্যে ছিল তার গুড়া চায়ের দোকান ডন টি।

দাদার ছোটো দুই ছেলে সগীর এবং মনির আমার কাছাকাছি বয়সের, সগীর ছয় মাসের ছোটো এবং মনির দুই বছরের ছোটো। ওরা পড়ালেখায় বেশ পিছিয়ে ছিল। কোনো কারণে ওদের লজিং মাস্টার খুরশিদ সাহেব রাগ করে চলে যাওয়ায় দাদার কড়া নির্দেশ, কলেজে ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি যেন ঠাটারি বাজারে গিয়ে থাকি এবং সগীর, মনিরের পড়াটা দেখিয়ে দেই, মূলত ওরা যেন একটু ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকে, সেই চেষ্টা করাই হবে আমার কাজ। সগীর কিছুটা ভদ্র হলেও মনির ছিল গাছের বান্দর। আমরা তিনজনই তিনজনকে তুমি করে বলতাম। আমি স্থায়ীভাবে ওই বাড়িতে উঠেছি, এটা সগীর, মনিরের জন্য ছিল একটা উৎসবের আনন্দ। শিক্ষক নয়, ওরা একজন বন্ধু পেয়েছে। আমিও মনে মনে ভাবলাম বন্ধু হয়ে যদি ওদেরকে কিছুটা মানুষ করা যায়, দেখি না চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে ওদেরকে আমি মানুষ বানাতে পারিনি বরং আমি নিজেই কিছুটা অমানুষ হয়ে ফিরে এসেছে। ওরা আমাকে জোর করে সিগারেট খাওয়া শিখিয়েছে, প্রতিদিন প্রায় এক প্যাকেট সিগারেট খেয়েছি। শুধু সিগারেটে টান দিলেই হবে না, নিশ্চিত করা হত ধোয়াটা পেটের ভেতরে যাচ্ছে কি-না।

সগীর, মনির দুই ভাই কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল আমি কার সঙ্গে সময় কাটাবো। দুজনের রুচি ছিল ভিন্ন। সগীর সারাদিন বেবিট্যাক্সি নিয়ে এ-মহল্লা, সে-মহল্লা ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করত, বাইক চালাত। মনির পছন্দ করত সাইকেল চালাতে, মারামারি করতে, বেগম বাজারে গিয়ে ভিসিআরে সিনেমা দেখতে। আমি প্রায়শই ওদের দুই ভাইয়ের কাড়াকাড়ির মাঝখানে পড়ে বিপদগ্রস্ত হতাম।

এক পড়ন্ত বিকেলে, কিছুটা মেঘলা আকাশ, মনির আমাকে ছাদে টেনে নিয়ে গেল। কী একটা নাকি দেখাবে। দোতলার যে ঘর দুটো, সেগুলোর ছাদে ওঠা খুব ঝুকিপূর্ণ ছিল। সিঁড়ি ছিল না, অন্য অংশের রেলিংয়ের ওপর উঠে দেয়াল বেয়ে লাফ দিয়ে উঠতে হত। ওরা অভ্যস্ত, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যায়, ভয়ে ভয়ে আমিও উঠি। তিনতলার ওপরে উঠে মনির কার্নিশে বসে এবং আমাকেও বসতে বলে। এরপর আমাকে বসিয়ে রেখে ও উঠে দাঁড়ায়। পকেট থেকে লাল টেপে মোড়ানো একটা চৌকোনো বস্তু বের করে। আমি বল,

এটা কী?

ককটেল।

বলো কী। তাড়াতাড়ি পকেটে রাখো।

মনির হাসতে হাসতে ওটাকে ওপরের দিকে ছুঁড়ে মারে এবং লুফে নেয়। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কার্নিশের নিচে ব্যস্ত বিসিসি রোড। যদি হাত ফসকে পড়ে তাহলে বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। যদি এখানেই ফুটে যায় তাহলে তো আমরা দুজনই শেষ। মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলা ওদের দুই ভাইয়ের নিত্য দিনের ঘটনা। পরবর্তীতে কাপ্তান বাজারের এক দুর্ধর্ষ ত্রাসের নাম হয়ে ওঠে মনির। আমি মনিরের লোক এই কথা বললেই ঠাটারি বাজারের সব দোকানী চাঁদা দিয়ে দিত। ওদের চাচাত ভাই হোসেন ছিল ওদের লীডার, কাপ্তান বাজার এলাকায় ওদের ছিল আলীশান এক চারতলা বাড়ি।

সগীর ছিল কিছুটা ভীতু প্রকৃতির কিন্তু হোসেনের সঙ্গে সঙ্গে থাকত। একদিন আমিও ওদের সঙ্গে বিসিসি রোডে হাঁটছি। সগীর দল থেকে একটু পিছিয়ে পড়ে আমাকে টেনে ধরে। বলে, তোমার হাতটা দাও। আমার হাতটা ওর কোমরের কাছে রাখা কিছু একটাতে ধরিয়ে দেয়। আমি বুঝতে পারি বস্তুটা একটা আগ্নেয়াস্ত্র। সগীর আমাকে নিশ্চিত করানোর জন্য জামাটা সরিয়ে বাটটা দেখায়।

এই ঘটনার পরে আমি কাউকে কিছু না বলে, কাপড়চোপড় রেখে, ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে আসি। যে সময়টা ছিলাম এর মধ্যে অন্তত দু'বার দাদা আমাকে দিয়ে তার ঠিকাদারি ব্যবসায়ের ওয়ার্ক-ইন-প্রোগ্রেস বিল বানিয়ে নিয়েছেন। তখনই কাগজ-পত্রে তার পোশাকী নামটা দেখি। আমি হিসাবটা খুব দ্রুত এবং সুন্দরভাবে করতে পারায় তিনি বলেন, তোর চাচারা তো কেউ মানুষ অইত না। এই ব্যবসাটা আমি তরেই দিয়া যামু, তুই কৈলাম থাকিস, যাইছ গা না।

জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই বিফলে যায় না। পরবর্তীতে বাড্ডার একজন ঠিকাদার তার হিসাবরক্ষকের অনুপস্থিতিতে আমাকে দিয়ে বেশ কয়েকবার তার প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্ক-ইন-প্রোগ্রেস বিল তৈরি করিয়েছেন। প্রত্যেকবার বিলটা বানিয়ে দিলেই তিনি আমাকে এক'শ, দেড়'শ টাকা সম্মানী দিতেন। মাস্টার্সে পড়ার সময় এই ধরণের অংক করতে গিয়ে আমার অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে, দ্রুত অংকগুলো শিখে ফেলতে পেরেছি।

মনিরের আরো একটা নেশা ছিল, বেড়ানোর নেশা, দূর দূরান্তে আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে চলে যেত। সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যেত। ওর এই অভ্যাসটা আমার খুব ভালো লাগত। যখন আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি তখন একবার আমাকে নিয়ে যায় গাজীপুরে। ওর বড়ো আম্মার প্রথম সন্তান আমাদের রোকেয়া ফুপু। তার স্বামী সম্ভবত একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। গাজীপুরে একটি নির্জন দোতলা বাংলোতে থাকতেন তারা। তাদের বড়ো মেয়ে রুবী দশম শ্রেণির ছাত্রী, আমার চেয়ে এক ক্লাস ওপরে পড়ত।

ওদের বাড়িটাকে আমার কাছে মনে হয়েছিল স্বর্গ। এমন সুন্দর বাড়ি দূর থেকে দেখেছি, সিনেমায় দেখেছি, কখনো ভেতরে ঢোকার সুযোগ হয়নি। বারান্দার টবে রজনীগন্ধা, হাস্নাহেনা ফুটে আছে। বাড়ির সামনেও ফুলের বাগান। আমরা দুপুরে খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেই। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে দেখি স্বর্গে একজন অপ্সরা হাঁটাহাঁটি করছে। অপ্সরার নাম রুবী। বারান্দার চেয়ারে বসে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে রুবীর সঙ্গে কয়েক মিনিট সময় কাটিয়েছিলাম। একটা ডিভাইন ফিলিংস অনুভব করছিলাম। জীবনে এই প্রথম অন্যরকম এক ভালোলাগা বোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে। শুধু যে একটি মেয়ের প্রতি ভালোলাগা তাই নয়, নিজেকেই যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসতে ইচ্ছে করছিল, পৃথিবীকে অনেক বেশি ভালোবাসতে ইচ্ছে করছিল। সুন্দরের সান্নিধ্য, স্পর্শ মানুষের হৃদয়ে কল্যাণের আলো জ্বেলে দেয়, তখনই টের পাই। রুবীর মুখশ্রীটা ছিল অনেকটা বিপাশা হায়াতের মত, ধারালো, গায়ের রঙ ছিল ভীষণ উজ্জ্বল, আর ও ছিল বেশ লম্বা, মেদহীন শরীর। জানালার গ্রিল ঠেলে শেষ বিকেলের আলো এসে যখন ওর মুখে আছড়ে পড়ছিল তখন এক অপার্থিব সৌন্দর্যে অবগাহন করছিল পৃথিবী। প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার পাশে এক সুন্দরী নারী বসে থাকলে তখন ফুলের গন্ধটাও অন্য এক উচ্চতায় উঠে যায়।

কাঞ্চনে থাকতেন মনিরের আরেক বড়ো বোন জ্যোৎস্না ফুপু, তার স্বামী ছিলেন বাওয়ানী জুট মিলের অফিসার। তাদেরও সুন্দর কোয়ার্টার ছিল। জ্যোৎস্না ফুপুর ছোটো ছোটো দুটি মেয়ে আঁখি এবং মুনা ফুটফুটে দুটি খরগোশ শাবকের মত ছোটাছুটি করত। কাঞ্চনে বেশ কবার গিয়েছি এবং একেকবার গেলে অনেক দিন থাকতাম। ওখানে ঠিক সময়ে খাওয়া, গোসল করা, ঘুমুতে যাওয়া এই ডিসিপ্লিনগুলো আমার দারুণ ভালো লাগত, যেটা ঠাটারি বাজারে ছিল পুরোপুরি অনুপস্থিত। ঠাটারি বাজারের বাড়িতে কোনো কোনো দিন দুপুরে কম করে হলেও ১৫/১৬ জন অতিথি থাকত, মাঝে মাঝে খাবারে টান পড়ত, আবার রান্না বসাতে হত, দেখা যেত আমাদের খেতে খেতে বিকাল ৪টা হয়ে গেছে। রাতে ঘুমানোরও কোনো ঠিক নেই। রাত দুইটায় এক দল অতিথি এসে হাজির, কাজেই আমাদের ডেকে তুলে অন্যঘরে পাঠানো হচ্ছে, এইসব উল্টাপাল্টা জীবন-যাপনে আমি খুবই বিরক্ত হতাম।

এশীয় শেয়ারবাজারে ধস

বাংলাদেশ ডেস্ক : পাকিস্তানের ইসলামাবাদে বহুল প্রত্যাশিত শান্তি আলোচনা কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হওয়ায় বিশ্বের জ্বালানি বাজারে আবারও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইরানি বন্দরে নৌ-অবরোধের নির্দেশের পরপরই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে এশিয়ার প্রধান শেয়ারবাজারগুলোতেও। সোমবার (১৩ এপ্রিল) লেনদেনের শুরুতে এশিয়ার প্রধান বাজারগুলোতে এ দরপতনের দৃশ্য দেখা গেছে। সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাপানের প্রধান সূচক নিক্কেই ২২৫ কমেছে শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কোস্পি সূচকে ১ দশমিক ৮৩ শতাংশ পতন লক্ষ করা গেছে। তবে তেলের বাজারে অস্থিরতা ছিল সবচেয়ে বেশি। অপরিশোধিত তেলের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্রেন্ট ক্রুড ৮ দশমিক ৬১ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ১০৩ দশমিক ৩৮ ডলারে পৌঁছেছে। অন্যদিকে মার্কিন তেলের মানদণ্ড ডব্লিউটিআই ৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ বেড়ে ১০৪ দশমিক ৮৪ ডলারে লেনদেন হচ্ছে।

বাজার পর্যবেক্ষকরা বলছেন, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কে রয়েছেন। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালিতে ইরানের অবরোধের কারণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তেল সরবরাহ সংকট তৈরি হয়েছে। তবে বাজারের এই অস্থিরতার মধ্যেও একটি আশার আলো দেখছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সিউ-লভিত্তিক বাজার পর্যবেক্ষকরা। তাদের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে প্রতি সোমবার বাজারে যে বড় ধরনের ধস নামত তার মাত্রা ধীরে ধীরে কমছে। শুরুতে পতনের হার ১২ থেকে ৯ শতাংশ থাকলেও এখন তা ১ শতাংশের আশপাশে নেমে এসেছে। এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক কৌশলের সঙ্গে বিনিয়োগকারীরাও অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। সাধারণত সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্পের কোনো কঠোর পদক্ষেপ বা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বাজারকে আতঙ্কিত করলেও সপ্তাহের শেষে পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার বা তার অবস্থান পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ফলে বাজার এখন বড় ধরনের ধাক্কাগুলো সামলে নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করছে, যার কারণে প্রতি সপ্তাহে দরপতনের হার ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হচ্ছে।

নিউইয়র্কে মানিকগঞ্জ কল্যাণ সমিতির নববর্ষ বরণ

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে মানিকগঞ্জ কল্যাণ সমিতি। পিঠা উৎসব আর সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মুখর ছিল প্রবাসীদের মিলনমেলা।১২ এপ্রিল রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এ উৎসবের উদ্বোধন করেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ও আইনজীবী মঈন চৌধুরী।'মানিকগঞ্জ কল্যাণ সমিতি'র উদ্যোগে আয়োজিত বর্ষবরণ ও পিঠা উৎসবে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী অংশ নেন। পিঠা উৎসবের আহ্বায়ক নূরজাহান ভূঁইয়া ঋতুর সার্বিক সমন্বয়ে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ২৭ ধরনের পিঠা দিয়ে সাজানো হয় আয়োজন। অতিথিরা পিঠার বৈচিত্র্য ও আয়োজকদের আন্তরিকতার প্রশংসা করেন। প্রধান অতিথি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশনের পরিচালক অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী বলেন, বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে চিরায়ত বাংলাকে দৃশ্যমান করতে এ প্রয়াস প্রবাসের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কারণ, তারা নতুন প্রজন্মকে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রাখার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বহুজাতিক সমাজে বাঙালিত্ব জাগ্রত রাখতে নিজ বাসা থেকে হরেক রকমের পিঠা তৈরি করে তাপরিবেশনের মধ্যে যে তৃপ্তি তা আর কোনো সংগঠন এখনো তৈরি করতে পারেনি।

উৎসবে বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ সোসাইটি'র সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সেলিম রেজা, ফোবানার লিডার কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন আজমসহ অনেকে।সোহেল মল্লিক ও শুক্লা রায়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে পিঠা প্রস্তুতকারী গৃহিণীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা পরিবেশন করেন প্রবাসী নারীরা।পিঠা উৎসবে দুধ-চিতই, পাটি শাপটা, ভাপা, তেলের পিঠা, পাকন, নারিকেল পুলি, সন্দেশসহ নানা স্বাদের পিঠা ছিল। অনেকেই সন্তানদের নিয়ে অংশ নেন এবং পিঠার সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দেন।অনুষ্ঠানে আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি লুৎফর রহমান জুবায়েরের সভাপতিত্বে এতে সংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন। শেষে বৈশাখী আমেজে গান পরিবেশন করেন প্রবাসী শিল্পী কৃষ্ণাতিথি ও সজল।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্কে ৫০ লাখ ডলারের বেশি মূল্যের দ্বিতীয় বাড়ির ওপর নতুন কর প্রস্তাব

বাংলাদেশ ডেস্ক : ক্যাথি হোকুল নেতৃত্বাধীন নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য সরকার নিউইয়র্ক সিটির বাজেট ঘাটতি মোকাবেলায় ৫০ লাখ ডলার বা তার বেশি মূল্যের দ্বিতীয় বাড়ির ওপর নতুন কর আরোপের পরিকল্পনা করছে।গভর্নরের প্রস্তাব অনুযায়ী, এই কর মূলত সেইসব সম্পদের ওপর প্রযোজ্য হবে, যেগুলো "পাইড-আ-তের" (pied-à-terre)–অর্থাৎ অবকাশ যাপন বা খণ্ডকালীন ব্যবহারের জন্য রাখা হলেও বছরের বেশি-রভাগ সময় খালি থাকে। এসব বাড়ির মালিকরা সাধারণত শহরের বাইরে বসবাসকারী উচ্চ আয়ের ব্যক্তি।এক বিবৃতিতে গভর্নর হোকুল বলেন, নিউইয়র্ক সিটি বিশ্বের সেরা শহরগুলোর একটি। যারা এখানে বসবাস করেন, তাদের ওপর এককভাবে অর্থনৈতিক চাপ দেওয়া উচিত নয়। যদি কেউ ৫০ লাখ ডলারের একটি দ্বিতীয় বাড়ি রাখতে পারেন, তবে কর দেওয়ার সামর্থ্যও তাদের রয়েছে।

প্রস্তাবটি চলতি বসন্তে বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হতে পারে। গভর্নরের দপ্তরের ধারণা, এই কর থেকে বছরে প্রায় ৫০ কোটি ডলার (৫০০ মিলিয়ন) রাজস্ব আসতে পারে। বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির বাজেটে আগামী দুই বছরে প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতির আশঙ্কা রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শহরের মেয়র জোহরান মামদানি ধনীদের ওপর অতিরিক্ত কর এবং কর্পোরেট ট্যাক্স বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তবে তা খুব বেশি অগ্রগতি পায়নি।পরবর্তীতে তিনি ৯.৫ শতাংশ সম্পত্তি কর বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন, যা বাড়ির মালিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবে 'পাইড-আ-তের' করের বিষয়ে গভর্নর ও মেয়রের মধ্যে কিছুটা ঐক্যমত তৈরি হয়েছে।মেয়র বলেন, গভর্নর হোকুলের সমর্থনে আমরা বাজেট ভারসাম্য আনতে এক ধাপ এগিয়েছিড়অতি ধনী ও বৈশ্বিক এলিটদের ওপর এই কর আরোপের মাধ্যমে।

শহরের ২০২১ সালের হাউজিং অ্যান্ড ভ্যাকেন্সি জরিপ অনুযায়ী, নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ১,০২,৯০০টি আবাসিক ইউনিট রয়েছে, যেগুলো ভাড়া বা বিক্রির জন্য নয় এবং মৌসুমি বা খণ্ডকালীন ব্যবহারের জন্য খালি থাকে। তবে এই প্রস্তাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রিয়েল এস্টেট খাত। রিয়েল এস্টেট বোর্ড অব নিউইয়র্কের সভাপতি জিম হুইলান বলেন, এই কর নতুন বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পারে এবং নির্মাণ খাতে কর্মসংস্থান কমাতে পারে। তাঁর মতে, এতে প্রত্যাশিত রাজস্ব অর্জনও নাও হতে পারে এবং সম্পত্তির মূল্য কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।সব মিলিয়ে, প্রস্তাবিত এই কর নিউইয়র্ক সিটির বাজেট ঘাটতি কমাতে সহায়ক হতে পারে, তবে এর অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে বিতর্ক ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

নিউইয়র্কে অভিবাসী ঐতিহ্য সপ্তাহ শুরু

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে শুরু হয়েছে ২২তম বার্ষিক অভিবাসী ঐতিহ্য সপ্তাহ। "অভিবাসীরাই নিউইয়র্ককে শক্তি দেয়" প্রতিপাদ্যে এই আয়োজন ঘিরে তিন মাসব্যাপী উদযাপনে তুলে ধরা হবে শহরের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজ গঠনে অভিবাসীদের বহুমাত্রিক অবদান। নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের কার্যালয়ের অভিবাসী বিষয়ক দপ্তরের কমিশনার ফাইজা নাসরিন আলি আনুষ্ঠানিকভাবে এ বছরের অভিবাসী ঐতিহ্য সপ্তাহের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে শহরজুড়ে শুরু হয়েছে দীর্ঘ তিন মাসের নানা কর্মসূচি, যেখানে নিউইয়র্কে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের অভিবাসীদের জীবন, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও অর্থনৈতিক অবদানকে সামনে আনা হবে।

মেয়র জোহরান মামদানি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, "নিউইয়র্ক মূলত শ্রমজীবী মানুষের শহর। প্রজন্মের পর প্রজন্ম অভিবাসী পরিবার এই শহরের পাড়া-মহল্লা গড়ে তুলেছে। ২০২৬ সালে আমাদের অগ্রাধিকার অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার–কারণ অভিবাসীরা এই অর্থনীতির প্রান্তে নয়, বরং কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।"তিনি আরও বলেন, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি, উন্নত কর্মসংস্থান, আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার এবং প্রতারণা থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করাই একটি ন্যায়ভিত্তিক ও শক্তিশালী নিউইয়র্ক গড়ার পূর্বশর্ত।

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বিষয়ক উপ-মেয়র জুলি সু বলেন, "অভিবাসী শ্রমিকদের ত্যাগ, পরিশ্রম এবং দৃঢ়তা নিউইয়র্কের পরিচয় নির্মাণ করেছে। তাদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।"কমিশনার ফাইজা নাসরিন আলি জানান, বর্তমানে নিউইয়র্কে ৩০ লাখের বেশি অভিবাসী বসবাস করছেন, যারা শহরের শ্রমবাজার ও অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। "একজন অভিবাসী পরিবারের সন্তান হিসেবে আমি গর্বিত–অভিবাসীরাই প্রতিদিন এই শহরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে," বলেন তিনি।দপ্তরের ২০২৫ সালের প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান, অনথিভুক্ত অভিবাসীদের নেতৃত্বাধীন পরিবারগুলো প্রায় ৯৬ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার কর প্রদান করেছে। এর মধ্যে ৩৭ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার রাজ্য ও স্থানীয় এবং ৫৯ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার ফেডারেল কর হিসেবে জমা হয়েছে। রেস্তোরাঁ, নির্মাণ, গৃহভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা, হাস-পাতাল ও শিক্ষা খাতে অভিবাসীদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি।

ক্ষুদ্র ব্যবসা সেবা বিভাগের কমিশনার কেনি মিনায়া বলেন, "অভিবাসীরাই আমাদের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। তারা উদ্যোক্তা, স্বাস্থ্যকর্মী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।"ভোক্তা ও শ্রমিক সুরক্ষা বিভাগের কমিশনার স্যামুয়েল লেভিন বলেন, "অভিবাসন অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের অধিকার রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"নথি ও তথ্য সেবা বিভাগের কমিশনার পলিন টুল উল্লেখ করেন, "চার শতকের ইতিহাসে অভিবাসীরাই নিউ-ইয়র্ককে শিল্প, অবকাঠামো ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে।" স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার ডা. অ্যালিস্টার মার্টিন বলেন, "অভিবাসীদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা মানেই পুরো শহরের সুস্থতা নিশ্চিত করা।" সংস্কৃতি বিষয়ক কমিশনার দিয়া ভি বলেন, "অভিবাসীদের আনা বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি–সংগীত, নৃত্য, শিল্প, খাদ্য ও ফ্যাশন–নি-উইয়র্ককে বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত রেখেছে।" আয়োজকদের মতে, এই তিন মাসব্যাপী উদ্যোগ কেবল একটি উদযাপন নয়–এটি নিউইয়র্কের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে অভিবাসীদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রচেষ্টা। এ উপলক্ষে শহরজুড়ে বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে, যেখানে সকল নিউইয়র্কবাসীকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের 'বিএফবি' ভিসি ফান্ড

গত ১০ এপ্রিল নিউইয়র্ক এর ঠিকানা হাব অডিটোরিয়াম এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক ভিন্ন ধরনের সামিট। বাংলাদেশের যুবশক্তির কর্মমুখী এআই শিক্ষা উন্নয়ন এর জন্য প্রবাসীদের দ্বারা পরিচালিত বিলিয়নস ফর বাংলাদেশ (বিএফবি) ভিসি ফান্ড এর যাত্রা উপলক্ষ্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হাওয়াই স্টেট থেকে আসেন বিলিয়নস ফর বাংলাদেশ (বিএফবি) এর সিইও অভিজ্ঞ কর্পোরেট উপদেষ্টা জান রুমি, ফ্লোরিডা থেকে বিএফবি ডাইরেক্টর ব্যবসায়ী অধ্যাপক আজম চৌধুরী, নিউজারসি থেকে বিএফবি কো-ফাউনডার এআই এক্সপার্ট মাহদিউজজামান অপুসহ উল্লেখ্যসংখ্যক বাংলাদেশ প্রেমী প্রবাসী প্রফেশনাল। বিলিয়নস ফর বাংলাদেশ (বিএফবি) এর কো-ফাউনডার আনিসুল কবির জাসির এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএফবি এর সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ঠিকানা'র রাফিদ শাহীন, আইটি বিশেষজ্ঞ মিজান চৌধুরী, ইনভেসটমেনট ব্যাংকার জাভেদ রহমান, ইনভেসটমেনট ব্যাংকার লেসলি, সিএ মোশতাফিজুর চৌধুরী, সিএ ইমতিয়াজ চৌধুরী, বাংলাভিশন এর সোহেল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সকলে বাংলাদেশের উন্নয়ন এর জন্য প্রবাসীদের দ্বারা পরিচালিত বিলিয়নস ফর বাংলাদেশ (বিএফবি) ভিসি ফান্ড শুভ কামনা করেন । বিস্তারিত তথ্য এর জন্য: www.bfbnetwork.vc করতে বলা হয়েছে।

সন্তানের জন্য ঢাকায় মার্কিন তরুণের লড়াই

(শেষ পাতার পর)

রবার্ট লুট্রেলের। ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন ধর্ম-সবকিছু ছাপিয়ে গড়ে ওঠে সম্পর্ক। ধীরে ধীরে সেই পরিচয় রূপ নেয় গভীর প্রেমে। সম্পর্কে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় ধর্ম। ফারহানা করিম মুসলিম, আর লুট্রেল ছিলেন খ্রিষ্টান। তবে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসার টানেই ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন লুট্রেল। ২০১৮ সালের ৩রা আগস্ট মুসলিম শরিয়াহ্ অনুযায়ী তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রেই শুরু করেন সংসার। বিয়ের দুই বছর পর তাদের সংসারে জন্ম নেয় প্রথম সন্তান ফাতমির ওয়াল ইকরাম লুট্রেল। ভালোই চলছিল দাম্পত্য জীবন। কিন্তু হঠাৎ করেই ফাটল ধরে সম্পর্কে। তিক্ততা থেকে বাড়ে দূরত্ব। একপর্যায়ে সন্তান নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন ফারহানা। স্বামী লুট্রেলকে পাঠান তালাকের নোটিস। সন্তানের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেন ফারহানা। বন্ধ করে দেন যোগাযোগ। সন্তানকে ফিরে পেতে সুদূর আমেরিকা থেকে ঢাকায় আসেন লুট্রেল। দ্বারস্থ হন আদালতের। সন্তানের জিম্মা চেয়ে পারিবারিক আদালতে মামলা করেন।

মামলার শুনানি শেষে সপ্তাহে দু'দিন ছেলের সঙ্গে বাবার সময় কাটানোর সুযোগ দিতে আদেশ দেন বিচারক। কিন্তু আদালতের রায় তোয়াক্কা না করে সন্তানকে নিয়ে আত্মগোপনে চলে যান ফারহানা। সন্তানের মুখ এক নজর দেখতে গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে ঢাকায় অবস্থান করে আদালতের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন লুট্রেল। কিন্তু তারপরও প্রতিকার পাচ্ছেন না। লুট্রেলের অভিযোগ, ২০২৩ সালে ফারহানা কানাডিয়ান নাগরিক ৬২ বছরের রেইডাস কুইটিনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন পরকীয়ায়। একদিন জানতে পারেন ফারহানা গর্ভবতী। এই কথা শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কীভাবে গর্ববতী হলো জানতে চাইলে ফারহানা তাকে জানান-তিনি তার বোনের জন্য টেস্টটিউব বেবি গর্ভে ধারণ করেছেন। এ নিয়ে শুরু হয় তাদের দ্বন্দ্ব। সম্পর্কে ধরে ফাটল। হঠাৎ জানতে পারেন- ওই ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন ফারহানা। ২০২৩ সালের ২৭শে জুন সন্তান প্রসবের জন্য ফারহানা করিম চলে আসেন বাংলাদেশে। এরপর থেকে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। ওই বছরের অক্টোবর লুট্রেলও বাংলাদেশে চলে আসেন। সন্তানের জিম্মা চেয়ে পারিবারিক আদালতে মামলা করেন। তার আর্জি শুনে শিশু সন্তানসহ ফারহানা করিমকে আদালতে হাজির করতে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। সে অনুযায়ী ২০২৩ সালের ২৮শে নভেম্বর আদালতে হাজির হন ফারহানা। বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের বেঞ্চ লুট্রেল ও ফারহানার বক্তব্য শোনেন। পরে আদেশে বলা হয়, ঢাকার উত্তরা ক্লাবে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বড় ছেলের সঙ্গে বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সময় কাটাতে পারবেন লুট্রেল। তার আইনজীবী শহিদুল ইসলাম জানান, আদালতের আদেশের পরও ফারহানা করিম সন্তানের সঙ্গে বাবার দেখা করার সুযোগ দিচ্ছেন না। তিনি (লুট্রেল) যেন সন্তানকে পাওয়ার চেষ্টা করতে না পারেন, কোর্টের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়, সেজন্য তারা (ফারহানার পরিবার) অনেকগুলো মামলা দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে। উভয়পক্ষে এ পর্যন্ত ১৬টা মামলা হয়েছে। লুট্রেল আইনি পরামর্শদাতা এডভোকেট মো. মিজানুর রহমান জানান, জিম্মার শর্ত লঙ্ঘন করে শিশুসন্তানকে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে জিম্মা গ্রহণকারী ফারহানা করিমের বিরুদ্ধে আদালত কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। একই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ দর্শাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই আইনজীবীর তথ্য মতে, গত ২রা ফেব্রুয়ারি শুনানিতে নিম্ন আদালতের মূল নথি উপস্থাপন করা হলে বাদীপক্ষ ভিকটিম শিশু ফাতমির ওয়াল ইকরাম লুট্রেলকে উদ্ধারের আবেদন করেন। এ সময় আসামিপক্ষের আইনজীবী আদালতে উপস্থিত থাকলেও জিম্মা গ্রহণকারী ফারহানা করিমের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারেননি। শুনানিকালে জানানো হয়, উত্তরা পশ্চিম থানার এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ফারহানা করিম তার সন্তানকে নিয়ে বাসা ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছেন। এতে জিম্মার শর্ত স্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে বলে আদালত মত দেন।

এ প্রেক্ষিতে আদালত ২০২৪ সালের ৩রা নভেম্বর দেয়া জিম্মার আদেশ বাতিল করেন। তবে ভিকটিমের জিম্মা সংক্রান্ত বিষয়টি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন থাকায় এ বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশ উচ্চ আদালতের আদেশের ওপর নির্ভর করবে বলে উল্লেখ করা হয়। এদিকে, জিম্মার শর্ত ভঙ্গ করে শিশু নিয়ে আত্মগোপন করায় ফারহানা করিমের বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না-সে বিষয়ে তার নিয়োজিত আইনজীবীকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আদালত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে দ্রুত ভিকটিমকে উদ্ধার করে আদালতে উপস্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে আদেশের অনুলিপি ঢাকা পুলিশ কমিশনার ও উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গত ৭ই এপ্রিল দুপুরে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চত্বরে উপস্থিত হন লুট্রেল। লুট্রেলের অভিযোগ, শিশু সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে অজ্ঞাতস্থানে আত্মগোপনে রয়েছেন ফারহানা। সন্তানের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে এবং বিভিন্ন সময় তার কাছে অর্থ দাবি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমি চাই বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী আমার সন্তানের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হোক এবং তাকে দ্রুত আমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক। বিষয়টি নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা এবং ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

ডলি বেগম কানাডায় প্রথম বাংলাদেশি ফেডারেল এমপি

(শেষ পাতার পর)

আসন থেকে লিবারেল পার্টির প্রার্থী হিসেবে উপনির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি এ ইতিহাস গড়েন। এই জয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি-এর নেতৃত্বাধীন লিবারেল পার্টি কানাডার সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

কানাডায় ১৩ এপ্রিল সোমবার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফেডারেল উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। আজকের এই উপনির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতাসীন দল লিবারেল পার্টি অফ কানাডা কে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনের সুযোগ পাচ্ছে। এই উপনির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে অন্টারিওর ইউনিভার্সিটি-রোসডেল ও স্কারবোরো সাউথওয়েস্ট এবং কুইবেকের তেরেবোন আসনে। বর্তমান পরিস্থিতিতে লিবারেলদের মাত্র একটি আসনে জয়ের প্রয়োজন ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি' এর জন্য আজকের উপ-নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এখন তার সরকারের আইন পাস করা অত্যন্ত সহজ হবে এবং নীতিনির্ধারণে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এতে করে আগামী নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচন ২০২৯ সাল পর্যন্ত স্থিতিশীলভাবে সরকার পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

সোমবারের উপ-নির্বাচনের আগে পর্যন্ত লিবারেলরা বর্তমানে পার্লামেন্টে ১৭১টি আসন নিয়ে এগিয়ে ছিল। সম্প্রতি কনজারভেটিভ দলের এমপি মেরিলিন গ্লাডু দল পরিবর্তন করে লিবারেল দলে যোগ দেওয়ায় তাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছিল। অন্যদিকে এ উপ-নির্বাচনের ফলাফলে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডলি বেগমের জয়ের মধ্য দিয়ে লিবারেল পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা পরিস্কার হয়েছে। বর্তমানে লিবারেল পার্টির আসন সংখ্যা মোট ১৭৪টি।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক ডলি বেগম এমপি নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে গত বছর দেশটির অন্টারিও প্রাদেশিক পার্লামেন্টের নির্বাচনে এমপিপি পদে তৃতীয়বারের মতো বিজয়ী হয়েছিলেন। তখন তিনি টরন্টোর স্কারবরো সাউথওয়েস্ট নির্বাচনী আসন থেকে নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির (এনডিপি) প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। এর আগে, ডলি বেগম ২০১৮ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রথম এবং ২০২২ সালে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হয়েছিলেন। কানাডার তিন স্তরের সরকার পদ্ধতির কোনো আইন পরিষদে তিনিই প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নিউ ডেমোক্র্যাট।চলতি বছরের শুরুতে দীর্ঘদিনের লিবারেল দুর্গ হিসেবে পরিচিত স্কারবরো সাউথওয়েস্ট নির্বাচনী আসনটি সাবেক মন্ত্রী বিল ব্লেয়ারের বিদায়ের পর কার্যত শূন্য হওয়ায় ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টির হয়ে মনোনয়ন পেয়েছিলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডলি বেগম।

ডলি বেগম তার আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে লিবারেল দলে যোগ দেয়ার কারণ হিসেবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি গত সাত বছর ধরে স্কারবরো সাউথ-ওয়েস্টের মানুষের জন্য লড়াই করেছি। তবে দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে আমার মনে হয়েছে, আরও শক্তিশালী ও স্বাধীন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কাজ করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির নেতৃত্বে আমি সেই লক্ষ্য অর্জন করতে চাই।'তিনি জানান, জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো, সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করা এবং কানাডাকে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি প্রস্তুতকানাডার স্কারবরো সাউথওয়েস্ট আসনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ডলি বেগমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, ডলি বেগমের এই বিজয় তার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, নেতৃত্ব এবং জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। তিনি উল্লেখ করেন, ডলি বেগম তার কমিউনিটির উন্নয়নে দৃঢ়ভাবে এবং কার্যকরভাবে লড়াই করে আসছেন। কার্নি আরও বলেন, ডলি বেগমের অক্লান্ত কণ্ঠস্বর, অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্ব ভবিষ্যতে একটি শক্তিশালী ও আরও ন্যায়ভিত্তিক কানাডা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।উল্লেখ্য, ডলি বেগমের বাড়ি বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের মনু নদের পাড়ে। বাবা রাজা মিয়া এবং মা জবা বেগমের হাত ধরে মাত্র ১২ বছর বয়সে পাড়ি জমান কানাডায়। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক শেষ করে তিনি লন্ডনের বিশ্বখ্যাত ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউ-সিএল) থেকে উন্নয়ন প্রশাসন ও পরিকল্পনায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট প্রশ্নে বিভাজন

(প্রথম পাতার পর)

বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের কথাও জানিয়েছে তারা। কর্মসূচির প্রেক্ষাপট ও দাবি জামায়াত-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, জুলাই সনদ সংসদের আলোচ্যসূচিতে থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি নেই। সে কারণেই সংসদের পাশাপাশি রাজপথে চাপ সৃষ্টির কৌশল নেওয়া হয়েছে। ৬ এপ্রিল জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বলেন, জনগণের রায় বাস্তবায়নের জন্য বিরোধী দল সংসদ থেকে জনগণের কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার ভাষায়, ৪ এপ্রিলের কর্মসূচির মধ্য দিয়েই রাজপথের আন্দোলন শুরু হয়েছে। পরে ৭ এপ্রিল গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে সারা দেশে সাত দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে ১১ দল। কর্মসূচির মধ্যে গণসংযোগ, লিফলেট বিতরণ, সেমিনার ও বিক্ষোভ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রসঙ্গত, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে চারটি বাতিল এবং ১৬টি এখনই বিল আকারে না আনার সুপারিশ করেছে সংসদের বিশেষ কমিটি। ফলে এই ২০টি অধ্যাদেশের কার্যকারিতা থাকছে না। এতে আপত্তি জানিয়েছে বিরোধী দল। গণভোটে বিপুল সমর্থন পাওয়ার পরও সরকার গণরায় বাস্তবায়নে গড়িমসি করছে বলে তাদের অভিযোগ। তাদের দাবি, এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এ কারণেই দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক কর্মসূচির দিকে যাচ্ছে ১১ দলীয় জোট। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের চার জন নেতার সঙ্গে কথা বলে বিরোধী দলের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান বলেন, “বিগত পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের দমন-পীড়নের মধ্যেও আমরা রাজপথ থেকে পিছপা হইনি। এবারও সংসদের ভেতরে ও বাইরে গঠনমূলক বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছি। সংসদে সরকারের অসঙ্গতি তুলে ধরছি, পাশাপাশি রাজপথেও ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচি চলছে। আগামী দিনে জোটগতভাবে সরকার-বিরোধী আন্দোলন আরও বেগবান করা হবে। শুধু ১১ দলীয় জোট নয়, অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিও আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে বলে আশা করছি। তবে আমাদের সব কর্মসূচিই শান্তিপূর্ণ হবে।” জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদিব বলেন, “পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে আমাদের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হবে।” অপরদিকে বিরোধী দলের গঠনমূলক আন্দোলনে বাধা দেওয়া হবে না জানিয়ে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমান বলেন, “ধ্বংসাত্মক কোনও কর্মসূচি হলে তা অবশ্যই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দেখবে।”

নিরাপত্তা ঝুঁকি ও বিশেষজ্ঞ মত : রাজনৈতিক এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, রাজনৈতিক কর্মসূচি বা আন্দোলন সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়, ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এ কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. তৌহিদুল হক বলেন, “গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের আন্দোলন-সংগ্রামের অধিকার রয়েছে। তবে আন্দোলনে যাওয়ার আগে বিদ্যমান সব গণতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উপায় কাজে লাগিয়ে সমস্যার সমাধানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত। বর্তমান সরকারের স্বল্প সময়ের মধ্যেই আবার আন্দোলনের পরিস্থিতি তৈরি হলে অন্য কোনও শক্তি সেই সুযোগ নেওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, যা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলবে।” তিনি আরও বলেন, আন্দোলন প্রায়ই সংঘাত, সহিংসতা ও জনভোগান্তির কারণ হয়। তাই সংলাপ ও আলোচনার মধ্য দিয়েই সংকট সমাধানের চেষ্টা করা দরকার। আন্দোলন হলেও সেটি অবশ্যই গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় পরিচালিত হওয়া উচিত।

সতর্ক অবস্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী : পুলিশ সদর দফতরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, “রাজনৈতিক আন্দোলন বিরোধীদল চালাতেই পারে। এটা তাদের অধিকার। সুষ্ঠুভাবে কর্মসূচি পালন করলে পুলিশ নিরাপত্তা দেবে। তবে আন্দোলনকে ঘিরে কোনও ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে তা কঠোরভাবে দমন করা হবে। সার্বিকভাবে, বিরোধী দলগুলো সরকারের বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরে জোটগত আন্দোলন আরও বেগবান করার ঘোষণা দিলেও সরকারি দল এখন পর্যন্ত বাধা না দেওয়ার নীতিতে অটল রয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক এই পাল্টাপাল্টি অবস্থানের মধ্যে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

সরকার ও বিরোধী জোটে টানাপড়েন ক্রমেই তীব্র হচ্ছে

সরকার গঠনের মাত্র দুই মাসের মাথায় ক্ষমতাসীন দল বিএনপি এবং বিরোধী জোট জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির নেতৃত্বাধীন শক্তিগুলোর মধ্যে দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। বিশেষ করে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশগুলো সংসদে বিল আকারে পাস না করা, পাস হওয়া বিলগুলোতে সংশোধনী এনে বিরোধীদের মতামত উপেক্ষা করা এবং গণভোটের প্রশ্নে সরকারের অবস্থান- এসব ইস্যুকে ঘিরে রাজনৈতিক অচলাবস্থার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।ক্ষমতাসীন বিএনপির বক্তব্য, যেসব অধ্যাদেশ এখনো পাস হয়নি, সেগুলো নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী জোটের অভিযোগ, জুলাই সনদ ও গণভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সরকার কার্যত জনরায়কে অস্বীকার করছে। তাদের মতে, অতীতে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে দলীয়করণের অভিযোগ ছিল, বিএনপিও একই পথে হাঁটছে। সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, সরকার গঠনের সূচনালগ্নেই এমন মতবিরোধ রাজনীতির জন্য অশনিসঙ্কেত হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে সজ্ঘাতের দিকে গড়াতে পারে। গণভোট প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, এ বিষয়ে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই। ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত গণভোটের বৈধতা আদালতে বিচারাধীন এবং আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। অন্যদিকে আইনমন্ত্রী মো: আসাদুজ্জামান বলেছেন, সংসদে বিল পাসের মাধ্যমে বাতিল হওয়া অধ্যাদেশগুলো পরবর্তী সময়ে যাচাই-বাছাই করা হবে। সরকারি দলের নেতারা দাবি করছেন, রহিত হওয়া সাতটি অধ্যাদেশের মধ্যে মানবাধিকার কমিশন আইন, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ আইন, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় আইনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আরো বিস্তৃত পরামর্শ ও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বিরোধী শিবিরের অবস্থান আরো কঠোর। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘এটি কোনো একক দল বা জোটের বিষয় নয়- এটি বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ও শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়, সেজন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব। যেকোনো অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধেই আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব।’

রোববার ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (আইডিইবি) মুক্তিযোদ্ধা মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা: শফিকুর রহমান উল্লেখ করেন, সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিএনপি একতরফা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয়করণের মাধ্যমে বিএনপি নিজেদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও লঙ্ঘন করছে। একই সাথে তিনি ভবিষ্যতে ‘ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয়’ এবং ‘জনগণের বিজয়’ নিশ্চিত করতে দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেন, দেশে আবার কোনো স্বৈরাচারী বা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। তার দাবি, জনগণের বড় অংশের রায় উপেক্ষা করলে সরকারকে গ্রহণযোগ্যতা সঙ্কটে পড়তে হবে। রাজনৈতিক অঙ্গনে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সময়ের সাথে সাথে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিভাজনরেখা আরো স্পষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটের মধ্যে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য, বিবৃতি এবং রাজনৈতিক অবস্থান ক্রমেই সজ্ঘাতমুখী হয়ে উঠছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ও প্রচারযুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্কের টানাপড়েন নতুন নয়; এর সূত্রপাত কয়েক বছর আগে থেকেই। তবে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এই সম্পর্কের টানাপড়েন নতুন মাত্রা পায়। গণভোটের সময়সূচি এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রশ্নে তখন থেকেই দুই দলের মধ্যে প্রকাশ্য মতবিরোধ দেখা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠপর্যায়েও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে কয়েকটি স্থানে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, যা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করেছে। রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশের রাজনীতি বর্তমানে একটি রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতায় বিএনপি এবং বিরোধী অবস্থানে জামায়াতে ইসলামী- এই নতুন বাস্তবতায় রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা অনিবার্যভাবে তীব্র হচ্ছে। তবে তারা মনে করেন, গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক রূপান্তরকে টেকসই করতে হলে উভয় পক্ষকেই দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম বলেন, পূর্বের রাজনৈতিক সমীকরণ- যেখানে বিএনপি ও জামায়াত একসাথে বৃহত্তর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিত- বর্তমানে আর কার্যকর নেই। ফলে অভ্যন্তরীণভাবে নতুন ক্ষমতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, সরকার গঠনের পর রাজনৈতিক বাস্তবতা বদলে যাওয়ায় মতবিরোধ আরো বাড়তে পারে, এমনকি সহিংসতার ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে। ইতোমধ্যে জুলাই সনদসহ বিভিন্ন ইস্যুতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে আস্থার ঘাটতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় জারি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অধ্যাদেশ পাস না করা বা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েও রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র আলোচনা-সমালোচনা চলছে। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ-সবখানেই এই ইস্যু নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। ফলে বিএনপির সাথে জামায়াত-এনসিপিসহ বিরোধী দলগুলোর দূরত্ব আরো বাড়ছে। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার মন্তব্য করেন, বিএনপি অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়নি। তিনি মনে করেন, সরকারের নেয়া জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, বিএনপির সাথে তাদের কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করা এবং গণভোটের প্রশ্নে অস্বীকৃতির কারণেই দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তার অভিযোগ, বিএনপি আওয়ামী লীগের পথ অনুসরণ করছে এবং দেশকে আবার এককেন্দ্রিক শাসনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

অন্যদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেন, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে আদর্শিক পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। তবে এই পার্থক্য যেন কোনোভাবেই সজ্ঘাতে রূপ না নেয়, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমেই সব রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। সার্বিক পরিস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে, জুলাই সনদ ও গণভোটকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে বিভাজন তৈরি হয়েছে, তা কেবল নীতিগত মতপার্থক্যে সীমাবদ্ধ নেই- বরং এটি ক্রমেই ক্ষমতার প্রতিযোগিতা, আস্থার সঙ্কট এবং সম্ভাব্য সজ্ঘাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সঙ্কট সংলাপের মাধ্যমে নিরসন হবে, নাকি আরো গভীর রাজনৈতিক অচলাবস্থার দিকে দেশকে ঠেলে দেবে।

গণভোটের রায় ইস্যুতে সংসদের উত্তাপ রাজপথে : জুলাই জাতীয় সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সংস্কারে অনুষ্ঠিত গণভোটের রায়কে কেন্দ্র করে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে আস্থার সঙ্কটের পাশাপাশি রাজপথে পাল্টাপাল্টি অবস্থানের আশঙ্কা তৈরি করেছে। সম্পর্কের সমীকরণ দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ আন্দোলনের দিকে মোড় নিচ্ছে। সংসদের বিরোধী দল বলছে, দায়িত্বশীল জায়গা থেকে বিরোধী দল চুপ থাকতে পারে না। গণভোটের রায় কার্যকর না হলে আবারো দেশে ফ্যাসিবাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে। গণভোটের রায় যেভাবে হোক কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছে তারা। অন্যদিকে সরকারি দল বিএনপি বলছে, অন্তর্বর্তী সরকার যে অধ্যাদেশের ভিত্তিতে ১২ ফেব্রুয়ারি দেশে গণভোট আয়োজন করেছে, তার কার্যকারিতা আর নেই। তাই এরই মধ্যে সেই অধ্যাদেশ বাতিলের সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি। এ ছাড়া বিরোধীরা দাবি জানালেও সংবিধান সংস্কার পরিষদ অস্তিত্বহীন। এর কোনো আইনি ভিত্তি নেই। তবে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে সংবিধান সংশোধন জরুরি। এ জন্য সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করা হবে। একইসাথে আন্দোলনের নামে কেউ যদি মব সৃষ্টির পাঁয়তারা করতে চায়, তাহলে সেটি শক্ত হাতে দমনেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছে সরকারি দল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার গণভোট অধ্যাদেশ বাতিল করলে পুরো গণভোট অবৈধ হয়ে যাবে। এ ছাড়া গণভোট এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের বৈধতা নিয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। ফলে বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে একধরনের আইনি জটিলতাও তৈরি হয়েছে। এতে সবকিছু মিলে দেশে বড় ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। ফলে জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ গণভোট প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় বড় ধরনের রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত হবে। তারা বলছেন, গণভোট, সংবিধান সংস্কার পরিষদ ইস্যুতে সংসদের উত্তাপ গড়াবে রাজপথে।

সূত্র মতে, এরই মধ্যে গণভোটের আলোকে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের দাবিতে গেল শনিবার বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) ১১ দলীয় জোট। সমাবেশে তারা বলছে, সংবিধান সংস্কারে দেশের জনগণ জুলাই আদেশ বাস্তবায়নের জন্য গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে রায় দিয়েছে। কিন্তু সরকারি দল বিএনপি সংবিধান সংস্কার না করে তাদের পছন্দমতো কিছু বিষয় সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি জনরায়কে উপেক্ষা করা। এ কারণে ন্যায্য দাবি আদায়ে প্রয়োজনীয় কর্মসূচির মাধ্যমে দাবি বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করা হবে বলে তারা জানান। জানা গেছে, জুলাই জাতীয় সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সংস্কারে অনুষ্ঠিত গণভোটের রায় বাস্তবায়নে সরকারকে চাপে রাখতে সংসদের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় ঐক্য। সংসদে দাবি জানানো, মুলতবি প্রস্তাব দেয়া ও ওয়াকআউটের পাশাপাশি রাজপথে ধারাবাহিক এ কর্মসূচির প্রস্তুতি নিচ্ছে জোটটি। আন্দোলনের রূপরেখায় আছে সংসদে সরব থাকা, প্রয়োজনে ওয়াকআউট করে প্রতিবাদ জানানো, সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ। পাশাপাশি জনমত গঠনে সভা-সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, প্রচারপত্র বিলি ও গণসংযোগের মতো কর্মসূচিগুলোও হাতে নেয়া হয়েছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের দাবিতে এরই মধ্যে সাত দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ১১ দলীয় ঐক্যজোট। ৯ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচি আগামী ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে পালিত হবে। বিরোধী জোটের মুখপাত্র ও জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, সাবেক এমপি হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, দাবি আদায়ে বিরোধী জোট সংসদের পাশাপাশি রাজপথেও সরব থাকবে। গণভোট বাস্তবায়িত না হলে দেশে আবারো ফ্যাসিবাদ ফিরে আসবে। দেশের জনগণ সেটি আর হতে দিবে না। জনমত গঠনে লিফলেট বিতরণ, সেমিনার, গণসংযোগ ও মিছিলের মতো কর্মসূচি থাকবে বলে তিনি জানান। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ১১ দলের শীর্ষ এক নেতা বলেন, সরকার গণভোটের রায় মেনে সংস্কার বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে। কোনো অবস্থায় জনগণের রায়কে অগ্রাহ্য করার সরকারি সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া হবে না। পাশাপাশি বিএনপির বাইরে আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে এ আন্দোলনে পাশে পাওয়ার চেষ্টা চলছে। এদিকে ৬ এপ্রিল জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় জামায়াতে ইসলামীর আমির ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ডা: শফিকুর রহমান বলেছেন, জনগণের রায় বাস্তবায়নের জন্য বিরোধী দল সংসদ থেকে জনগণের কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার ভাষায়, ৪ এপ্রিলের কর্মসূচির মধ্য দিয়েই রাজপথের আন্দোলন শুরু হয়েছে। তিনি বলেছেন, সরকার তাদের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এ কারণেই দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক কর্মসূচির দিকে যাচ্ছে ১১ দল। এ ছাড়া জাতীয় সংসদে গণভোট প্রসঙ্গে বিরোধীদলীয় নেতা একাধিকবার বলেছেন, যে গণভোটের পক্ষে আমরা সবাই একসাথে কাজ করেছি, আসুন কোনো বিতর্ক ছাড়াই সেই গণভোট মেনে নিই। গণভোটের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংস্কার কাঠামো গড়ে তোলা হোক।

নিউইয়র্ক সিটিতে নতুন ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ করলে জরিমানা

নিউইয়র্ক: সিটির ট্রাফিক নিয়মে নতুন একটি পরিবর্তন কার্যকর হয়েছে, যা না মানলে চালকদের গুনতে হতে পারে জরিমানা। এখন আর পথচারীদের দ্রুত হাঁটার জন্য হর্ন বাজিয়েও পার পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে যেসব মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল বা স্টপ সাইন নেই, সেখানে চালকদের আরও ধৈর্য ধরতে হবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, চালক ও সাইকেল আরোহীদের অবশ্যই পথচারীদের পুরোপুরি রাস্তা পার হতে দিতে হবেড়একদম এক পাশের ফুটপাত থেকে অন্য পাশের ফুটপাত পর্যন্ত; অর্থাৎ, আগে যেমন অনেকেই পথচারী গাড়ির সামনে দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই গাড়ি চালিয়ে দিতেন, এখন আর তা করা যাবে না। পথচারী পুরোপুরি রাস্তা পার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

Rules of the City of New York-এ বলা হয়েছে: চিহ্নিত বা অচিহ্নিত ক্রসওয়াক, যেখানেই হোক, পথচারী রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ি ও সাইকেল চালকদের থামতে হবে। যদি সেখানে ট্রাফিক সিগন্যাল বা পথচারী সিগন্যাল না থাকে বা কাজ না করে, তাহলে চালকদের থেমে থাকতে হবে যতক্ষণ না পথচারী পুরো রাস্তা পার হয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, এই নিয়ম অমান্য করলে জরিমানা করা হবে। এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দুর্ঘটনা কমানো।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

রাজনীতিবিদদের প্রত্যাশা

(প্রথম পাতার পর)

উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। শহর থেকে গ্রাম সব জায়গায়ই একই দৃশ্য। প্রায় প্রতিটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে দিনটিকে বিশেষভাবে বরণ করা হচ্ছে। নতুন বছর নিয়ে দেশের রাজনীতিবিদরা নানা পরিকল্পনা করেছেনড় বিশেষ করে আগামীর বাংলাদেশকে কেমন দেখতে চান। এ বিষয়ে বাংলা ট্রিবিউনের সঙ্গে কথা বলেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। তারা বলেন, একটি অহিংস বাংলাদেশ দেখতে চান। বৈশ্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজনৈতিক ঐক্য কামনা করেন তারা। এছাড়া সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত বৈষমহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা নেতাদের। নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, নতুন বছর আসে, পুরোনো চলে যায়। তবে এতেই দিনের গুরুত্ব কমে যায় না। নতুন বছরে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। কারণ গেল বছরের শেষটা আমাদের ভালো যায়নি। সংসদের প্রথম অধিবেশনের দিন থেকেই অন-াকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে। অধ্যাদেশগুলো পাস হচ্ছে না। চব্বিশের জুলাইকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ঐক্যটা আর নেই। তাই নতুন বছরে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের বদলে ইতিবাচক ধারাকে উৎসাহিত করতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়তে হবে।

বিএনপির স্বনির্ভর বিষয়ক সহ- সম্পাদক নিলুফার চৌধুরী মনি বলেন, বাংলা নববর্ষ আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্য। কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে দিনটি নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে নানা আয়োজন থাকে। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নতুন বছরে মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি যেতে চাই। আমাদের গণতন্ত্র বহুদিন ধরেই নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তখন পহেলা বৈশাখে তো এ নিয়ে বড় প্রত্যাশা থাকবেই। আশা করি, নতুন বছরে আমাদের গণতন্ত্র আরও সুসংহত হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, প্রথমে সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। যেকোনও নতুন বিষয়ে মানুষের আগ্রহ থাকে বেশি। নতুন বছরে আমরা চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যাশিত বাংলাদেশের বাস্তবায়ন দেখতে চাই। সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জুলাই সনদের অনেক কিছুই বাতিল করেছেড় যা মানুষের মনে আঘাত দিয়েছে। আমরা মনে করি, সরকারের এখনও গণরায়কে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ আছে। নতুন বছরে সরকার সবাইকে নিয়ে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলবে সেই প্রত্যাশা।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, নতুন বছরে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, একটি ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার রক্ত ঝরেছে। তবে সেই রক্ত সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতায় যাওয়া সরকার গণভোটের রায়কে প্রত্যাখ্যান করেছেড় যা শহীদদের প্রতি অবজ্ঞার শামিল। নতুন বছরে জুলাইয়ের চেতনাকে বাস্তবায়নের পাশাপাশি একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠবে, সে প্রত্যাশা করছি। আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, আমার প্রত্যাশা নতুন কিছু না, শুধু একটু পরিবর্তন চাই। বৈশাখের প্রথম দিন থেকে আজকের দিনটা যেন একটু ভালো হয়। কাল যা পারিনি, আজ যেন তা পারি। ভুল শুধরে নিয়ে যেন শুদ্ধতার পথে চলতে পারি। আগামী দিনের বাংলাদেশটা এমন হোকড় যাতে এই দেশে জন্মেছি বলে আমাদের মনে কোনো আক্ষেপ না থাকে। এমন একটা দেশ যেখানে সব নাগরিকের মাঝে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সম্প্রীতি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় যেন ন্যূনতম জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠে। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ বলেন, সারা বিশ্ব আজ গভীর সংকটকাল অতিক্রম করছে। ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি যুদ্ধ গোটা বিশ্বকে অস্থির করে তুলেছে। তীব্র জ্বালানি সংকটে বাংলাদেশসহ সারা দু-নয়ায় অর্থনৈতিক সংকট বাড়ছে। শিল্প-কৃষি, বাণিজ্যসহ খাদ্য নিরাপত্তা হুমকিতে। এই যুদ্ধের রেশ চলবে গোটা বছরজুড়ে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে বাংলা নববর্ষ। সারা দেশের মানুষ ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে এই নববর্ষ উদযাপন করবে। কিন্তু এরই মধ্যে উগ্র ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর চাপে, নববর্ষের শোভাযাত্রাকে বিগত অন্তর্বর্তী সরকার 'আনন্দ শোভাযাত্রা' বানিয়েছিল। এবারে নির্বাচিত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রী প্রথমে বর্ষবরণে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' অনুষ্ঠানের কথা বললেও শেষে আবার 'বৈশাখী শোভাযাত্রা' করার ঘোষণা দিয়েছে। মৌলবাদী গোষ্ঠীর দাবি 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' নাকি হিন্দুয়ানী শব্দ, ফলে এটা পরিবর্তন করতে হবে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন 'মোটিফ' তৈরিতেও বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে। জনমনে প্রশ্ন 'মঙ্গল' যদি হিন্দুয়ানী হয় তাহলে 'মঙ্গলবার', 'মঙ্গল গ্রহ' এগুলোও কি পরিবর্তন করতে হবে?

এছাড়া নববর্ষের প্রাক্কালে চিহ্নিত ধর্মান্ধ গোষ্ঠী ১১ এপ্রিল কুষ্টিয়ায় পীরের দরবারে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করে পীরকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। ১০ এপ্রিল খোদ রাজধানীতে শাহবাগ থানার সামনে ট্রান্স জেন্ডারদের ওপরও একই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হামলা করেছে। ২০২৪ এর জুলাই আন্দোলনের পর সারা দেশে শতাধিক পীরের মাজার, বাউল আখড়া, ভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বীদের ওপর হামলা করেছে। মাজার, দরগা, আখড়া ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করেছে। ৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে। একই মুসলিম ধর্মাবলম্বী ভিন্ন মতের ওপরও অপর অংশ হামলা, হত্যা করেছে। এতে ভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। দেশে এক মবের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। নববর্ষে আমরা ওইসব মব সন্ত্রাস, ভিন্ন ধর্ম, জাতি ও মতের মানুষের মধ্যে আবহমানকাল চলে আসা সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে উঠুক এই প্রত্যাশা করি। রাষ্ট্র, সরকার সকল মত-পথ, ধর্ম-বর্ণ, জাতির মানুষ তথা সব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এটাই কাম্য। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, বাংলা নববর্ষে সারা দেশের সব মানুষেরই ছোট্ট একটি প্রত্যাশা থাকেড় সবার মঙ্গল হোক। সব ধরনের গ্লানি দূর করে সবার মধ্যে সহ-নশীলতা তৈরি হবে। নতুন বছরে আমারও সেই প্রত্যাশা। বিএনপির নেতা ও লক্ষ্মীপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য শাহাদাত হোসেন সেলিম বলেন, দীর্ঘ দিন পর আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। নতুন বছরে প্রত্যাশা, গণতন্ত্র চর্চা যেন আরও সুসংহত হয়। এছাড়া সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ যেন গড়তে পারি। আর বৈশ্বিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সফলভাবে সবকিছু মোকাবিলার প্রত্যাশা থাকবে। খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির আহমদ আলী কাসেমী বলেন, বাংলা নববর্ষের দেশের সব মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বার্তা দেয়। আমরা মনে করি, নতুন বছরে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা তৈরি হয়। তবে আমাদের সংস্কৃতি চর্চা যেন সুস্থ ধারার হয়। তিনি বলেন, চব্বিশের জুলাই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন বাংলাদেশের পথরেখায় চলছি। তবে সরকার গণভোটের রায়কে বাস্তবায়ন না করতে নানা রকম অপচেষ্টা করছি। ভিন্নমত থাকলেও আমরা যেন সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি। নতুন বছরে সেটাই প্রত্যাশা।

হজ ভিসা নিয়ে সৌদি আরবের নতুন সিদ্ধান্ত

(শেষ পাতার পর)

প্রযোজ্য হবে জানিয়েছে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় রোববার (১২ এপ্রিল) এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানায়, হজ পালনের জন্য সরকারিভাবে অনুমোদিত একমাত্র উপায় হলো হজ ভিসা। সৌদি গেজেটের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত ভিজিট ভিসা, ট্রানজিট ভিসা, ওমরাহ ভিসা কিংবা টুরিস্ট ভিসা দিয়ে কেউ হজের আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নিতে পারবেন না। এসব ভিসাধারীদের হজের অনুমতি দেয়া হবে না। সৌদি আরবের ভেতরে বসবাসরত নাগরিক এবং প্রবাসীদের জন্য নিয়ম কিছুটা ভিন্ন। তাদের ক্ষেত্রে 'নুসুক' অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বুকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে হজের অনুমতিপত্র বা পারমিট সংগ্রহ করতে হবে।

হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় বলেছে, হজের জন্য সব ধরনের অফিসিয়াল রিজার্ভেশন বা বুকিং শুধুমাত্র অনুমোদিত মাধ্যমগুলোর মাধ্যমেই করতে হবে। কোনো ধরনের অননুমোদিত বা ভুয়া চ্যানেলের মাধ্যমে হজের বুকিং না করার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করেছে মন্ত্রণালয়। এদিকে এবার হজযাত্রীদের টিকিটপ্রতি ১২ হাজার টাকা করে কমানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত। রোববার (১২ এপ্রিল) গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এবার কোনো চার্টার্ড ফ্লাইট পরিচালনা ছাড়াই ৭৮ হাজারের বেশি হজযাত্রীকে পরিবহন করা হচ্ছে। আর হজযাত্রায় টিকেট প্রতি ১২ হাজার টাকা খরচ কমানো হয়েছে। এ বছর বাংলাদেশ থেকে মোট ৭৮ হাজার ৫০০ জন হজযাত্রী পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যাবেন। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ২৬০ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৭২ হাজার ৩৪৪ জন হজযাত্রী নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit
Munir Ahmed EA, MBA
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্রে ডিপোর্টেশন বাড়ছে

(শেষ পাতার পর)

সঠিক নয়। তার মতে, বিভিন্ন ধরনের আবেদন খারিজ হলেও অভিবাসীদের ইমিগ্রেশন কোর্টে ডাকা হতে পারে। ফলে ডিপোর্টেশনের ঝুঁকিও বাড়ছে।

নরেশ গেহি পরামর্শ দিয়ে বলেন, কোনো ইমিগ্রেশন কেস দাখিল করার আগে অবশ্যই অভিজ্ঞ ও দক্ষ আইনজীবীর মাধ্যমে তা যাচাই করা উচিত। তিনি বলেন, অনেকেই অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা প্যারালিগালের মাধ্যমে কাগজপত্র জমা দেন, যা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কারণ, কেস দুর্বল হলে তা খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং পরে ইমিগ্রেশন জজের সামনে যেতে হয়।তিনি আরও বলেন, "যদি শুরুতেই বোঝা যায় যে কেসের শক্ত ভিত্তি নেই, তাহলে সেটি দাখিল না করাই ভালো।"

ইমিগ্রেশন কেস খারিজ হলে আদালতে হাজিরা দিতে হয় এবং পর্যাপ্ত ভিত্তি না থাকলে ডিপোর্টেশনের আদেশও আসতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি।এছাড়া তিনি জানান, কেউ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভিত্তিতে যেমন: বিয়ে, নাগরিকত্ব বা গ্রিন কার্ড নবায়নের আবেদন করে থাকলেও অবশ্যই একজন দক্ষ ইমিগ্রেশন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া জরুরি।আইনজীবী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে নরেশ গেহি বলেন, "যে কোনো আইনজীবী যদি কেস জেতার গ্যারান্টি দেন, তাহলে তাকে নিয়োগ দেওয়া উচিত নয়।" তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায় কোনো আইনজীবী ফলাফল নিশ্চিত করতে পারেন না; চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিচারকের ওপর নির্ভর করে।তিনি আরও বলেন, একজন ভালো আইনজীবী সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে পারেন, তবে ফল গ্যারান্টি দেওয়া পেশাগতভাবে সম্ভব নয়।ইমিগ্রেশন কোর্টে হাজিরার প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে তিনি জানান, প্রথম ধাপে 'মাস্টার ক্যালেন্ডার হিয়ারিং' হয়। এই শুনানির আগে আবেদনকারীকে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে এবং কাগজপত্র নিখুঁত রাখতে হবে।

আওয়ামী লীগ ২০০৮ এ জিতেছিল সমঝোতায়

(প্রথম পাতার পর)

মাসুদউদ্দিন চৌধুরী এবং ওই সময়ে ডিজিএফআইয়ের সাবেক প্রধান জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ। গ্রেফতারকৃত এই দুই সাবেক সেনা কর্মকর্তা তদন্তকারীদের জেরার মুখে তাদের নিজ নিজ কর্ম ও তাদের সহযোগীদের নামধাম ও তৎপরতা সম্পর্কে বলে চলেছেন। তাদের কথা রূপকাথা কাহিনির মতো মনে হয় যে কীভাবে তারা পুরো রাজ্যপাট দখল করে ক্ষমতায় এনে বসিয়েছিলেন এমন একজনকে, যার ন্যায্যত রাজ্যশাসনের কোনো অধিকার বা সুযোগই ছিল না। ১/১১ তাদের অমিত ক্ষমতার অধিকারী করেছিল। তারা সদ্য ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া বিএনপিকে সংসদে মাত্র ৩০টি আসন দিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল তাকে ২৩০টির বেশি আসন দিয়ে। এজন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন মাসুদ ও মামুন খালেদ গংরা। কেবল তাই নয় তারা সাথে পেয়েছিলেন তথাকথিত সুশীল সমাজের কিছু ব্যক্তিকে, দুজন সাংবাদিককেও। তারা সেনা কর্মকর্তাদের রাস্তাঘাট দেখিয়ে দিতেন, কাকে আটক করতে হবে, কাকে দেশ থেকে বের করে দিতে হবে। দুই সম্পাদক ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর সম্পদক যথাক্রমে মাহফুজ আনাম ও মতিউর রহমানের নাম এসেছে, যার বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দুই পুত্রকে গ্রেফতার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তথাকথিত এই দুই সুশীল সম্পাদক ক্ষমতার করিডোর দিয়ে ঘোরাফেরার সুবাদে ক্ষমতা রদবদলে ভূমিকা রেখে এমন ন্যাক্কারজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশের ৫৫ বছরের ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই।

দুই অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে ইতোমধ্যে কয়েক দফা রিমান্ডে নিয়ে জেরা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে বের না করা কথা হয়তো আরও আছে, যা জাতি ধীরে ধীরে জানতে পারবে। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে জিজ্ঞাসাবাদে মামুন খালেদ এক-এগারোর ষড়যন্ত্র, এর মূল পরিকল্পনাকারী ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছেন। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা মামুনের দেওয়া তথ্য যাচাইবাছাই করছেন। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, মামুন খালেদ এক-এগারোর সময় ক্ষমতাবান এগারোজনের নাম বলেছেন। সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা দাবি করেন, তিনি এক-এগারোর ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন না, ছিলেন একজন বাস্তবায়নকারী। তিনি সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ডের কথা উল্লেখ করে বলেন, ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তার কমান্ড মান্য করার কোনো বিকল্প নেই সেনাবাহিনীতে। মামুন দাবি করেন, তাঁকে ডিজিএফআইয়ে বদলি করা হয় এক-এগারোর মাঝামাঝি সময়ে। প্রথমে তিনি সেখানে পরিচালক মিডিয়া হিসেবে যোগদান করেন। পরে ফখরুদ্দীন সরকার যখন নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে তখন তাঁকে ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়। মামুন খালেদ বলেন, ফখরুদ্দীন সরকারে প্রধান উপদেষ্টাসহ বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা ছিলেন নামমাত্র। তাঁরা পুতুল ছিলেন। তিনি দাবি করেন, মিডিয়া পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদের নেতৃত্বে একটি কোর গ্রুপ এক-এগারোর সরকার পরিচালনা করত। মইন সেনা সদরে তাঁদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৈঠক করতেন বলেও দাবি করেন মামুন। তাঁর মতে, সরকার কীভাবে চলবে, কাকে গ্রেপ্তার করা হবে, কার বিরুদ্ধে নিউজ করা হবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো এই বৈঠকে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই কোর কমিটিতে কারা ছিলেন, গোয়েন্দাদের এমন প্রশ্নের উত্তরে মামুন যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন জেনারেল মইন উ আহমেদ, জেনারেল মাসুদ উদ্দিন, ব্রিগেডিয়ার বারী, ব্রিগেডিয়ার আমিন, দুর্নীতি দমন কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরী, তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন, তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার, সুজনের নির্বাহী পরিচালক বদিউল আলম মজুমদার, প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম এবং তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের প্রেস সচিব ফাহিম মুনয়েম। উল্লেখ্য ফাহিম মুনয়েম প্রেস সচিব হওয়ার আগে ডেইলি স্টারের ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মামুন জানান, কোন রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কখন কী লেখা হবে, তা ঠিক করে দিতেন প্রয়াত ফাহিম।

মামুন জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, ওই বৈঠকগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে, এক-এগারোর পুরো পরিকল্পনা কোর কমিটির দুই সম্পাদকের তৈরি। কীভাবে তাঁর এই ধারণা হলো, এমন প্রশ্নের জবাবে মামুন গোয়েন্দাদের বলেন, তিনি যে কটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তার সবগুলোতেই মইন প্রথমেই এই দুই সম্পাদককে বলতেন, আপনারা বলুন আমাদের করণীয় কী। এমন একটি বৈঠকের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মামুন বলেন, তারেক রহমান এবং দুই নেত্রীকে গ্রেপ্তারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন বাংলা দৈনিকের সম্পাদক। তাঁর সঙ্গে সম্মতি জানিয়েছিলেন ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক। মামুন দাবি করেন, কোর কমিটির অধিকাংশ সদস্যই এই গ্রেপ্তারের বিরোধিতা করেছিলেন। অনেকেই বলেছিলেন, এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হবে। কিন্তু মতিউর রহমান ও মাহফুজ আনাম তাঁদের গ্রেপ্তারের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরেন। তাঁরা দুজনেই দাবি করেন, এই তিনজনকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে না পারলে, বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক সংস্কার সম্ভব নয়। মামুন দাবি করেন, ওই বৈঠকে দুই নেত্রী এবং তারেক রহমানকে গ্রেপ্তারের আগে জনমত তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। জনমত তৈরির জন্য দুই সম্পাদক এবং তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের প্রেস সচিব দায়িত্ব নেন। এরপরই প্রথম আলোর সম্পাদক তাঁর নিজের নামে প্রথম পাতায় 'দুই নেত্রীকে সরে যেতে হবে' শিরোনামে মন্তব্য প্রতিবেদন লেখেন। মামুন দাবি করেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির পরিকল্পনাও দুই সম্পাদকের। তাঁর মতে, বিএনপির তৎকালীন মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে মতিউর রহমানের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। দুজনই বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেই সুবাদে মান্নান ভূঁইয়াকে সংস্কারের পক্ষে রাজি করাতে ভূমিকা রাখেন মতিউর রহমান। এক-এগারোর পরপরই প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার বিএনপিতে বেগম জিয়ার বিরোধীদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে তাঁদের লাইমলাইটে আনার চেষ্টা করেন। মামুনের মতে, আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্তর সঙ্গেও মইনের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন মতিউর রহমান। সেই সময় তাঁরাও সংস্কারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন।

মামুন দাবি করেন, ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন এই দুই সম্পাদক। তাঁর মতে, মইন সে সময় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন না নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এই দুই সম্পাদক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি করে মিটিংয়ে আসতেন। দুই সম্পাদকই সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজদের তালিকা তৈরি করেছিলেন বলে মামুন জানিয়েছেন। মামুন বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক্সিট প্ল্যান নিয়ে মইনের সঙ্গে বারী ও আমিনের বিরোধ হয়। এ সময়ে সেনাবাহিনীর মধ্যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেনাসদস্যরা ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। মামুন বলেন, জেনারেল মইনের ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর এক-এগারো সরকারের পরিকল্পনা পরিবর্তন হতে শুরু করে। এই সময়ে উপদেষ্টা পদ থেকে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনের পথে হাঁটতে শুরু করে।

মুখ খুলেছেন অব: লে: জে: মাসুদ চৌধুরী: বেগম জিয়া ও তারেককে গ্রেপ্তারের চাপ দেন দুই সম্পাদক

১/১১'র অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তি লে. জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী মুখ খুলেছেন। গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ১/১১তে তার ভূমিকা, তার সঙ্গে তৎকালীন সেনাপ্রধানের মতবিরোধ এবং এক্সিট প্ল্যান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। একাধিক গোয়েন্দা সূত্র এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেছেন, সেনাবাহিনী বেগম জিয়া এবং তারেক রহমানকে গ্রেপ্তারের পক্ষে ছিল না। কিন্তু সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা, বিশেষ করে, দুই সম্পাদক তাদের গ্রেপ্তারের জন্য রীতিমতো চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচন হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সমঝোতার ভিত্তিতে। মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, এই সমঝোতার কারণেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে তাকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে বহাল রাখে। ব্রিগেডিয়ার বারী এবং আমিনকে বিদেশে যেতে দেওয়া হয়, সেনাপ্রধান হিসেবে জেনারেল মইনকে বহাল রাখা হয়। গত ১১ এপ্রিল এক-এগারোর আলোচিত লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর ফের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। গোয়েন্দা সংস্থার একাধিক কর্মকর্তা জানান, তাকে মূলত ২০০৭ সালের ১/১১'র ষড়যন্ত্র নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে মাসুদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।

সেনাপ্রধান হতে না পারার ক্ষোভ থেকেই বিএনপি বিরোধী অবস্থান: প্রায় তিন সপ্তাহের জিজ্ঞাসাবাদে মাসুদ সেনাবাহিনীর ভূমিকা এবং এক এগারোর ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার ভাই সাঈদ এস্কান্দার, মইন উ আহমেদ এবং তিনি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে একসঙ্গে কমিশন করেন। এটা ছিল বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির প্রথম ব্যাচ। কমিশনের পর তিনি (জেনারেল মাসুদ) কিছুদিন রক্ষীবাহিনীতে প্রেষণে দায়িত্ব পালন করেন। সেই সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। অনেক সেনাসদস্যকে রক্ষীবাহিনীতে সংযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এটাই তার পেশাগত জীবনে বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে দাবি করেন জেনারেল মাসুদ। তিনি বলেন, ২০০৫ সালের মে মাসে নতুন সেনাপ্রধান নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তিনি বলেন, সেনাপ্রধান হওয়ার জন্য আমিই ছিলাম সবচেয়ে যোগ্য। কিন্তু বিএনপি সরকার তার বদলে সাতজনকে টপকে জেনারেল মইন উ আহমেদকে সেনাপ্রধান করে। মাসুদ এটা মেনে নিতে পারেননি। এখান থেকেই তার মধ্যে বিএনপির প্রতি ক্ষোভ শুরু হয়। মাসুদ সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

একটি টেলিফোন পাল্টে দেয় সবকিছু : মাসুদ উদ্দিন বলেন, ২০০৬ সালের শুরু থেকেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। তখন তিনি সেনাবাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডিভিশন অর্থাৎ নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি। নানা কারণেই এই ডিভিশনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ডিভিশনকে বলা হয়, সেনাবাহিনীর অন্যতম স্তম্ভ। মাসুদ বলেন, এ সময়ে তিনি একজন সম্মানিত সম্পাদকের ফোন পান। ইংরেজি দৈনিকের এই সম্পাদক তার সঙ্গে একান্তে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাসুদ চৌধুরী বলেন, সাভার সেনানিবাসে তাকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি রাজি হননি। তিনি আমাকে গুলশানের একটি বাসায় নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান। আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করি। মাসুদ বলেন, ২০০৬ এর অক্টোবরে গুলশানে একজন শিল্পপতির বাসায় আমি সস্ত্রীক যাই।

ওই শিল্পপতি দুটি প্রভাবশালী সংবাদপত্রের মালিক। সেখানে আমি আরও কয়েকজন সুশীল সমাজের প্রতিনিধির সঙ্গে পরিচিত হই। তাদের মধ্যে বাংলা দৈনিকের সম্পাদক, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, লেখক এবং বুদ্ধিজীবী ছিলেন। সেখানে দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। নৈশভোজের ফাঁকে দুই সম্পাদক এবং একজন স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী আমার সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় অংশ নেন। মাসুদ দাবি করেন, এই আলোচনায় রাজনৈতিক সংকটে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। জেনারেল মাসুদ গোয়েন্দাদের কাছে দাবি করেছেন, আমি তিনজনকেই বলি সেনাবাহিনী চলে চেইন অব কমান্ডে, তাই এ বিষয়ে সেনাপ্রধানের সঙ্গে তাদের আলোচনা করা উচিত। তারা মাসুদকে জানান, সেনাপ্রধানের সঙ্গে তাদের কথা হয়েছে। তিনি আপনার ভূমিকা নিয়ে নিশ্চিত নন। মাসুদ বলেন, এ সময় আমি বলি সেনাপ্রধান সেনাবাহিনী এবং দেশের স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত নেবে আমি তা পালন করব।

সেনাপ্রধানের ফোন : রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বলেছেন, ওই নৈশভোজের এক দিন পরই সেনাপ্রধান আমাকে ফোন করেন এবং জরুরি বৈঠকের জন্য সেনা সদরে আসতে বলেন। মাসুদ বলেন, মইন তার ভালো বন্ধু হলেও সেনাপ্রধান হওয়ার পর তার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। তবে সেনা সদরের বৈঠকে তাদের দূরত্ব কমে যায়। ওই বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। মইন তাকে জানান যে, আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করবে না। মাসুদ এই তথ্য বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেন, ২২ জানুয়ারির নির্বাচন যদি আওয়ামী লীগ বর্জন করে তাহলে সেনাপ্রধান যে সিদ্ধান্ত নেবে তা আমি মেনে নেব। মাসুদ বলেন, এরপর দ্রুত পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে। রিমান্ডে তিনি বলেন, ৮ জানুয়ারি সেনাপ্রধানের সঙ্গে বৈঠকে আমরা ইয়াজউদ্দিনের সরকারকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করি। মাসুদ দাবি করেন, সেনাবাহিনীতে তিনি সেনাপ্রধানের চেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন। এজন্য এক এগারোর সময় তাকে সামনে রেখে মইন সবকিছু করেছিলেন।

সুশীলদের চাপে বেগম জিয়া, তারেক ও আরাফাতকে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত : রিমান্ডে মাসুদ উদ্দিন দাবি করেন যে, তিনি নিজে বা সেনাবাহিনী বেগম জিয়ার পরিবারকে গ্রেপ্তার করার পক্ষে ছিলেন না। কোর কমান্ডের বৈঠকে তাদের গৃহবন্দি অথবা বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বিশেষ করে, দুই সম্পাদক তাদের গ্রেপ্তারের জন্য রীতিমতো চাপ সৃষ্টি করে। মাসুদ দাবি করেন, আমি তাদের বলেছিলাম, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীতে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁকে আপামর সেনা সদস্যরা শ্রদ্ধা করে। জিয়া পরিবারকে গ্রেপ্তার করা হলে সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে বলা হয়, দুই নেত্রীকে না সরালে দেশে রাজনৈতিক সংস্কার অসম্ভব। মাসুদ বলেন, আমি তখন দুই সম্পাদকে এ বিষয়ে জনমত তৈরি করতে বলেছিলাম। এরপর দুই নেত্রীর বিরুদ্ধে দুটি সংবাদপত্র একাধিক সংবাদ প্রকাশ করে। মইনের সঙ্গে আবার বিরোধ : রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে মাসুদ দাবি করেছেন যে, রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে সেনপ্রধানের সঙ্গে তার মতবিরোধ দেখা দেয়। এক এগারোর মাঝামাঝি সময়ে মইন এরশাদের মতো রাজনৈতিক দল গঠন করে ক্ষমতা দখল করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এজন্য তিনি ফেরদৌস আহমদ কোরেশীর নেতৃত্বে একটি কিংস পার্টি গঠন করেন। মাসুদ গোয়েন্দাদের বলেছেন, কখনোই আমি রাজনৈতিক দল গঠনের পক্ষে ছিলাম না। এর পরই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নেন বলে জানান।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা : রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে মাসুদ উদ্দিন দাবি করেছেন, ২০০৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত তিনি এক এগারোর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তারপর তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন বলে দাবি করেন। এরপর তিনি রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পান।ধীশ

'সিটিভি' ২৪ ঘন্টা সম্প্রচারের প্রস্তুতি নিয়ে আসছে

(শেষ পাতার পর)

সম্প্রচারে আসছে 'কমিউনিটি টেলিভিশন-সিটিভি'। চলছে চ্যানেলটির ২৪ ঘন্টার পরীক্ষামূলক সম্প্রচার। চ্যানেলটির অ্যাপস সহ বিভিন্ন ক্যাবলে সপ্তাহের ৭ দিনই ২৪ ঘন্টা সিটিভি দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই সিটিভি অ্যান্ড্রয়েড ফোন অ্যাপসে দেখা যাচ্ছে এবং আইফোনের অ্যাপস তৈরীর কাজ চলছে। 'কমিউনিটি টেলিভিশন'-এর চীফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) সমিউল ইসলাম উপরোক্ত তথ্য জানিয়ে বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধি-কে আরো জানান, অভিবাসীদের দেশ যুক্তরাষ্ট্র। নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশাপাশি অন্যান্য কমিউনিটির পরিধি বাড়ছে। তাই কমিউনিটি-কে তুলে ধরার পাশাপাশি কমিউনিটির খবরাখবর এবং কমিউনিটি বিষয়ক নানা অনুষ্ঠান সম্প্রচার কারাই হবে 'সিটিভি'র মূল লক্ষ্য। আরো থাকবে মূলধারার খবরাখবর সহ দেশ বিদেশের খবরাখবর ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। তিনি বলেন, 'কমিউনিটির মানুষের কথা, ইতিহাস-সংগ্রামের কথা তুলে ধরবে সিটিভি। তিনি 'সিটিভি'র স্বপ্ন বাস্তবায়নে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। উল্লেখ্য, সিটিভি'র সিইও এবং প্রধান সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়েছেন প্রবাসের সিনিয়র সাংবাদিক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ।

নিউইয়র্কে ২-কে চাইল্ড কেয়ার সেবা সম্প্রসারণ

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে ২ বছর বয়সী শিশুদের জন্য চালু হতে যাওয়া ‘২-কে’ চাইল্ড কেয়ার কর্মসূচি পূর্ণ দিবস এবং সারা বছরব্যাপী পরিচালিত হবে। এ ঘোষণা দিয়েছেন সিটির মেয়র জোহরা মামদানি। কর্মজীবী অভিভাবকদের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।গত ৯ এপ্রিল ব্রাউনসভিল এলাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে মেয়র জানান, অধিকাংশ ২-কে সেবাদানকারী কেন্দ্র সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূর্ণ কর্মদিবস এবং সারা বছর খোলা থাকবে। প্রাথমিক পর্যায়ে চালু হওয়া ২ হাজার আসনের বেশিরভাগই চলতি শরৎ থেকেই এই সম্প্রসারিত সময়সূচির আওতায় আসবে।তিনি বলেন, সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চাকরি সামলানোর পাশাপাশি বেলা ৩টার মধ্যে শিশুদের নিয়ে আসা অনেক অভিভাবকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে অনেকেই কাজের সময় কমাতে বাধ্য হন বা অতিরিক্ত খরচে বিকল্প চাইল্ড কেয়ারের ওপর নির্ভর করতে হয়।

নতুন ব্যবস্থায় অধিকাংশ ২-কে কেন্দ্র সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত, বছরে প্রায় ২৬০ দিন চালু থাকবে। এর জন্য অভিভাবকদের অতিরিক্ত কোনো ফি দিতে হবে না। বর্তমানে প্রচলিত স্কুল ক্যালেন্ডার বছরে প্রায় ১৮০ দিনের। কর্মসূচির প্রথম ধাপে পাঁচটি স্কুল ডিস্ট্রিক্টে কেন্দ্র চালু করা হবে।পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী বছর আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ১২ হাজারে উন্নীত করা হবে এবং মেয়রের প্রথম মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পুরো শহরে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে নিউইয়র্ক স্টেট গভর্ণর প্রথম দুই বছরের জন্য ৭৩ মিলিয়ন ডলার এবং অতিরিক্ত ৪২৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছে।বর্তমানে কিছু কেন্দ্র সীমিত আকারে বর্ধিত সময়ে সেবা দিলেও সেগুলো প্রয়োজন-ভিত্তিক এবং অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ। ফলে অনেক পরিবারকে বিকল্প ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়ড়যেমন আফটার-স্কুল প্রোগ্রাম, বেবিসিটার বা আত্মীয়স্বজনের সহায়তা। বিশেষ করে অনেক নারীর ক্ষেত্রে কর্মজীবন ছেড়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়।

এ প্রসঙ্গে স্কুলস চ্যান্সেলর কামার স্যামুয়েলস বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ, যা এমন একটি চাইল্ড কেয়ার ব্যবস্থা গড়ে তুলছে, যা বাস্তব জীবনের পারিবারিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও কিছু কেন্দ্র পূর্বের মতো সীমিত সময়সূচিতে পরিচালিত হতে পারে, তবে অধিকাংশ কেন্দ্রই নতুন সম্প্রসারিত মডেলের আওতায় আসবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।বিশ্লেষকদের মতে, এ উদ্যোগ শুধু চাইল্ড কেয়ার ব্যবস্থাকে সহজ করবে না, বরং কর্মজীবী পরিবারড়বিশেষ করে নারীদেরড়কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নতুন আইনে কানাডার নাগরিকত্ব লাভ আগের চেয়ে সহজ

(প্রথম পাতার পর)

ফলে এখন আগের চেয়ে সহজ হয়েছে নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ, বিশেষ করে বংশসূত্রে যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য খুলে গেছে নতুন দরজা।নতুন আইনের আওতায়, ২০২৫ সালের ১৫ ডিসেম্বরের আগে কানাডার বাইরে জন্ম নেওয়া যে কেউ যদি প্রমাণ করতে পারেন তিনি কানাডীয় বংশোদ্ভূত, তবে তিনি নাগরিকত্বের জন্য যোগ্য হবেন। আগে এই সুবিধা কেবল প্রথম প্রজন্মের সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অর্থাৎ যাদের বাবা অথবা মা সরাসরি কানাডার নাগরিক। এই পরিবর্তনের পর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী কানাডীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র খোঁজার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কুইবেকের জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভসের এক সংরক্ষণবিদ জানিয়েছেন, গত মাসে এই চাহিদা অনেক বেড়েছে। কানাডার অভিবাসন ও নাগরিকত্ব বিষয়ক ওয়েবসাইট অনুযায়ী, নাগরিকত্ব সনদ পেতে বর্তমানে প্রায় ১০ মাস সময় লাগছে।

বিশ্লেষকদের মতে, অনেকেই নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের আগ্রহ থেকে আবেদন করছেন। আবার ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্টয নির্বাচনের পর ভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশের খোঁজেও অনেকেই কানাডার দিকে ঝুঁকছেন।অটোয়াভিত্তিক নিবন্ধিত অভিবাসন পরামর্শক ক্যাসান্ড্রা ফুল্টজ বলেন, ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে কানাডায় যাওয়ার আগ্রহ ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে, যা নজিরবিহীন। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নির্বাচনের পরই সাধারণত এমন আগ্রহ দেখা যায়, তবে এবার তা দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত রয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় ৩৪ হাজার ৭০০ মার্কিন নাগরিক কানাডায় স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেয়েছেন। ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪২ হাজার ৩০০ জনে। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত প্রায় ৮ হাজার জন স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেয়েছেন।

কানাডার বাইরে বসবাসকারী কানাডীয় নাগরিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাস করেন যুক্তরাষ্ট্রে। যেসব ব্যক্তি বাবা মা এর মাধ্যমে কানাডীয় নাগরিক হয়েছেন, তাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশই যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছেন।আইন পরিবর্তনের পর এখন আরও বেশি মার্কিন নাগরিক তাদের কানাডীয় বংশপরিচয় প্রমাণের চেষ্টা করছেন। কুইবেকের জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভসের কর্মকর্তা সারা হানাহেম জানান, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে যেখানে ৩২টি আবেদন এসেছিল, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে তা বেড়ে এক হাজার ছাড়িয়েছে।তবে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ সালের পর জন্ম নেওয়া কানাডীয় বংশোদ্ভূতরাও নাগরিকত্ব পেতে পারবেন, যদি তাদের জন্মের আগে তাদের বাবা অথবা মা কানাডার নাগরিক হন অথবা অন্তত ১০৯৫ দিন কানাডায় অবস্থান করে থাকেন। ২০২৩ সালে অন্টারিও সুপিরিয়র কোর্ট অব জাস্টিস প্রথম প্রজন্মভিত্তিক নাগরিকত্বের নিয়মকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পর এই নতুন আইন কার্যকর করা হয়।

দেশে ডলারের বাজারে অস্থিরতা

(প্রথম পাতার পর)

নতুন করে ডলারের দর উঠানামা করছে। এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বাড়ায় কিছুটা বেড়েছে ডলারের দাম। যার প্রভাব দেশের বাজারেও পড়েছে। সবমিলিয়ে অন্যান্য প্রধান মুদ্রার বিপরীতে মার্কিন ডলারের অবস্থান এখন নড়বড়ে।খোলা বাজারে গত এক মাস আগে প্রতি ডলার নগদ বিক্রি হয়েছে ১২৫ টাকায়, যা গত সপ্তাহে বিক্রি হয়েছে ১২৬ টাকার কিছুটা বেশি। আর গত মাসে ছিল প্রায় ১২৪ টাকা। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংক থেকে এক টাকা বেশিতে বিক্রি করলেও সম্প্রতি দাম বাড়িয়ে দিয়েছে মানি চেঞ্জার্স প্রতিষ্ঠানগুলো। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে বিশ্বের অস্থিরতার সঙ্গে দেশেও প্রভাব পড়েছে বলে জানায় প্রতিষ্ঠানগুলো। সেই সঙ্গে ডলার সরবরাহ কমেছে। এদিকে ব্যাংকগুলোর সূত্রে দেখা গেছে, গত এক মাসে প্রতি ডলারের দাম এক টাকা বেড়েছে। এক মাস আগে ব্যাংকগুলো প্রতি ডলার ১২২ টাকা ৩০ পয়সায় বিক্রি করেছে। ৭ই এপ্রিল তা ১২৩ টাকা ৫০ পয়সায় ওঠে। তবে পরের দু’দিনে সেটা ১২৩ টাকায় নামে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রতি ডলার সর্বোচ্চ ১২২ টাকা ৭৫ পয়সায় লেনদেন হচ্ছে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে এই হার ছিল ১২২ টাকা ৩০ পয়সা। অর্থাৎ এক মাসে বৃদ্ধি মাত্র ৪৫ পয়সা। ব্যাংক-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডলারের দাম বাড়ার পেছনে মূলত চাহিদা বৃদ্ধি কাজ করেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়লেও রপ্তানি কম থাকায় সরবরাহের তুলনায় চাহিদা কিছুটা বেশি। এ ছাড়া ইরানকে ঘিরে উত্তেজনার কারণে তেলের দাম বাড়ার আশঙ্কায় ব্যাংকগুলো ফরওয়ার্ড বুকিং বাড়িয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে জুন পর্যন্ত বুকিং নেয়া হয়েছে। এতে ডলারের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে। রিজার্ভের সবশেষ তথ্য বলছে, মার্চে ইতিহাসের রেকর্ড পরিমাণ ৩৭৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার প্রবাসী আয় দেশে এসেছে। তবে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আমদানি বৃদ্ধি ও পণ্য রপ্তানি কমায় বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে হয়েছে ১৭ বিলিয়ন ডলার। যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩২০ কোটি ডলার বেশি। এমন পরিস্থিতিতে সবশেষ ৯ই এপ্রিল দেশের মোট রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৪.৬৪ বিলিয়ন ডলার, যা বিপিএম-৬ পদ্ধতি অনুযায়ী হয়েছে ২৯.৯৫ বিলিয়ন ডলার। তবে এই মুহূর্তে ডলারের দাম বৃদ্ধির কোনো কারণ নেই বলে সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সংস্থাটি জানিয়েছে, বর্তমানে ডলারের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ভালো ভারসাম্য রয়েছে।

বিজিএমইএ’র সাবেক পরিচালক এবং ডেনিম এক্সপার্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, এলসি নিষ্পত্তিতে ডলারের দাম বাড়লে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন উদ্যোক্তারা। বিষয়টি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) দেখতে হবে। বিশ্বব্যাংকের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, যদি তেলের দাম দীর্ঘ সময় ১২০ ডলারের উপরে থাকে, তাহলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়ার ঝুঁকি রয়েছে। জ্বালানি তেলের এলসি খোলা আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে এবং এসব এলসি অনেক ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড বুকিংয়ের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে, যা ডলারের ওপর অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি করছে। আর রেমিট্যান্স বাড়লেও রপ্তানি কম থাকায় বাজারে ডলারের চাহিদা সরবরাহের চেয়ে বেশি। ওদিকে বিদেশি মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখতে অতিরিক্ত দামে ডলার কেনা কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে মৌখিকভাবে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত বৃহস্পতিবার এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে এই সতর্ক করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ATTORNEY
M. MOSTAFA
(A Full Service Law Firm)
LL.B Honors (1st Class)
LL.M. (1st Class), Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law, NY
718-487-4873

PERSONAL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & Dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecology Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and Abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and Injury
- Taxi, Bus-Subway and Train Accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 to EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration H1B, L1, E2
- Green Card Replacement/Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green Card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada & UK

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone: 718-487-4873 | Text: 917-285-6247
Email: abmostafa1@gmail.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu
All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনস্যুলার প্রসেসিং
এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা,
রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও
বৈষম্যের (Discrimination)
মামলায়ও কল দিতে পারেন।
আমরা আপনাকে সঠিক আইনী
নির্দেশনা দিতে পারি।

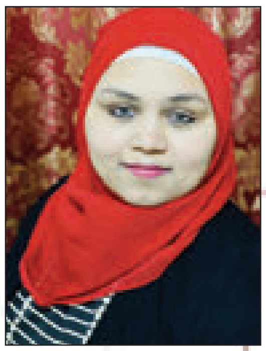

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্ক সাবওয়েতে অপরাধ ডাকাতি বাড়ছে

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির গণ-পরিবহন ব্যবস্থায় সামগ্রিক অপরাধের হার কিছুটা কমলেও ডাকাতির ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে নিরাপত্তা জোরদার করছে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট।১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার দুপুরে ওয়াল স্ট্রিট স্টেশনে দক্ষিণমুখী একটি ৪ নম্বর ট্রেনে ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ২৭ বছর বয়সী এক ব্যক্তি পেটে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং বর্তমানে তার অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে পুলিশ। সন্দেহ করা হচ্ছে, হামলাকারী ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে এ আক্রমণ চালায়। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরে সাবওয়েতে সংঘটিত ফৌজদারি অপরাধ ১.৫ শতাংশ এবং হামলার ঘটনা ৫.৫ শতাংশ কমেছে। তবে একই সময়ে ডাকাতির ঘটনা বেড়েছে ১৫ শতাংশ। গত বছরের একই সময় যেখানে ১১৮টি ডাকাতির ঘটনা ছিল, এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৬টিতে।

ট্রানজিট বিভাগের প্রধান জোসেফ গুলোট্টা বলেন, শীতকালীন তীব্র ঠান্ডার কারণে যাত্রীদের চলাচলের ধরণ বদলানোয় এই বৃদ্ধি ঘটতে পারে। তিনি জানান, নিরাপত্তা বাড়াতে ইতোমধ্যে সাবওয়েতে অতিরিক্ত ১৭৫ জন পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এর আগে গভর্নরের উদ্যোগে আরও ৭৫০ জন সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।গুলোট্টা বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হলো যেখানে অপরাধ ঘটছে, সেখানে ট্রেনের ভেতরেই পুলিশ উপস্থিত রাখা।" তিনি আরও জানান, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিরাপত্তার অনুভূতি ফিরিয়ে আনাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে অপরাধ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সাবওয়েতে তিনটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, যেখানে গত বছরের একই সময়ে কোনো হত্যার ঘটনা ছিল না।গত ১১ এপ্রিল শনিবার গ্রান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনালে এক ব্যক্তি চাপাতি নিয়ে হামলা চালিয়ে তিনজনকে আহত করলে পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে। হামলাকারী নিজেকে "লুসিফার" বলে দাবি করেছিল বলে জানানো হয়। যাত্রীদের অনেকেই জানিয়েছেন, ট্রেনে বিশৃঙ্খল আচরণ–যেমন একাধিক সিট দখল করে শুয়ে থাকা, উচ্চ শব্দে গান বাজানো কিংবা ধূমপান–তাদের মধ্যে অনিরাপত্তার অনুভূতি তৈরি করছে। এসব বিষয় মোকাবি-লায়ও কাজ করছে পুলিশ।পুলিশের দাবি, ২০২৫ সাল ছিল ২০০৯ সালের পর থেকে নিউইয়র্ক সাবওয়ের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ বছর। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চলতি বছরেও আরও জোরালোভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

নিউইয়র্কে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব

(৪১ পাতার পর)

তোলে। তবলায় সঙ্গত করেন পিনুসেন দাস, অমিত দাস, স্বপন দত্ত ও হরাধন কর্মকার, তাদের দক্ষ পরিবেশনায় প্রতিটি সংগীত পরিবেশনা হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের অংশগ্রহণ, যারা বাংলা গান, কবিতা ও পাঠের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত তৈরি হয়।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন- 'আনন্দধ্বনি-টিবিএ২৪ বাংলা বর্ষবরণ উদযাপন পরিষদ। এ উপলক্ষে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যার নেতৃতত্বে ছিলেন- চেয়ারম্যান মাহফুজুল হক এবং কো-চেয়ারপারসন ডা. রাজজি সাহা রায় মুনমুন। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডা. শেখ মাহফুজুল হক, এমডি। কমিটিতে প্রধান সৃজনশীল সুহৃদ হিসেবে ছিলেন- মিথুন আহমেদ, প্রধান সমন্বয়কারী আর পি দত্ত স্বপন এবং সম্মানিত গাইডেন্স হিসেবে দেবশীষ দেবনাথ। সদস্য সচিব হিসেবে ছিলেন- অর্ঘ্য সারথি সিকদার এবং যুগ্ম সদস্য সচিব হিসেবে মেহের কবির। এছাড়াও সমন্বয়কারী ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন- সঞ্জিত কুমার ঘোষ, গৌতম কুণ্ডু, সৈয়দ জাকির আহমেদ রনি, টিটু আনাম, পারভেজ বারভুঁইয়া, সুবাস তালুকদার, সুজিত সাহা, সুজন সাহা, সুমন্ত বৈদিক, গোবিন্দ জি বানিয়া, জাকির হোসেন বাবু, সৈয়দ উদ্দিন, সুলতান বোহারি, জিয়াউর দেওয়ান, পারিজাত দাস, খালেদ আখতারসহ আরও অনেকে।

পুরো অনুষ্ঠানটির ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফির দায়িত্বে ছিলেন বিধান পাল, যিনি অনুষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো ধারণ করেন।

টাইমস স্কয়ারে বর্ষবরণ : নিউইয়র্কেও টাইম স্কয়ারে গত ১১ এপ্রিল শনিবার যেন রূপ নিয়েছিল এক টুকরো বাংলাদেশে। বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে 'এনআরবি ওয়ার্ল্ডওয়াইড'-এর আয়োজনে এবং নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী বর্ষবরণ উৎসবে প্রবাসী বাঙালি, আন্তর্জাতিক অতিথি, কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও মূলধারার মার্কিন রাজনীতিকদের উপস্থিতিতে তৈরি হয় এক বৈশ্বিক মিলনমেলা।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ২৭টি বর্ণিল পর্বে সাজানো এই আয়োজন নিউইয়র্কে বাঙালির সাংস্কৃতিক উপস্থিতিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। দিনভর গান, নৃত্য, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের সম্মিলনে টাইমস স্কয়ার মুখরিত হয়ে ওঠে বাঙালির প্রাণের উচ্ছ্বাসে।

উৎসবের সূচনা হয় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। বিশাল ডিজিটাল স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয় শুভেচ্ছা বার্তা ও ভিডিও। এতে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিকরা, যাদের শুভেচ্ছা বার্তা উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে বিশেষ উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। একইসঙ্গে কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দিন আবুল কালাম-এর জন্মশতবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়, যা অনুষ্ঠানকে আবেগঘন সূচনায় নিয়ে যায়।

এরপর সংগীত ও নৃত্যের পরিবেশনায় জমে ওঠে অনুষ্ঠান। লোকঐতিহ্য থেকে আধুনিক সংগীত–সবকিছুর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক বৈচিত্র্যময় মঞ্চ। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র পরিবেশনা বিদেশি দর্শকদের সামনে বাংলার লোকজ ঐতিহ্যকে নতুনভাবে তুলে ধরে।

পরদিন নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ডাইভারসিটি প্লাজায় দ্বিতীয় দিনের মত উৎসবে মেতে ওঠেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। 'এনআরবি ওয়ার্ল্ডওয়াইড' দুদিনব্যাপী বর্ষবর্ষণের অনুষ্ঠান সফল ও সার্থক হয়ে ওঠে বাঙালিদের সরব ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে।

সম্মিলিত বর্ষবরণ মঙ্গল শোভাযাত্রা উদযাপন পরিষদ নিউইয়ক : নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হয়েছে। গত ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ রোড এবং ৭৬ ও এবং ৭৭ স্ট্রিটের মধ্যবর্তী এলাকায় দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সম্মিলিত বর্ষবরণ মঙ্গল শোভাযাত্রা উদযাপন পরিষদ নিউইয়র্ক।

দুপুর থেকে শুরু হয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত চলা এ আয়োজনে প্রবাসী বাঙালিদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পর্ব, ছিল সঙ্গীত পরিবেশনা। এছাড়াও ছিল পান্তা-ইলিশ ও মিষ্টিমুখের আয়োজন। বিকেল ৫টায় জ্যাকসন হাইটসের গুরুত্বপূর্ণ সড়কজুড়ে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য বৈশাখী মঙ্গল শোভাযাত্রা, যা দর্শনার্থীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

"শঙ্কা ও ভয়, বৈশাখ করবে জয়" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এ উৎসবে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় স্থানীয় শিল্পীরা বাংলা গান, নৃত্য ও অন্যান্য পরিবেশনার মাধ্যমে উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক মিলনমেলা তৈরি হয়। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ ধরনের আয়োজন প্রবাসে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতি তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এবিসিএইচ : বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন উপলক্ষে আমেরিকান বাংলাদেশি কমিউনিটি হেল্প (এবিসিএইচ) গ্রুপের উদ্যোগে আয়োজিত দিনব্যাপী বৈশাখী অনুষ্ঠান 'এ-বিসিএইচ-পটলাক পান্তা-ইলিশ'। গত ১২ এপ্রিল রোববার লং আইল্যান্ডের ভ্যালি স্ট্রিম স্টেট পার্কে উৎসবমুখর, সুশৃঙ্খল ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলা এ আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির কয়েক শত মানুষ পরিবার-পরিজনসহ অংশগ্রহণ করেন। সকাল থেকেই অংশগ্রহণকারীরা বৈশাখী পোশাকে সজ্জিত হয়ে নিজ নিজ বাসায় প্রস্তুত করা ভর্তা, ভাজি ও বিভিন্ন দেশীয় খাবার নিয়ে উপস্থিত হন। পটলাক পদ্ধতিতে সবার আনা খাবার ভাগাভাগি করে খাওয়ার মধ্য দিয়ে এক অনন্য ঐক্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা প্রবাসে বাংলাদেশি সংস্কৃতির প্রাণবন্ত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

আয়োজকরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো স্টেট পার্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে পটলাক ভিত্তিক পান্তা-ইলিশ ও নববর্ষ উদযাপনের এমন আয়োজন এটিই প্রথম। অংশগ্রহণকারীরা রঙিন কাগজের পতাকা ও নান্দনিক নকশায় পুরো পার্ক সাজিয়ে তোলেন, যা পরিবেশকে বৈশাখী আমেজে ভরিয়ে তোলে।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, নারী ও পুরুষদের জন্য বিভিন্ন বিনোদনমূলক খেলা, নৃত্য, সঙ্গীত, ফ্যাশন শো এবং র ্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এসব আয়োজনে শিশু-কিশোরসহ সব বয়সী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শেকড়ের পরিচয় তুলে ধরতে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সিটির মালিকানায় গ্রোসারি চালু করবেন মেয়র মামদানি

(শেষ পাতার পর)

আয়োজিত এক সমাবেশে ঘোষণা করেন যে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে এ গ্রোসারি চালু হবে ইস্ট হারলেমের লা মারকেতায়। তবে তা এখনি চালু হচ্ছে না। নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী ইস্ট হারলেমে সিটির মালিকানাধীন গ্রোসারি স্টোরটি চালু হবে মামদানির প্রথম মেয়াদের শেষ দিকে। ইতোমধ্যে এর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে সমাবেশে জানিয়েছেন নতুন মেয়র।

জোহরান মামদানি আশা করছেন যে, ইস্ট হারলেমের ল্যাটিনো প্রধান এলাকা 'লা মারকেতা'য় সিটির মালিকানাধীন এই গ্রোসারি স্টোরটি নির্মিত হবে একটি এলিভেটেড রেলওয়ে ট্র্যাকের নিচে। এতে ব্যয় হবে ৩০ মিলিয়ন ডলার। মামদানি তার নির্বাচনী অভিযানকালে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি সিটির পাঁচটি বরোর প্রতিটিতে সিটির মালিকানায় একটি করে গ্রোসারি স্টোর চালু করবেন, যাতে স্বল্প আয়ের লোকজন সাশ্রয়ী মূল্যে ভোগ্যপন্য ক্রয় করতে পারে। করোনা মহামারীর সময় থেকে খাদ্যমূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের লোকজনের ওপর যে চাপ পড়েছে, তা লাঘব করার উদ্দেশ্যে মেয়রের এ উদ্যোগ ছিল, যা এখন বাস্তবায়নের পথে। অন্য এক বরোতে এ ধরনের প্রথম গ্রোসারি স্টোর আগামী বছরের শেষদিকে চালু হবে বলে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে। কারণ সেখানে গ্রোসারি চালু করা হবে বিদ্যমান একটি বিল্ডিংয়ে, যেটিতে গ্রোসারি স্টোরের প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলো সৃষ্টি করা হবে বলে মেয়র অফিস জানিয়েছে। আরো জানা গেছে যে, পাঁচ বরোতে গ্রোসারি চালুর কাজ মেয়র হিসেবে ২০২৯ সালের শেষার্ধে, অর্থ্যাৎ জোহরান মামদানির প্রথম মেয়াদের শেষদিকে চালু হয়ে যাবে। মেয়র তার গত রোববারের সমাবেশে বলেছেন, আমরা নি-উইয়র্কবাসীর জন্য খাদ্য সরবরাহ সহজতর করতে চাই। আমরা যে স্টোর চালু করতে যাচ্ছি সেগুলোতে ডিম, রুটি এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী সুলভে পাওয়া যাবে।

পাসপোর্ট আবেদনের জন্য অনলাইন পেমেন্ট বাধ্যতামূলক করছে যুক্তরাষ্ট্র

(শেষ পাতার পর)

আবেদনের ক্ষেত্রে অনলাইন পেমেন্ট বাধ্যতামূলক করা হবে বলে জানিয়েছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ। ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস গত ৭ এপ্রিল এক বার্তায় জানায়, আবেদন প্রক্রিয়াকে আরো দ্রুত, সহজ ও নিরাপদ করতে এখন থেকে Pay.gov ব্যবহার করে অনলাইনে পাসপোর্ট ফি পরিশোধের সুযোগ চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এটি বাধ্যতামূলক করা হবে বলেও বার্তায় উল্লেখ করা হয়।দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী, Pay.gov হলো যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য নির্ধারিত একটি নিরাপদ ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি ফি অনলাইনে পরিশোধ করা যায়।

নতুন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আবেদনকারীরা নগদ বা প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইনে সরাসরি ফি পরিশোধ করতে পারবেন, যা প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ ও সময়সাশ্রয়ী করবে বলে আশা করা হচ্ছে।কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ধাপে ধাপে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং ভবিষ্যতে সব পাসপোর্ট আবেদন অনলাইন পেমেন্ট ছাড়া গ্রহণ করা হবে না।

ভিসা ছাড়াই যে ৩৬ দেশে যেতে পারবেন বাংলাদেশিরা

(শেষ পাতার পর)

আগের ৯৩তম অবস্থান থেকে দুই ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান এখন ৯৫তম। নতুন তালিকায় বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা আগাম ভিসা ছাড়া এখন বিশ্বের ৩৬টি দেশ ভ্রমণ করতে পারবে।তালিকা অনুযায়ী, আগাম ভিসা ছাড়া এবার বাংলাদেশিদের ভ্রমণের তালিকায় আছে বার্বাডোজ, ভুটান, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, বুরুন্ডি, কম্বোডিয়া, কেপ ভার্দ আইল্যান্ডস, কোমোরো আইল্যান্ডস, কুক আইল্যান্ডস, জিবুতি, ডমিনিকা, ফিজি, গ্রেন-াডা, গিনি-বিসাউ, হাইতি, জ্যামাইকা, কেনিয়া, কিরিবাতি, মাদাগাস্কার, মালদ্বীপ, মাইক্রোনেশিয়া ও মন্টসেরাট।

এছাড়া আছে নেপাল, নিউই, রুয়ান্ডা, সামোয়া, সেশেলস, সিয়েরা লিওন, শ্রীলঙ্কা, সেইন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডাউন, বাহামাস, গাম্বিয়া, তিমুর, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, টুভ্যালু এবং ভানুয়াতু। এর মধ্যে কিছু দেশ ও অঞ্চলে অন-অ্যারাইভাল বা বিমানবন্দরে নামার পর ভিসার সুবিধা এবং কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রে নিতে হবে ই-ভিসা। এদিকে হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্সে এর আগের সবশেষ তালিকার মতো নতুন তালিকায়ও এক নম্বরে রয়েছে সিঙ্গাপুর। আর দুই নম্বরে রয়েছে তিনটি দেশ যথা জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। সূচক অনুযায়ী, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সুইডেন। তালিকার চতুর্থ অবস্থানে আছে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, স্পেন এবং সুইজারল্যান্ড। এছাড়া পঞ্চম স্থানে আছে অস্ট্রিয়া, গ্রিস, মাল্টা ও পর্তুগাল। হাঙ্গেরি, মালয়েশিয়া, পোল্যান্ড, যুক্তরাজ্য আছে ষষ্ঠ অবস্থানে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

প্রবাসীদের ডিজিটাল ভোটিংয়ে অনীহা

ঢাকা : সদ্য সমাপ্ত বগুড়া-৬ ও শেরপুর-৩ আসনের উপনির্বাচনে প্রবাসী ভোটারদের অংশগ্রহণে চরম বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সরকারের আধুনিক 'আউট অব কান্ট্রি ভোটিং' (ওসিভি) সিস্টেম এবং আইটি-সমর্থিত অনলাইন সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, দুই আসন মিলিয়ে প্রবাসীদের মাত্র ৪টি ভোট জমা পড়েছে।রোববার (১২ এপ্রিল) নির্বাচন কমিশনের 'আউট অব কান্ট্রি ভোটিং' বা ওসিভি সিস্টেম বাস্তবায়ন প্রকল্পের প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সেলিম আহমদ খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বগুড়া-৬ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ৩টি ব্যালট পেয়েছেন এবং শেরপুর-৩ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা হাতে পেয়েছেন মাত্র ১টি ব্যালট। ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, ভোটগ্রহণের আগের দিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই দুই আসনে মোট ২৮ জন প্রবাসী পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিলেও শেষ পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছেছে মাত্র ৪টি ব্যালট। ইসির তথ্যানুযায়ী, এই দুই আসনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে নিবন্ধিত হয়েছিলেন ৭ হাজার ৩০৯ জন ভোটার। এর মধ্যে প্রবাসী ভোটারের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৬৬৪ জন। বগুড়া-৬ আসনে ১ হাজার ২৮১ জন প্রবাসীর কাছে ব্যালট পাঠানো হলেও ভোট দিয়েছেন ২৩ জন এবং চূড়ান্তভাবে রিটার্নিং কর্মকর্তার হাতে পৌঁছেছে মাত্র ৩টি ব্যালট। অথচ এই একই আসনে দেশের অভ্যন্তরে থাকা ভোটারদের মধ্যে ২ হাজার ৪৫৫ জন নিবন্ধিত হয়ে ১ হাজার ৬৫ জন তাদের ভোট পাঠাতে পেরেছেন।

একই চিত্র দেখা গেছে শেরপুর-৩ আসনেও। সেখানে ৩৮৩ জন প্রবাসীর মধ্যে ৫ জন ভোট দিলেও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেনের হাতে পৌঁছেছে মাত্র ১টি ব্যালট। বিপরীতে দেশের অভ্যন্তরীণ ভোটারদের জন্য ৩ হাজার ১৯০টি ব্যালট ইস্যু করা হয়েছিল এবং রিটার্নিং কর্মকর্তা সময়মতো ২ হাজার ১৮টি ব্যালট গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ১৯৭২ সাল থেকে পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা থাকলেও ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই প্রথমবার আইটি-সমর্থিত অনলাইন সিস্টেম চালু করা হয়। গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে প্রবাসীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। সে সময় 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে ১৫ লাখ ২৮ হাজারেরও বেশি ভোটার নিবন্ধিত হয়েছিলেন। এমনকি ওই নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট পড়ার হার ছিল ৭০ শতাংশ, যা সাধারণ ভোটের হারের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি ছিল। তবে, এবারের এই দুই আসনের চিত্র সেই সাফল্যের তুলনায় একদমই বিপরীত। গত ৩০ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই পোস্টাল ভোট প্রক্রিয়া শেষ হয় ৯ এপ্রিল বিকেল সাড়ে ৪টায়। দুই আসনের নির্বাচনে অভ্যন্তরীণ ভোটারদের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক হলেও প্রবাসীদের অংশগ্রহণের এই নাজুক পরিস্থিতি এখন আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অনাগ্রহের পেছনে কারণ হিসেবে ইসি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আসন দুটিতে নির্বাচনী প্রচারণায় প্রবাসীদের সম্পৃক্ততা কম থাকা বা সচেতনতার অভাবে এমন নিম্নমুখী ভোটার উপস্থিতি দেখা গেছে। দুটি আসনেই বিএনপির প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। বগুড়া-৬ আসনে বিজয়ী হয়েছেন মো. রেজাউল করিম বাদশা। আর শেরপুর-৩ আসনে বিজয়ী হয়েছেন মো. মাহমুদুল হক রুবেল। গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বগুড়া-৬ আসনে জয়ী হয়ে আসনটি ছেড়ে দিলে শূন্য ঘোষণা করে নতুন করে নির্বাচন করে ইসি। এছাড়া শেরপুর-৩ আসনে একজন প্রার্থী মারা যাওয়ায় সে সময় ভোট স্থগিত করে ৯ এপ্রিল নতুন তফসিলে ভোট করে সংস্থাটি।

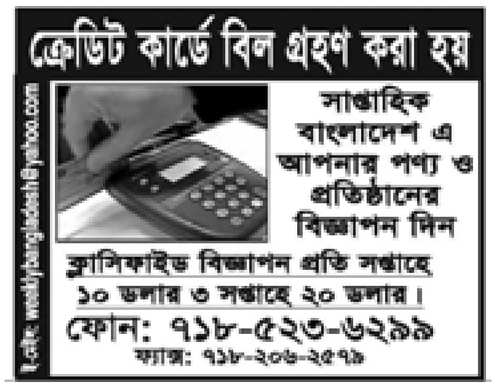

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট

- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
30-05, 30th Avenue, 2Fl, Astoria, NY 11102

কাশি কমছেই না কী করবেন?

ডা. এ কে এম মূসা : ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় দু'ভাবেই আমরা কাশি দিয়ে থাকি। হঠাৎ ও সজোরে ফুসফুসের বাতাস সশব্দে বের হয় কাশির মাধ্যমে। শ্বাসনালি ও ফুসফুস শ্লেষ্মা, বাইরের বস্তু, জীবাণু, মিউকাস নিষ্ক্রান্ত হয়ে ফুসফুসকে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখে। সুতরাং কাশি প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধের একটি প্রয়োজনীয় ক্রিয়া। এটি একটি রিফ্লেক্স ক্রিয়া, যার রিসেপ্টর থাকে শ্বাসনালিতে। অন্যদিকে, অতিরিক্ত কাশি বিভিন্ন রোগের লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

কাশির প্রকারভেদ : স্বল্পমেয়াদি কাশি সাধারণত ভাইরাস সংক্রমণ, জীবাণু সংক্রমণ-পরবর্তী কাশি, নিউমোনিয়ার কারণে হয়ে থাকে। সেটি মোটামুটি তিন থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যায়।

ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী কাশি: যদি প্রাপ্তবয়স্কের আট সপ্তাহ আর শিশুর চার সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়, তাকে দীর্ঘস্থায়ী কাশি বলে। অনেক দিনের কাশি একটি বিরক্তিকর সমস্যা। এটি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় ও ক্লান্তি ভাব তৈরি করে, বুক ব্যথা, মাথা ঘোরা, প্রস্রাব ধরে রাখতে না পারা, হার্নিয়া ও বুকের পাঁজরের হাড় ভেঙে যাওয়ার মতো সমস্যা করতে পারে। দীর্ঘদিনের কাশি হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কারণ, দীর্ঘস্থায়ী কাশির নানা কারণ রয়েছে। তার মধ্যে কিছু জটিল রোগ যেমন যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যান্সার ও ফুসফুস ফাইব্রোসিস হতে পারে।

যেসব কারণে দীর্ঘস্থায়ী কাশি হয় তার মধ্যে অ্যাজমা: মূলত বংশগত কারণ। দূষিত বাতাস, বিভিন্ন প্রকার অ্যালার্জেন, ভাইরাসজনিত সংক্রমণ এ রোগের কারণ। অ্যাজমার কারণে শ্বাসনালি সংকুচিত হয় ও বাতাস প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয়, যার ফলে রোগীর কাশি, শ্বাসকষ্ট হয়, বুকে শব্দ হয় ও চাপ অনুভূত হয়। সাধারণত এ ধরনের কাশি রাতে ও সকালে বাড়ে। কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, শুধু রাতে কাশি হবে কিন্তু অ্যাজমার অন্য লক্ষণগুলো থাকবে না।

গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্ল্যাক্স ডিজিজ: এ অবস্থায় পাকস্থলী ও খাদ্যনালির রিং (স্ফিঙ্কটার) ঢিলে হওয়ার কারণে অ্যাসিড খাদ্যনালিতে ফিরে আসে ও দীর্ঘস্থায়ী কাশি হতে পারে। সাধারণত অন্য লক্ষণগুলো মুখে টক ও বুক জ্বালাপোড়া, বুকে অ্যাসিড উদগিরণের অনুভূতি থাকে।

ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি): ধূমপায়ীদের ক্রনিক ব্রংকাইটিস পরপর দু'বছর তিন মাসের বেশি সময় কফযুক্ত কাশি হয়। ফুসফুসের বায়ু প্রবাহে বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং বুকে আওয়াজ হতে পারে। অল্প পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট হয় এবং ফুসফুসের বায়ু থলি (এলভিউলাই) ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফুসফুস থেকে রক্তে অক্সিজেন প্রবাহে ব্যাঘাত হয় এবং অল্পতে হাঁপিয়ে ওঠে।

ওষুধ: প্রেশার কমানোর ওষুধ এসিই (অঙ্গঊ) ইনহিবিটার যেমন রেমিপ্রিল, এসিপ্রিল ও বিটা ব্লকারের কারণে শুকনো কাশি হতে পারে। সেজন্য দীর্ঘদিনের কাশির রোগীর কাছে প্রথমে ড্রাগ হিস্ট্রি নিতে হবে কোনো বড় ইনভেস্টিগেশনের আগে।

হার্ট ফেইলুর: দীর্ঘস্থায়ী কাশি শরীরে পানি জমা, দুর্বলতা, সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তি ভাব থাকতে পারে। রাতে শোয়ার সময় কাশি বেড়ে যায়, শ্বাসকষ্ট হয়।

ফুসফুসে সংক্রমণ: যক্ষ্মার কারণে দীর্ঘস্থায়ী কাশি হতে পারে। যদিও দুই সপ্তাহের বেশি কাশি হলে যক্ষ্মা পরীক্ষা করানো জরুরি। যেহেতু আমাদের দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ বেশি, সেজন্য প্রথমে আমাদের এই রোগটার কথা মনে রাখতে হবে। এ রোগের অন্যান্য লক্ষণ বিকেলে জ্বর, ওজন কমে যাওয়া, খাওয়ার অরুচি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কফের সঙ্গে রক্ত আসা। ফুসফুসের ফাইব্রোসিস (ডিপিএলডি) হলে কাশি ও শ্বাসকষ্ট হবে। ফুসফুসের ক্যান্সার ধূমপায়ী যারা প্রতিদিন ২০ টি সিগারেট ২০ বছরের বেশি টেনেছেন, তাদের দীর্ঘস্থায়ী কাশি লেগেই থাকে, তাদের নতুন কাশি কিংবা কাশির ধরন পাল্টিয়েছে, গলার স্বর পরিবর্তন হয়েছে, ক্লান্তি ভাব জেগেছে, ওজন কমে যাচ্ছে এবং কখনও কখনও কফের সঙ্গে রক্ত যাওয়া এ রোগের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন

কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট সিওপিডি রোগীর শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়া।

কফের সঙ্গে রক্ত আসা।

যে কাশি ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে।

কাশির সঙ্গে বুক ব্যথা, জ্বর ও ক্ষুধামান্দ্য, ওজন কমে যাওয়া।

যে কোনো দীর্ঘদিনের কাশি যেটাতে আপনি কষ্ট পান।

বুকের এক্স-রেতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা ।

চিকিৎসকের পরামর্শ

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগের বর্ণনা ও রোগীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা হয়। তারপর কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। যেমন

১) রক্তের সিবিসি পরীক্ষা;

২) শ্লেষ্মা বা কফ পরীক্ষা, ইউসিনোফিল কাউন্ট, যক্ষ্মার জীবাণু;

৩) বুকের এক্স-রে;

৪) বুকের সিটি স্ক্যান;

৫)স্পাইরোমেট্রি ও ৬) ব্রঙ্কোসকপিও করতে হতে পারে।

চিকিৎসা

ষরোগ নির্ণয় করে সঠিক চিকিৎসা নিতে হবে।

ধূমপান পরিহার করতে হবে।

ধুলাবালি ও ঠান্ডা পরিহার করতে হবে।

বাইরে গেলে মাস্ক পরিধান করুন।

ঠান্ডার সময়ে হালকা গরম পানি ব্যবহার করুন।

অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

অনিদ্রার কারণ

ডা. হুমায়ুন কবীর হিমু : ঘুম সারাদিনের ক্লান্তি, পরিশ্রম দূর করে সতেজ করে তোলে। চাঙ্গা হয় দেহ-মন। ঘুম ঠিকমতো না হলে সারাদিন কাটে অসহ্য ক্লান্তিতে; মেজাজ হয় খিটখিটে।

অনেকেই রাতভর বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করেন। কয়েকবার ঘুম থেকে জেগে যান। আবার অনেকের সাত-আট ঘণ্টা ঘুমানোর পরও মনে হয়, ঘুম ভালো হয়নি। এরাই নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত। দীর্ঘদিন নিদ্রাহীনতা থাকলে হতে পারে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ নানা স্বাস্থ্য সমস্যা।

বিভিন্ন কারণে নিদ্রাহীনতা দেখা দিতে পারে। ক্যান্সার, হাঁপানি, আর্থ্রাইটিস, মানসিক চাপ, অবসাদ, বিভিন্ন ধরনের ওষুধ, বেডরুমের বেশি আলো ও শব্দ ইত্যাদি।

যারা স্বল্প সময়ের জন্য নিদ্রাহীনতায় ভোগেন, তাদের সমস্যা মিটে যেতে পারে আপনাআপনি। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি নিদ্রাহীনতার জন্য প্রয়োজন চিকিৎসা। এ জন্য পরিবর্তন করতে হবে ঘুমের অভ্যাস; মেনে চলতে হবে নিয়মকানুন। দিনে ঘুমানোর অভ্যাস থাকলে বাদ দিন। চা-কফি রাতে পান না করাই ভালো। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমান, এমনকি ছুটির দিনেও। ঘুমানোর আগে পড়তে পারেন মজার কোনো বই।

ঘুমের আগে জটিল কোনো আলোচনা থেকে বিরত থাকুন। রাতে কম্পিউটার ব্যবহার, ইন্টারনেটে বসে চ্যাট, টিভি দেখার অভ্যাস দূর করুন। বেডরুম হতে হবে ঘুমের উপযোগী। অতিরিক্ত আলো ও শব্দমুক্ত হতে হবে। রাতের খাবার শোয়ার দুই-তিন ঘণ্টা আগেই শেষ করুন। ডিনারে পরিহার করুন রিচ ফুড, চর্বিজাতীয় খাবার। অতিরিক্ত তরল পানে বারবার প্রস্রাব রাতের ঘুমে ব্যাঘাত করতে পারে। ঘুমের আগে ধূমপান থেকে বিরত থাকুন। ব্যায়াম ঘুম গাঢ় করে। ঘুমানোর পাঁচ-ছয় ঘণ্টা আগে ব্যায়াম শেষ করুন। ঘুম না এলে বিছানায় শুধু শুধু শুয়ে থাকবেন না। বিছানা থেকে উঠে কম মনোযোগ দিতে হয়, এমন কাজ, যেমন বই, পত্রিকা পড়া, মৃদু বাজনার গান শুনতে পারেন।

ঘুম না এলে করতে পারেন রিলাক্সেশন টেকনিক। শুয়ে বুক ভরে শ্বাস নিন। প্রতিবারের শ্বাস হতে হবে আগের বারের চেয়ে গাঢ়। পায়ের মাংসপেশিগুলো টানটান করে কিছুক্ষণ ধরে রেখে আগের অবস্থায় নিয়ে আসুন। এভাবে প্রতিটি মাংসপেশির সংকোচন-প্রসারণ করতে পারেন। ভাবতে থাকুন কোনো সুখস্মৃতি।

অনেকেই আছেন, একটু ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলেই শুরু করেন ঘুমের ওষুধ সেবন। এটি একেবারেই উচিত নয়। এতে বিভিন্ন ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। একসময় এমন অবস্থা দেখা দেয়, ওষুধ সেবন ছাড়া ঘুম আসে না। ওষুধের ডোজও বাড়াতে হয়। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেবন করতে পারেন ওষুধ।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারভেনশনাল নিউরোলজি, নিনস।

দুধে অ্যালার্জি? ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণে যা খাবেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : হাড়ের ক্ষয়রোধ ও শক্তি বাড়ানোর জন্য দুধ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা দুধে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম। পেশী সংকোচন ছাড়াও রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এ খনিজ। কিন্তু অনেকে দুধ খেতে পারেন না। খেলেই অ্যালার্জি হয়। আবার অনেকেই ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের রোগী। তারাও দুধ খান না। তাহলে উপায়? কী খেলে হাড়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্যালসিয়াম পাবেন?

যারা দুধ খেতে পারেন না, তারা ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ কিছু খাবার খেতে পারেন। এগুলোতে দুধের মতো কিংবা দুধের চেয়েও বেশি ক্যালসিয়াম রয়েছে।

কাঠবাদাম : এক কাপ কাঠবাদামে ৩৮৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে, যেখানে এক কাপ গরুর দুধে আছে ৩১৪ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। কাঠবাদামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ফাইবার, ম্যাগনেশিয়াম ও ভিটামিন ই। কাঠবাদাম ভিজিয়ে খেতে পারেন। আবার বাদাম দুধ বা বাদাম মাখনের আকারেও খাওয়া যেতে পারে।

চিয়া বীজ : যারা দুধ খেতে পারেন না, তারা চিয়া বীজ খেতে পারেন। চার টেবিল চামচ চিয়া বীজে প্রায় ৩৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম রয়েছে। খাওয়ার আগে এক গ্লাস পানিতে এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন চিয়া বীজ। এরপর স্মুদি, শেক এবং পুডিংয়েও যোগ করতে পারেন এই বীজ।

সজনে পাতা : সজনে পাতায় দুধের চার গুণ ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম ছাড়াও এ পাতায় আমিষ, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি রয়েছে। এগুলো শরীরের জন্য আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান।

পনির : বেশি ক্যালসিয়াম পেতে পনিরও খেতে পারেন। পনিরে আছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও জিঙ্ক। ১.৫ আউন্স মোৎজারেল্লা চিজে থাকে ৩৩৩ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তবে চিজ ওজন বাড়ায়, তাই অতিরিক্ত না খাওয়াই ভালো।

রাগি : রাগি ক্যালসিয়ামের অন্যতম সমৃদ্ধ উৎস। মাত্র ১০০ গ্রাম রাগিতে প্রায় ৩৪৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। প্যানকেক বা লাড্ডুতে রাগি আটা যোগ করতে পারেন। খেতে পারেন সিরিয়াল হিসেবেও।

দই : দই ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস। এক কাপ দই থেকে ৩০০ থেকে ৩৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। সকাল, দুপুর এমনকি রাতের রাতের খাবারেও দই খাওয়া যেতে পারে। **সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া**

সকালে যে তিন খাবার খেয়ে আপনার স্বাস্থ্য ঠিক রাখবেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : সকালে অফিস যাওয়ার তাড়া। তাড়াহুড়া করে কিছু মুখে না দিয়েই বেরিয়ে পড়েন? অফিসে কাজে বসতে না বসতেই খিদে পেয়ে যায়। তখন হাবিজাবি যা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে পেট ভরাতে হয়। কিন্তু এভাবে দিনের পর দিন চললে শরীর ভালো থাকবে কি? এভাবে দিন দিন আপনার শরীরে ভিন্ন রোগবালাই বাসা বাঁধে। এ অবস্থায় আপনার শরীর ঠিক ভালো যায় না। নিজেকে ঠিক রাখতে অফিস বেরোনোর আগে খাদ্যতালিকায় ভরসা রাখতে পারেন এমন কিছু খাবার, যা আপনার শরীর সুস্থ রাখবে।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, সকালের খাবারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাবার পাতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিনের সঠিক পরিমাপ থাকা দরকার। তবে অফিস যাওয়ার সময় গুছিয়ে বসে খাওয়ার সময় না থাকলে বরং চুমুক দিতে পারেন স্বাস্থ্যকর শরবৎ ও শেকে। এতে পেটও খালি থাকবে না, আবার ২ মিনিটে খেয়ে বেরিয়ে পড়তে পারবেন। পাশাপাশি শরীরে কিছুটা জলও যাবে।

কলা : কলায় রয়েছে ফাইবার, ভিটামিন সি ও প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম। পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে। বাদামের মাখনে থাকে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট। ছাতুর মধ্যে সহজপাচ্য ফাইবার থাকায় হজম সংক্রান্ত সমস্যাও নিয়ন্ত্রণে থাকে। কলা, দুধ ও বাদামের মাখন একসঙ্গে মিক্সারে দিয়ে শেক বানিয়ে নেওয়া যায় ২ মিনিটে। আর তা খাওয়াও যায় ২ মিনিটেই।

ছাতু : ছাতুতে থাকে প্রোটিন। এতে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে নিলে ভিটামিন সি যুক্ত হয়, যা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। হাড় মজবুত করে তুলতেও ছাতুর শরবত অত্যন্ত কার্যকরী। ছাতু এমনিতে ওজন কমানোর পক্ষে সহায়ক। ছাতুতে ফাইবার থাকায় হজম সংক্রান্ত সমস্যাও নিয়ন্ত্রণে থাকে। অফিসে যাওয়ার আগে এক গ্লাস ছাতু-লেবুর শরবত খেয়ে নিলে প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন পাবে শরীর। ছাতু পানি দিয়ে গুলে তাতে সামান্য বিট লবণ মিশিয়ে নিতে হবে। এর সঙ্গে একটু পাতিলেবুর রস মিশিয়ে দিলেও স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টিগুণ বাড়বে। যদি ওজন ঝরাতে চান, তা হলে চিনি বাদ দিতে পারেন। সেই সংক্রান্ত সমস্যা না থাকলে সামান্য গুড় যোগ করে নিতে পারেন।

প্রোটিন শেক : স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর। এতে থাকে নানা রকম খনিজও। ফল, প্রোটিন গুঁড়ো ও দুধ দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন প্রোটিন শেক। অফিসে যাওয়ার আগে প্রোটিন শেক খেলে শরীরে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ সবই যাবে। এতে প্রচুর ক্যালোরি থাকে। ফলে কয়েক ঘণ্টা কিছু না খেলেও চলবে।

বাঘ-সিংহ নয়, পৃথিবীতে ভয়ংকর প্রাণী মানুষ
-কনকচাঁপা

বিনোদন ডেস্ক : বাগেরহাটে হজরত খানজাহান আলীর (রা.) মাজারসংলগ্ন দীঘিতে কুমিরের মুখে কুকুরের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কনকচাঁপা। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাণী মানুষ বলে অবহিত করেছেন তিনি। ১১ এপ্রিল রাত ৮টার দিকে সামাজিক মাধ্যমে নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে এ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন গায়িকা। সংশ্লিষ্ট একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে কনকচাঁপা লিখেছেন, কুমির, কুকুর, হায়েনা, বাঘ-সিংহ কেউ না। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাণী মানুষ। পরে স্ট্যাটাসটি দ্রুতই সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে। এ সময় অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, ঘটনাস্থলে উপস্থিত দর্শনার্থীদের কেউ কেউ ভিডিও ধারণে ব্যস্ত থাকলেও অসহায় প্রাণীটিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেননি।

এতে মানবিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তারকা থেকে সাধারণ মানুষও। এ ঘটনাটি শুধু একটি প্রাণীর মৃত্যুই নয়; বরং সমাজের মানবিক মূল্যবোধ নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন ওঠেড়এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। উল্লেখ্য, গত ৮ এপ্রিল বিকালে খানজাহান আলী (রা.) মাজারের দক্ষিণ পাশের প্রধান ঘাট এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী ও মাজারসংশ্লিষ্টদের ভাষ্য অনুযায়ী, একটি অসুস্থ কুকুর শিশুসহ কয়েকজনকে কামড় দেয়। পরে স্থানীয়রা লাঠি ছুড়ে কুকুরটিকে তাড়ানোর চেষ্টা করলে সেটি দৌড়ে মূল ঘাটের দিকে যায়। সেখানে মাজারের নিরাপত্তাপ্রহরী ফোরকানকে আঁচড় দিলে তিনি পা ঝাড়া দেন। এতে কুকুরটি দীঘির পানিতে পড়ে যায়। মুহূর্তেই কুমির এসে কুকুরটিকে ধরে পানির নিচে চলে যায়।

অনন্তলোকে সুরসম্রাজ্ঞী আশা ভোসলে

বিনোদন ডেস্ক : যে কণ্ঠ আট দশক ধরে কোটি মানুষের হৃদয়ে প্রেম, বিরহ, উচ্ছ্বাস আর আবেগের ঝড় তুলেছে-সেই জাদুকরী কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল। সুরের মায়াজাল ছিন্ন করে অনন্তলোকে পাড়ি জমালেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোসলে। বড় বোন লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুর পর ভারতীয় সংগীতের যে শেষ বিশাল ছায়াবৃক্ষটি অবশিষ্ট ছিল, ১২ এপ্রিল রোববার দুপুরে সেটিও হারিয়ে গেল। ৯২ বছর বয়সে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই 'মেলোডি কুইন'। তার এই প্রয়াণে কেবল ভারতীয় সংগীতেই নয়, গোটা উপমহাদেশের সুরের আকাশে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হলো। অবসান হলো এক সোনালি অধ্যায়ের।শনিবার সন্ধ্যায় বুকে সংক্রমণ (চেস্ট ইনফেকশন) ও চরম ক্লান্তি নিয়ে মুম্বাইয়ের ওই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন আশা ভোসলে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর তথ্যমতে, রাতে তার হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ (কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট) হয়ে গেলে অবস্থার মারাত্মক অবনতি হয়। এরপর তাকে আই-সিইউতে নেওয়া হয়। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে রোববার দুপুরে মাল্টি-অর্গান ফেইলিওর (একাধিক অঙ্গ বিকল) হয়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। শিল্পীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে তার একমাত্র জীবিত সন্তান আনন্দ ভোসলে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন, 'মা আর নেই।' এর আগে ১১ এপ্রিল শনিবার তার হাসপাতালে ভর্তির খবর দিয়ে নাতনি জানাই ভোসলে এক্সে (সাবেক টুইটার) সবার কাছে প্রার্থনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রার্থনা আর কাজে এলো না। ১৩ এপ্রিল সোমবার বেলা ১১টায় লোয়ার পারেলের কাসা গ্র্যান্ডেতে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর বিকাল ৪টায় মুম্বাইয়ের শিবাজি পার্কে এই কিন্নরকণ্ঠীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শোকস্তব্ধ পুরো উপমহাদেশ : আশা ভোসলের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, তার সুরেলা কণ্ঠ চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। মহারাষ্ট্রের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বলেন, লতা দিদির পর সংগীতে তিনি যে বিশাল আশ্রয় হয়ে ছিলেন, আজ সেই আশ্রয়টিও ভেঙে পড়ল। এছাড়া এআর রাহমান, অক্ষয় কুমার, করণ জোহর, কাজল থেকে শুরু করে বলিউড ও উপমহাদেশের অগণিত তারকা এই কিংবদন্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

এক জীবনে এত গান : আট দশকের বেশি সময় ধরে ২০টি ভিন্ন ভাষায় ১১ হাজারেরও বেশি গান গেয়ে ২০১১ সালে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পেয়েছিলেন আশা ভোসলে। ১৯৩৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের মঙ্গেশকর পরিবারে তার জন্ম। বাবা পণ্ডিত দীননাথ মঙ্গেশকরের কাছেই প্রথম তালিম।

প্লেব্যাকের শুরু : মাত্র ৯ বছর বয়সে বাবাকে হারানোর পর বড় বোন লতার হাত ধরে ১৯৪৩ সালে মারাঠি সিনেমায় প্রথম প্লেব্যাক করেন তিনি। এরপর ১৯৪৮ সালে 'চুনারিয়া' সিনেমায় 'খাতু আয়া' গানের মধ্য দিয়ে হিন্দি চলচ্চিত্রের প্লেব্যাকজগতে তার অবিস্মরণীয় যাত্রা শুরু।

ফোর্বসের স্বনির্ভর ধনীর তালিকায় সেলেনা গোমেজ

বিনোদন ডেস্ক : বিনোদন জগতের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যবসায়িক জগতেও নিজের আধিপত্য বিস্তার করছেন মার্কিন পপ তারকা সেলেনা গোমেজ। সম্প্রতি ফোর্বস সাময়িকীর প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ২৫০ জন 'সেলফ-মেড' বা স্বনির্ভর ধনীর তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন এই গায়িকা, অভিনেত্রী ও উদ্যোক্তা। তবে এত বড় অর্জনের আনন্দের মাঝেও ফোর্বসের ব্যবহৃত ছবি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদ নয় বরং নিজের কঠোর পরিশ্রম ও মেধার জোরে এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী এই তারকা। তার এই সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ২০২০ সালে চালু করা তার প্রসাধনী ব্র্যান্ড 'রেয়ার বিউটি'। ব্র্যান্ডটি বাজারে আসার অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। শুধুমাত্র বিক্রয় নয়, মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রচারণার জন্যও ব্র্যান্ডটি প্রশংসিত হয়েছে। ফোর্বসের তালিকায় সেলেনার অন্তর্ভুক্তি প্রশংসিত হলেও তার প্রোফাইলে ব্যবহৃত ছবিটি নিয়ে ভক্তদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেক ভক্তের দাবি, ফোর্বসের ব্যবহৃত ছবিটি যথাযথভাবে এডিট করা হয়নি এবং সেখানে আলোর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সাধারণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তরা সেলেনার রেড কার্পেটের গ্ল্যামারাস ছবির সঙ্গে ফোর্বসের এই 'অগোছালো' ছবির তুলনা করে নানারকম পোস্ট করছেন। অনেকের মতে, প্রফেশনাল কোনো পোর্ট্রেটের বদলে এটি দেখতে অনেকটা সাধারণ কোনো স্ন্যাপশটের মতো লাগছে। এদিকে ব্যবসার পাশাপাশি অভিনয়েও সমানতালে দ্যুতি ছড়াচ্ছেন সেলেনা। বর্তমানে তিনি জনপ্রিয় কমেডি-মিস্ট্রি সিরিজ 'অনলি মার্ডারস ইন দ্য বিল্ডিং'-এ স্টিভ মার্টিন এবং মার্টিন শর্টের সঙ্গে অভিনয় করছেন। সিরিজটি সমালোচকদের প্রশংসা পাওয়ার পাশাপাশি তাকে একজন বহুমুখী অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সব মিলিয়ে ফোর্বসের এই স্বীকৃতি সেলেনা গোমেজকে তার প্রজন্মের অন্যতম প্রভাবশালী এবং সফল বহুমুখী ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলে ধরেছে।

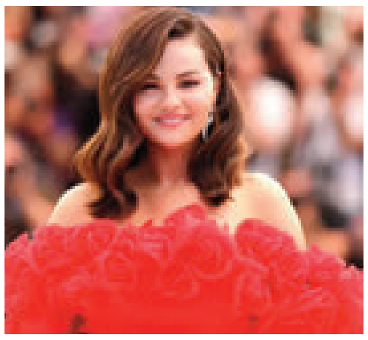

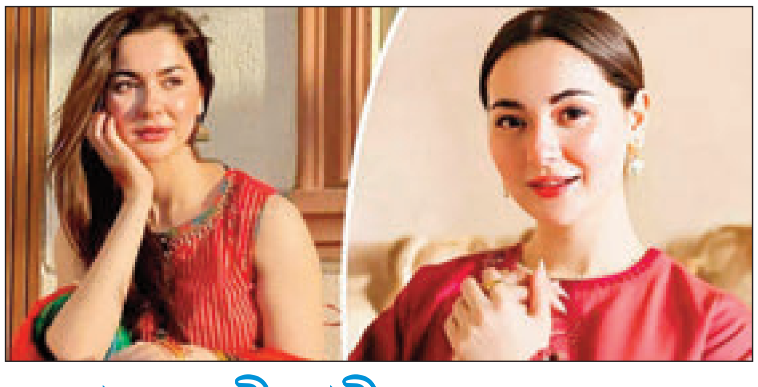

মানুষ সুখী নারীকে সহ্য করতে পারে না : হানিয়া আমির

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনলাইন হয়রানি এবং বুলিং নিয়ে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন। ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে ক্যাপশনে তিনি বিদ্রূপাত্মকভাবে লিখেছেন 'অ্যাটেনশন সিকার', সেখানে তিনি ডিজিটাল জগতের রূঢ় বাস্তবতা তুলে ধরেন। 'কাভি ম্যাঁয় কাভি তুম' (২০২৪) এবং 'মেরি জিন্দেগি হ্যায় তু' (২০২৫)-এর মতো জনপ্রিয় পাকিস্তানি ড্রামার এই অভিনেত্রী জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার সাম্প্রতিক অনুপস্থিতির কারণ ছিল ক্রমাগত নেতিবাচকতা। এমনিতে অনলাইন দুনিয়ায় এই অভিনেত্রী বেশ সরব থাকেন। হানিয়া বলেন, 'আমি বিতর্কের কাছে নতুন কেউ নই। কিন্তু এই নেতিবাচকতা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল যে আমার নিজেকে বদলে ফেলা উচিত কিনা।' তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'মানুষ সুখী নারীদের ঘৃণা করে। শুধু পুরুষরাই নয়, এমনকি নারীরাও এই তালিকায় রয়েছে।'

নারীদের প্রতি অন্য নারীদের নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে হানিয়া চরম হতাশাও প্রকাশ করেন। একে তিনি একটি 'হেট ট্রেন' বা ঘৃণার মিছিল হিসেবে অভিহিত করে বলেন, 'আমরা যেন অন্য নারীকে নিচু করার মধ্যেই এক ধরণের শান্তি খুঁজে পাই।' তিনি আরও যোগ করেন, আগে এই সামাজিক বিচারগুলো ঘরে বা সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা ইনস্টাগ্রামে চলে এসেছে। এখনও মানুষের বর্ণ বা শারীরিক গঠন নিয়ে মন্তব্য করা হচ্ছে। হানিয়া সম্প্রতি তার এবং এক বান্ধবীর পোশাকের মধ্যে করা একটি 'দিস অর দ্যাট' তুলনামূলক পোস্টের উদাহরণ টেনে প্রশ্ন তোলেনড় কেন এই ধরণের কনটেন্ট তৈরি করা হয়? তার ভাষায়, 'যদি এটি ফ্যাশন নিয়েই হতো, তবে আপনারা কেন পুরুষদের সঙ্গে অন্য পুরুষের তুলনা করেন না?' তার মতে, এই ধরণের তুলনা কেবল নারীদের মধ্যে অহেতুক প্রতিযোগিতাই বাড়িয়ে দেয়। খ্যাতি অর্জন করলে প্লাস্টিক সার্জারি বা অসৎ উপায়ের আশ্রয় নেওয়ার যে অপবাদ নারীদের দেওয়া হয়, তারও প্রতিবাদ জানান হানিয়া। তিনি বলেন, 'কোনো নারী যখন প্রচলিত নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন সে নিরাপদ থাকে না। আপনারা একটু ভাবুন তো, একজন সুখী ও সন্তুষ্ট নারীকে দেখলে আপনাদের কেন খারাপ লাগে?' হানিয়া তার অনুসারীদের উদ্দেশে প্রশ্ন রাখেন, 'আমাদের একটু থামা উচিত এবং ভাবা উচিতড় আমরা কি কাউকে কেবল সে জনপ্রিয় বলে ঘৃণা করছি? নাকি সে অনেক কিছু অর্জন করেছে বলে? নাকি সে তার জীবনকে দারুণভাবে উপভোগ করছে বলে?' হানিয়ার এই সাহসী পোস্টের নিচে দেশটির অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তারকা অভিনেত্রীর প্রশংসা করেছেন। পরিশেষে তিনি সবাইকে ইতিবাচক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'মানুষকে তার নিজের মতো থাকতে দিন।' সূত্র : দ্র এক্সপ্রেস ট্রিবিউন

আবেগতাড়িত হয়ে বিয়ে করাটা আমার জীবনের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল : অপু বিশ্বাস

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা অপু বিশ্বাস ও শাকিব খানের সঙ্গে জুটি একসময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। এই জুটি উপহার দিয়েছেন অনেক ব্যবসা সফল সিনেমা। তবে সিনেপর্দার বাইরেও তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভালোবেসে তারা বিয়েও করে ফেলেন ২০০৮ সালে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও ক্যারিয়ারের নানা দিক নিয়ে অপু খোলাখুলি কথা বলেছেন। সেখানে বিয়ের প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বিয়ে কেন টার্নিং পয়েন্ট হবে? ওটা আসলে ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। খুব অল্প বয়সে আবেগতাড়িত হয়ে বিয়ে করাটা আমার জীবনের ভুল ছিল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই ম্যাচিউরিটি না আসা পর্যন্ত কোনো মেয়েরই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।' ভবিষ্যতে নতুন করে ঘর বাঁধার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে অপু বিশ্বাস বলেন, 'এই মুহূর্তেই এমন কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই।' বর্তমান সময়ের ট্রল ও সমালোচনা প্রসঙ্গেও নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন তিনি। অপু বিশ্বাস জানান, এসব নেতিবাচক বিষয় নিয়ে তিনি মোটেও বিচলিত নন। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব তিনি এড়িয়ে চলেন এবং মাঝে মাঝে বেশ উপভোগও করেন। ২০০৮ সালের ১৮ এপ্রিল শাকিব খানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন অপু বিশ্বাস। দীর্ঘ সময় বিষয়টি গোপন রাখার পর ২০১৭ সালের ১০ এপ্রিল একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি অনুষ্ঠানে এসে বিয়ের কথা প্রকাশ করেন নায়িকা। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ১২ মার্চ এই দম্পতির আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তাদের রয়েছে এক ছেলে সন্তান। সাক্ষাৎকারে শুটিং ফ্লোরের প্রসঙ্গে উঠে আসতে অপু বিশ্বাস বলেন, 'প্রিভিয়াসে একটু বেশি বাচ্চা ছিলাম। ক্যামেরার সামনে কী বলে ফেলতাম, কী করে ফেলতাম... কারণ ইমোশনের জন্য ক্যামেরা না। ক্যামেরা হচ্ছে পাবলিক ফেস করতে হয়।' উল্লেখ্য, আসছে কুরবানির ঈদে অপু বিশ্বাসের নতুন সিনেমা 'সিক্রেট' মুক্তি পেতে পারে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। যদিও এই সিনেমাটি নিয়ে এখনই কোনো স্পষ্ট কথা বলতে পারেননি এই অভিনেত্রী।

এবার কি রাজনীতির মাঠে দেখা যাবে শিমলাকে?

অভিনেত্রী শামসুন্নাহার শিমলা ছোটবেলায় 'কেয়ামত থেকে কেয়ামত' সিনেমা দেখে নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। সেই অনুপ্রেরণায় কিশোরী বয়সে বড় ভাইকে নিয়ে ঝিনাইদহ থেকে ঢাকায় পালিয়ে আসেন। পরিচালক শহীদুল ইসলাম খোকনের নজরে পড়ে 'ম্যাডাম ফুলি' সিনেমায় সুযোগ পান এবং প্রথম ছবিতেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি তার অভিনয়জীবনের শুরু এবং রাজনীতিতে আসার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন।

‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ দিচ্ছে এয়ারকন্ডিশন ও হিটিং সিস্টেম সুবিধা

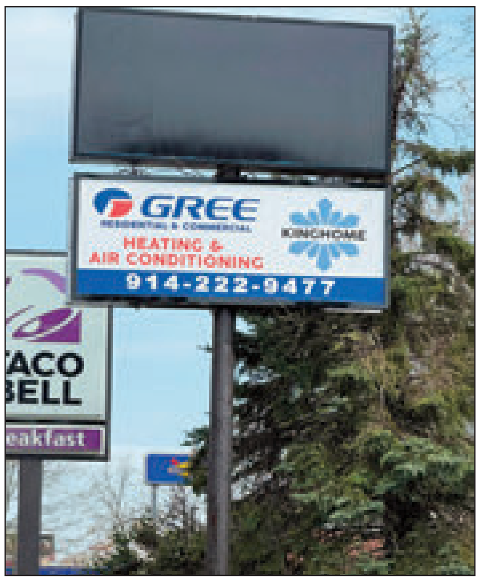

(শেষ পাতার পর)

কমিউনিটির মতো স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটিকেও সেবা প্রদান করছেন। বাংলাদেশীরা ব্যাপকহারে সেবা নিচ্ছেন ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ থেকে। প্রতিষ্ঠানটির উন্নতমানের, অত্যাধুনিক ও পরিবেশসম্মত এয়ারকন্ডিশন এবং হিটিং সিস্টেম সেবা ইতোমধ্যে বিশ্বস্থতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ইয়াংকার্সে অবস্থিত বাংলাদেশি মালিকানাধীন এই বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি তাদের কর্ম ও সেবায় গত কয়েক বছরে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি কমিউনিটি ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায় অর্জন করেছে ব্যাপক সুনাম। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি-আমেরিকান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিক তোফায়েল চৌধুরী লিটনের মালিকানাধীন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ সরকারি অনুদানে এয়ারকন্ডিশন এবং হিটিং স্থাপনের সুবিধা দিচ্ছে।

প্রবাসী বাংলাদেশীরা নানাবিধ ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত থাকলেও বড় ধরণের ইলেকট্রোনিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। সেদিক থেকে তোফায়েল চৌধুরী লিটন বলতে গেলে পাইওনিয়ার। নিউইয়র্ক সিটি সংলগ্ন ওয়েস্ট চেস্টার কাউন্টির ইয়ংকার্সে ছোট ২ ভাইকে সাথে নিয়ে ৬ বছর আগে ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ চালু করেন তোফায়েল চৌধুরী লিটন। গ্রি-ম্যাকানিকাল বিনামূল্যে এয়ারকন্ডিশন এবং হিটিং সিস্টেম সংযুক্ত করে দিচ্ছে গ্রাহকদেরকে। একই সাথে দিচ্ছে ১০ বছরের গ্যারান্টি। ফলে কোন ধরণের সমস্যা হলে তাৎক্ষণিক মেরামতের সুবিধা পাচ্ছেন গ্রাহকরা। এয়ারকন্ডিশন এবং হিটিং সিস্টেম ছাড়াও ঘরে কাপড় শুকানোর জন্য দিচ্ছে ফ্রি ড্রয়ার। যে কেউ এই ফ্রি ড্রয়ার সংগ্রহ করতে পারেন।

তোফায়েল চৌধুরী জানান, বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি থেকে প্রতি পরিবারকে ৮ থেকে ১০ হাজার ডলার রিবেট দেয়া হচ্ছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্যেও অনুদানের আগাম বুকিং দিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট সবার উচিত এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা। এজন্য তারা এখনই যোগাযোগ করতে পারেন।এদিকে বাসা-বাড়িতে এয়ারকন্ডিশন এবং হিটিং সিস্টেম স্থাপনের এই সরকারী অনুদান খুব শিগগিরই বন্ধ হয়ে যেতে পারে এমন তথ্য জানিয়ে ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’র কর্ণাধার তোফায়েল চৌধুরী বলেন, আমরা জানতে পেরেছি এ বছরের শেষে বন্ধ হওয়ার আলোচনা চলছে। সরকারি অনুদানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বাসা-বাড়িতে হিটিং ও এসি স্থাপনের সুবিধা শেষের আগেই সিটির বাসা-বাড়ি মালিকদের প্রতি আগাম বুকিং দেয়ার আহবান জানাচ্ছি।তিনি বলেন,এয়ারকন্ডিশন এবং হিটিং সিস্টেম স্থাপন করে মুক্তি পেতে পারেন বয়লার সিস্টেম থেকে এবং সাশ্রয় করতে পারেন অতিরিক্ত বিল।

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সহযোগিতা বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬ বছর আগে নিউইয়র্কের ইয়াংকার্সে এই প্রতিষ্ঠান চালু করেন তোফায়েল চৌধুরী। তাদের কেন্দ্রিয় অফিস বা প্রতিষ্ঠান ইয়াংকার্সে হলেও নিউইয়র্কের সর্বত্র এই কাজ করেন তারা। লং আইল্যান্ড এবং ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতেও রয়েছে অফিস। বলা চলে অনেকটা বিনা অর্থে এই সিস্টেম লাগিয়ে দিচ্ছেন তিনি। সেই সঙ্গে দিচ্ছেন ১০ বছরের গ্যারান্টি-ওয়্যারেন্টি। আরো রয়েছে বিক্রয়োত্তর সেবা। তিনি বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটির যারা এখনও বাসায় হিটিং এন্ড কুলিং সিস্টেম লাগাননি তারা এখনি তা নিতে চাইলে আমরা পেতে সাহায্য করব। সবকিছুর দাম বাড়লেও হিটিং এন্ড কুলিং সিস্টেম আমরা এখনো আগের দামেই রেখেছি। আমাদের স্টক সীমিত। সময়ও সীমিত। এখনো এই সুযোগ যারা গ্রহণ করেননি, তাদের আগাম বুকিং দেয়ারও আহবানও জানান তিনি।

বৃহত্তর সিলেটের সন্তান ও সফল ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী জানান, এটি মূলত নিউইয়র্ক সিটির প্রজেক্ট। এই প্রজেক্ট চালু করা হয় নিউইয়র্ক সিটিতে গ্রিন সিটি করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। অন্য কমিউনিটির লোকজন গ্রহণ করছে এই সুযোগ। তিনি বলেন, এই সিস্টেম চালুর জন্য প্রয়োজন শুধু একজন বাড়ির মালিক বা ব্যবসায়ীর সিদ্ধান্ত নেওয়া। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমরাই নিজেদের লোক দিয়ে সিটির অর্থায়নের ব্যবস্থা সহ সবকিছু বাস্তবায়ন করি। ‘গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স’ মূল প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন ৮ হাজার বর্গফুর্টের নতুন একটি ওয়ার হাউজ ক্রয় করেছে বলে জানান তোফায়েল চৌধুরী লিটন। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় তোফায়েল চৌধুরী লিটনকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করছেন তার দু’ই অনুজ সাইমন চৌধুরী ও ফরহাদ চৌধুরী। বিস্তারিত যোগাযোগের জন্যে ৯১৪-২২২-৯৪৭৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন তোফায়েল চৌধুরী।

যুক্তরাষ্ট্রে ‘রাক্ষস’ মুক্তি পাচ্ছে ১৭ এপ্রিল

(শেষ পাতার পর)

থেকেই বাণিজ্যিক ঘরানার এই রোমান্টিক থ্রিলারটি প্রশংসা কুড়িয়েছে দর্শক ও সিনেবোদ্ধাদের কাছ থেকে। সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন মেহেদি হাসান হৃদয়, যিনি এর আগে ইন্ডাস্ট্রি হিট ‘বরবাদ’ নির্মাণ করে আলোচনায় এসেছিলেন।

আগামী ১৭ এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত এই চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সিয়াম আহমেদ, যিনি ‘রাক্ষস’ চরিত্রে এক ভিন্নরূপে হাজির হচ্ছেন। ইতোমধ্যেই পোস্টার ও প্রচারণায় তার লুক দর্শকদের মাঝে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

ছবিটি প্রযোজনা করেছেন আজিম হারুন ও শাহরীন আক্তার সুমি। আন্তর্জাতিকভাবে সিনেমাটি পরিবেশন করছে গ্যালাক্সি মিডিয়া (এধষধীু গবফরধ)। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এই সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থা চলছে। এ উপলক্ষে নিউ ইয়র্কের একটি পার্টি হলে প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী সাংবাদিক ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। গ্যালাক্সি মিডিয়ার কর্ণধার বদরুদ্দোজা সাগর বলেন, “আমরা সবসময়ই ভিন্নধর্মী ও শক্তিশালী গল্পের বাংলা সিনেমা দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। ‘রাক্ষস’ এমন একটি চলচ্চিত্র, যা শুধু বিনোদনই দেবে নাড়্দর্শকদের নাড়িয়ে দেবে ভেতর থেকে। উত্তর আমেরিকার প্রেক্ষাগৃহে এটি হবে একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।”

প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন (জবধষ ঊহবৎমু চৎড়ফঁপঃরড়হ) এর ব্যানারে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি অ্যাকশন, সাসপেন্স ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের এক অনন্য মিশেল হিসেবে নির্মিত হয়েছে।

নির্মাতা জানান, ‘রাক্ষস’ শুধুমাত্র একটি অ্যাকশন সিনেমা নয়, বরং মানুষের অন্তর্গত অন্ধকার দিক ও প্রতিশোধের গল্পকে নতুনভাবে তুলে ধরবে। দর্শকদের জন্য থাকছে চমকপ্রদ ভিজ্যুয়াল, তীব্র নাটকীয়তা এবং এক ভিন্নধর্মী সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতা।

এখন দেখার বিষয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর ‘রাক্ষস’ কতটা সাড়া ফেলতে পারে এবং সিয়াম আহমেদের এই ভিন্নধর্মী উপস্থিতি দর্শকদের কতটা নাড়া দেয়।

ডেমোক্রেট কাউন্টি কমিটিতে লড়ছেন খোরশেদ খন্দকার

(শেষ পাতার পর)

হয়েছেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট খোরশেদ খন্দকার, যা স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে আরও দৃশ্যমান করে তুলছে।

তিনি কুইন্সের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-২৯ এবং ইলেকশন ডিস্ট্রিক্ট-৪৩ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামী ২৩ জুন এই প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ইতোমধ্যে তার মনোনয়নপত্র নিউইয়র্ক স্টেট বোর্ড অব ইলেকশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

খোরশেদ খন্দকার ‘অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার’ (অ্যাসাল)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কমিউনিটি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছেন।

তার প্রার্থিতাকে সমর্থন জানিয়েছেন অ্যাসাল-এর প্রতিষ্ঠাতা ও এমেরিটাস প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন। উল্লেখ্য, খোরশেদ খন্দকার কুইন্সের বর্তমান অ্যাসেম্বলিওম্যান অ্যালিসিয়া হাউন্ডম্যানের প্রতিনিধিত্বাধীন এলাকা থেকে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। কমিউনিটির অনেকের মতে, তার এই প্রার্থিতা যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের প্রতিনিধিত্ব আরও জোরদার করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে।

মরিয়ম মারিয়ার নতুন গান “জীবনের ব্যালকনি”

(শেষ পাতার পর)

ইউটিউব চ্যানেলে শোনা যাচ্ছে। চমৎকার এই গানটির কথা লিখেছেন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। মানুষের জীবনের পড়ন্ত বিকেলের হতাশা থেকে বের হয়ে এসে জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো উপভোগ করার এক চমৎকার ইতিবাচক চিন্তার লিরিকের ওপর সুর করেছেন গুণী সুরকার, নিউজিল্যান্ড-প্রবাসী রোমেল হাসান। গানটি সম্পর্কে শিল্পী মরিয়ম মারিয়া বলেন, এইরকম মটিভেশনাল গানের লিরিকই আমি খুঁজছিলাম। কাজী জহিরুল ইসলাম আমার খুব প্রিয় একজন কবি, তার সব লেখাই আমার ভালো লাগে। কবিকে অনুরোধ করেছিলাম আমার জন্য কিছু গান লিখে দিতে, তাৎক্ষণিকভাবে তিনি এই গানটি আমাকে দেন এবং আরো নতুন গান লিখে দেবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। রোমেল হাসান খুব গুণী একজন সুরকার ও মিউজিক কম্পোজার, এই প্রজন্মের শিল্পী হিসেবে তথ্য-প্রযুক্তির ওপরও ওর দারুণ দখল। ফলে একটি গানকে সফল করে তোলার কৌশল ওর জানা। আমি খুব খুশি যে প্রিয় কবির কথায় একজন প্রিয় সুরকার সুর বসিয়েছেন, গানটি গাইতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত, আশা করি শ্রোতারা উপভোগ করবেন।

ড্রামা সার্কল

ড্রামা সার্কল

ড্রামা সার্কল

ড্রামা সার্কল

আনন্দধ্বনি

আনন্দধ্বনি

নিউইয়র্কে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব

(শেষ পাতার পর)

আয়োজন,শোভাযাত্রা সব মিলিয়ে বর্ষবরণের এই উৎসব যেন হয়ে ওঠে আবেগঘন।

ড্রামা সার্কল : নিউইয়র্কে পহেলা বৈশাখ মানেই প্রবাসী বাঙালির হৃদয়ে এক বিশেষ আবেগের নাম–আর সেই আবেগের অন্যতম ধারক ও বাহক ঐতিহ্যবাহী নাট্যসংগঠন ড্রামা সার্কল নিউইয়র্ক। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সংগঠনটি একটি অনন্য ঐতিহ্য ধরে রেখেছে–পহেলা বৈশাখের দিনেই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন। সময়ের সাথে সাথে অনেক আয়োজনের ধরন বদলালেও, পহেলা বৈশাখের দিনটিকে কেন্দ্র করেই উৎসব উদযাপনের এই ধারাবাহিকতা ড্রামা সার্কলকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে প্রবাসী সমাজে।

এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার পহেলা বৈশাখে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত হলো ড্রামা সার্কল নিউইয়র্কের আয়োজনে বর্ষবরণ ১৪৩৩। বিকেল থেকেই রঙ-বেরঙের বৈশাখী সাজে সেজে শতশত প্রবাসী বাঙালির উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। লাল-সাদা পোশাক, শাড়ি-পাঞ্জাবি আর বাঙালিয়ানার ঐতিহ্যবাহী সাজে যেন এক টুকরো বাংলাদেশ ধরা দেয় নিউইয়র্কের মাটিতে। অনুষ্ঠান শুরু হয় ঠিক সন্ধ্যা ৭টায় পান্তা-ইলিশ ভোজের মাধ্যমে–যা পহেলা বৈশাখের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এই ভোজের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ডা. দিলরুবা হোসেন ও আলী শিকদার। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে এই পান্তা-ইলিশ যেন সকলকে ফিরিয়ে নেয় শিকড়ের টানে, গ্রামের উঠোনে, বাংলা নববর্ষের চিরচেনা স্মৃতিতে। পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হয় নববর্ষের শুভেচ্ছা বক্তব্য ও সাংস্কৃতিক পর্ব।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি নার্গিস আহমেদ এবং বর্তমান সভাপতি আবীর আলমগীর। তারা তাদের বক্তব্যে ড্রামা সার্কলের দীর্ঘ পথচলা, প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে এই ঐতিহ্য ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্কের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, উৎসব গ্রুপের প্রধান রায়হান জামান, ঠিকানার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এম এম শাহীন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোলাম ফারুক ভূঁইয়া, বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভির সম্পাদক আবু তাহের, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, সাগর ফাউন্ডেশনের প্রধান শাহাবুদ্দিন সাগর, কাহিনীক-এর সিইও ইফতেখার ইভান এবং এফএমএস গ্রুপের প্রধান হোসেন জব্বার শৈবাল।

সাংস্কৃতিক আয়োজনে ছিল বৈচিত্র্য ও প্রাণবন্ত উপস্থাপনা। সংগীত পরিবেশন করেন চন্দন চৌধুরী, লেমন চৌধুরী, কান্তা আলমগীর, ফারহানা তুলি, জাফরিন আবেদীন, ফারহানা মমো, আনোয়ারা আনা ও শায়ান। নৃত্য পরিবেশন করে জারিন মাইশা, অন্তরা সাহা এবং নীলা ড্যান্স একাডেমির শিল্পীরা। আবৃত্তি পরিবেশন করেন ফারুক আজম।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন আদিবা জহির ও আবার আলমগীর। পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ, আন্তরিকতা এবং মিলনমেলার আবহ। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে এমন আয়োজন শুধু বিনোদনের নয়–এটি হয়ে ওঠে শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে পহেলা বৈশাখের দিনেই বর্ষবরণ আয়োজনের এই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে ড্রামা সার্কল নিউইয়র্ক আবারও প্রমাণ করলো–প্রবাসে থেকেও বাংলা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আবেগকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব, যদি থাকে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা।

আনন্দধ্বনি : প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির ধারাকে অটুট রেখে সাংস্কৃতিক সংগঠন 'আনন্দধ্বনি'-এর আয়োজনে গত ১২ এপ্রিল রোববার কুইন্সের কুইন্সবোরো পারফরমিং আর্টস সেন্টারে (কিউপিএসি) অনুষ্ঠিত হলো বাংলা বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ ১৪৩৩। এ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিকেল ৫টা থেকে শুরু হওয়া এই আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যাপক অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কানায় কানায় পূর্ণ ছিল কিউপিএসির বিশাল মিলনায়তন। বর্ণাঢ্য এ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে আনন্দধ্বনি-টিবিএ২৪, যেখানে সহযোগিতায় ছিল কুইন্স সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক। পুরো আয়োজনটি পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন সংগঠনের পরিচালক অর্ঘ্য সারথী শিকদার, যিনি প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বর্ষবিদায়ের আবহে পরিবেশিত হয় কবিতা, আবৃত্তি ও সংগীত। এরপর নতুন বছরের আগমনী বার্তা নিয়ে মঞ্চে পরিবেশিত হয় বৈশাখী গান ও নান্দনিক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। জনপ্রিয় শিল্পী নকুল কুমার বিশ্বাস তাঁর সুরেলা কণ্ঠে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। একইসঙ্গে ডা. সেজান মাহমুদসহ স্থানীয় শিল্পীরাও সঙ্গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানে প্রাণ সঞ্চার করেন। আবৃত্তি করেন ডা. নাসরিন শাহানা, এমডি এবং সেতারে ঝড় তোলেন ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী।

সঙ্গীত আয়োজনে সহযোগিতা করে 'মাটি' ব্যান্ড, যা আধুনিক ও লোকজ ধারার গানের সংমিশ্রণে পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

এবিসিএইচ

এবিসিএইচ

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দিয়ে নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ বন্ধ করছেন ট্রাম্প

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দিয়ে নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে যাওয়া, যা 'বার্থ ট্যুরিজম' নামে পরিচিত, এখন কঠোর নজরদারির মুখে পড়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন এ ধরনের কার্যক্রমে জড়িত চক্রগুলোর বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) একটি অভ্যন্তরীণ ই-মেইল থেকে জানা গেছে, সংস্থাটি "বার্থ ট্যুরিজম ইনিশিয়েটিভ" নামে নতুন একটি উদ্যোগ চালু করেছে। এর আওতায় দেশজুড়ে তদন্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমন সব সংগঠিত নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করতে, যারা গর্ভবতী নারীদের ভিসা আবেদনে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিতে সহায়তা করে যুক্তরাষ্ট্রে আসতে সাহায্য করে। এই নারীদের প্রধান লক্ষ্য থাকে যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দিয়ে নবজাতকের জন্য স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা। ট্রাম্প প্রশাসন এই বিষয়টিকে সামনে এনে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বর্তমান নীতিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যানা কেলি বলেন, এই ধরনের জন্ম পর্যটন করদাতাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে। তাঁর দাবি, বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই জন্মের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব দেওয়া হয় না। অন্যদিকে মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্ম দেওয়া নিজেই বেআইনি নয়। তবে এই প্রক্রিয়ায় যদি ভিসা জালিয়াতি বা প্রতারণা ঘটে, সেসব ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করা হবে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে চালু হওয়া একটি নীতিমালায় বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র সন্তানের নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে পর্যটক ভিসা ব্যবহার করা যাবে না। এ ধরনের ক্ষেত্রে জালিয়াতির অভিযোগ আনা হতে পারে।

পরিসংখ্যানের দিক থেকে 'বার্থ ট্যুরিজম' কতটা বড় সমস্যা, তা স্পষ্ট নয়। সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন স্টাডিজের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছিল, ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার নারী এই উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। তবে ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া প্রায় ৩৬ লাখ শিশুর তুলনায় এই সংখ্যা খুবই সামান্য। তবুও রিপাবলিকান নেতারা এই ইস্যু সামনে এনে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিত করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী অনুযায়ী, দেশটিতে জন্ম নেওয়া প্রায় সব শিশুই নাগরিকত্ব পায়, যা দীর্ঘদিনের আইনি নজির। ক্ষমতায় ফিরে প্রথম দিনেই ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেন, যেখানে বলা হয়, যদি বাবা-মায়ের কেউ মার্কিন নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা না হন, তাহলে তাদের সন্তান যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নিলেও নাগরিকত্ব পাবে না। এই সিদ্ধান্তটি আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হলে কয়েকজন ফেডারেল বিচারক তা স্থগিত করেন, এবং বিষয়টি এখন মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বর্তমান নিয়ম "বার্থ ট্যুরিজম"-কে উৎসাহিত করছে এবং এর মাধ্যমে বিদেশি নাগরিকদের একটি প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে, যাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তব সংযোগ কম। এই নতুন উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস (এইচএসআই)। সংস্থাটি বিশেষভাবে জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ এবং অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহারের সঙ্গে জড়িত চক্রগুলো ভেঙে দিতে কাজ করবে।

এর আগে ২০১৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় 'বার্থ হাউস' পরিচালনার অভিযোগে একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল, যেখানে বিদেশি নারীদের যুক্তরাষ্ট্রে এনে সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। সেই ঘটনাকে জন্ম পর্যটনের বিরুদ্ধে প্রথম বড় আইনি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামগ্রিকভাবে, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব এখনো বহাল থাকলেও, এই সুযোগকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জালিয়াতি চক্রগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন।

নিউইয়র্কে আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ গঠিত

(শেষ পাতার পর)

বাংলাদেশের লোক সঙ্গীত সম্রাট খ্যাত মরহুম আব্দুল আলীম-কে প্রবাসীদের মাঝে তুলে ধরার পাশাপাশি তার গানের প্রচার-প্রসারাই নবগঠিত স্মৃতি পরিষদের মূল লক্ষ্য ও উদেশ্যে। এজন্য মাঝে মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এসব অনুষ্ঠানে মরহুম শিল্পীকে তুলে ধরা হবে। সম্প্রতি এই পরিষদ গঠিত হয়েছে। পরিষদে সাংবাদিক বেলাল আহমেদ-কে সভাপতি ও সঙ্গীত শিল্পী জোহরা আলীম-কে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নিউইয়র্ক প্রবাসী শিল্পী জোহরা আলীম আব্দুল আলীম-এর কন্যা।

এদিকে আগামী ১৭ মে রোববার বেলা দু'টায় আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ ইউএসএ'র উদ্যোগে জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে পরিষদের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, মরমী শিল্পী আব্দুল আলীম ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই বৃটিশ ইন্ডিয়ার পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে ঢাকা চলে আসেন এবং মাত্র ১৪ বছর বয়সে ঢাকা বেতারের শিল্পী হিসেবে যোগ দেন। তিনি ৪৩ বছর বয়সে ১৯৭৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার পিজি হাসপাতালে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদালয়) শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তার স্ত্রীর নাম বেগম জামিলা খাতুন। শিল্পী আব্দুল আলীম প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১৯৭৭ সালে একুশে পদক এবং ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে এক দশকে সর্বোচ্চ স্টুডেন্ট-ভিসা আবেদন বাতিল

(প্রথম পাতার পর)

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভিসা আবেদন নাকচ করা হচ্ছে। ২০২৫ সালে স্টুডেন্ট ভিসার আবেদন নাকচের হার বেড়েছে ৩৫ শতাংশ, যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। ছাত্র ভিসা আবেদন বাতিলের তালিকায় ভারত ও আফ্রিকান দেশগুলোর সবচেয়ে বেশি।ট্রাম্প প্রশাসনের ইমিগ্রেশন নীতর আওতায় যেকোনো ক্যাটাগরির ভিসা আবেদনকারীর ব্যাপারে কঠোর পরীক্ষনিরীক্ষার কারণ্েই উচ্চ শিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রে আসতে প্রস্তুত ছাত্ররা এখন বিপাকে পড়েছেন।

এদিকে, ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টেন ইমিগ্রেশন বিরোধী কিছুটা ভাটা পড়েছে গত জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। গণমাধ্যমে প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী আটক অবৈধ অভিবাসী সংখ্যা গত তিন মাসে প্রায় ১২ শতাংশ কমেছে। কংগ্রেসে বাইপার্টিজান ইমিগ্রেশন সংস্কারের জন্য প্রস্তাবিত 'ডিগনিটি অ্যাক্ট' নিয়ে বিতর্ক চলার পর্যায়ে অবৈধ ইমিগ্রান্ট আটক ও বহিস্কারে ভাটা পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাছাড়া ট্রাম্প প্রশাসন ইরান যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় গত মার্চ থেকে 'আইস' এর অভিযান হ্রাস পেয়েছে। 'গ্লোবাল সাউথ' নামে এক সংস্থার হিসাব অনুযায়ী গতবছর এফ-১ ভিসা আবেদন নকচের দিক থেকে একক দেশ হিসেবে ভারতের ছাত্রদের ৬১ শতাংশ আবেদনই নাকচ করা হয়েছে। আফ্রিকার দেশগুলোর ছাত্রদের আবেদন নাকচের হার গড়ে ৬৪ শতাংশ। কোনো কোনো দেশের ক্ষেত্রে ছাত্র ভিসার আবেদন নাকচের হার অনেক বেশি। সিয়েরা লিওন ও সোমালিয়ার আবেদনকারী ছাত্রদের আবেদনের ৯০ শতাংশের বেশি বাতিল করা হয়েছে।ট্রাম্প যুগে ভিসা ইস্যু করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের তৎপরতা এবং আবেদনকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য কঠোরভাবে যাচাই করার ফলে ছাত্রদের ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

নিউজউইকের এক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বরাবর মেধা-ভিত্তিক ছাত্রভর্তির যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল, তা ক্ষুন্ন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলার অফিসগুলোর স্থানীয় সিদ্ধান্তে ভিসা প্রত্যাখ্যার কারণে। নিবন্ধে আরও বলা হয়, কোনো মেধাবী বিদেশি ছাত্রের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার জন্য ভিসা প্রদান করা বা না করা যখন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আর্থিক সামর্থ যাচাই-বাছাইয়ের পরিবর্তে তারা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সেই দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন তা বিবেচনা করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা ব্যবস্থার মৌলনীতির ওপর আঘাত হানা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান ফের বসছে

(প্রথম পাতার পর)

সম্ভাবনা রয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তা এবং মধ্যস্থতাকারী একটি দেশের এক কূটনীতিকের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এপি এ তথ্য জানিয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন, দুই পক্ষই আলোচনা আবার শুরু করার ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। তবে বৈঠকের স্থান এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বৈঠকের জন্য আবারও পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের কথা ভাবা হচ্ছে। পাশাপাশি সুইজারল্যান্ডের জেনেভাও একটি শক্তিশালী বিকল্প হিসাবে আলোচনায় উঠে এসেছে। রয়টার্স জানিয়েছে, ইসলামাবাদ বৈঠকের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। পাকিস্তান এক্ষেত্রে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে বার্তার আদান-প্রদান করছে।

এর আগে পাকিস্তানের মধ্যস্ততায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সংলাপ হয়। সেই আলোচনা ভেস্তে যায়। ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত এ আলোচনায় দুই দেশ প্রস্তাব আদান-প্রদান করলেও চুক্তির মেয়াদ নিয়ে বড় ধরনের ব্যবধান থেকেই যায়। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ২০ বছরের শর্তে অনড় থাকায় ইরানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। যদিও বিশ্লেষক ইয়ান ব্রেমার মনে করেন, শেষ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১২ বছরের একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে ইরানের বন্দরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অবরোধ শুরু করেছে, যা সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। দ্বিতীয় দফা বৈঠকের প্রস্তুতিও চলছে বলে জানা গেছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অবিশ্বাসের কথা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, জেনেভায় পূর্ববর্তী বৈঠকে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া চলাকালে হামলা না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও পরে তা ভঙ্গ করা হয়েছে। এখনো চূড়ান্ত সমঝোতা না হলেও যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরান আলোচনায় আগ্রহ দেখিয়েছে। হোয়াইট হাউসও বলেছে, তাদের অবস্থান অপরিবর্তিতড়ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে দেওয়া হবে না। সব মিলিয়ে, অচলাবস্থা সত্ত্বেও কূটনৈতিক পথ এখনো খোলা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে একটি সমঝোতার সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সূত্র : মিডল ইস্ট আই

টাইম ম্যাগাজিনের ১০০ প্রভাবশালীর

(প্রথম পাতার পর)

তালিকায় স্থান পেয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।বুধবার টাইমের ওয়েবসাইটে এ তালিকা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে 'লিডার' ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছেন তারেক রহমান।প্রতিবেদন অনুযায়ী, দীর্ঘ সময় নির্বাসনে থাকার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সক্রিয়তা তাকে এই তালিকায় জায়গা করে দিয়েছে।প্রতিবেদনে বলা হয়, তিনি দীর্ঘদিন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে নির্বাসিত জীবন কাটান। পরে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর তিনি আবারও রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাবশালী অবস্থানে ফিরে আসেন।প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর বাংলাদেশের ক্ষমতার সমীকরণে বড় ধরনের রদবদল আসে। এই প্রেক্ষাপটে তারেক রহমানকে বিরোধীদলীয় রাজনীতির একজন কর্মী থেকে সম্ভাব্য জাতীয় নেতা হিসেবে সামনে নিয়ে আসে। প্রায় ১৭ বছর দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর তিনি রাজনৈতিকভাবে আরও সংগঠিতভাবে সক্রিয় হন এবং একটি বড় নির্বাচনী সাফল্যের মাধ্যমে তার অবস্থান শক্তিশালী করেন। এতে তারেক রহমানের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গও উঠে আসে। সেখানে বলা হয়, তিনি বাংলাদেশের প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক পথ অনুসরণ করছেন। খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রতিবেদনটিতে তার ব্যক্তিগত শোক ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে। জানুয়ারিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারের বরাত দিয়ে বলা হয়, তিনি বাংলাদেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের চাপের কথাও তুলে ধরা হয়। সবশেষে বলা হয়, দীর্ঘ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নির্বাসিত জীবন শেষে তারেক রহমান এখন দ্রুত সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি টাইম ম্যাগাজিনকে বলেছেন, রাজনৈতিক বিভাজন কাটিয়ে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। টাইমের তালিকাটি সাধারণত বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলা ব্যক্তিদের স্বীকৃতি হিসেবে প্রকাশ করে। এবার লিডার ক্যাটাগরিতে তারেক রহমানের সঙ্গে আরও স্থান পেয়েছেন পোপ লিও চতুর্দশ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি, নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি, নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ প্রমুখ।

বেতন কম বলে অফিসে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমান তিনি

বাংলাদেশ ডেস্ক : বেতন নিয়ে অখুশি এক চীনা তরুণী নিয়োগকর্তাকে শিক্ষা দিতে অফিসে ঢুকে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটান। এটা দেখে ক্ষুব্ধ নিয়োগকর্তা তাঁকে চাকরিচ্যুত করার হুমকি দিয়েছেন বলে দাবি তাঁর। সম্প্রতি চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক তরুণীর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিওতে ওই তরুণীকে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে দেখা যায়। স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ওই তরুণীর পরিচয় জানা যায়নি। ভিডিওতে তিনি নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার এবং খুবই কম বেতন দেওয়ার অভিযোগ করেন। হেনান প্রদেশের শাংচিউতে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন ওই তরুণী। ভিডিওতে তিনি তাঁর নিয়োগকর্তা বা তাঁর কাজের ধরন নিয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলেননি। তরুণী বলেন, 'আমি যাব না। যেমন গুড় তেমন মিষ্টিড়আমি তাঁকে এটা বুঝিয়েই ছাড়ব।' সম্প্রতি ওই তরুণীর নিয়োগকর্তা আবিষ্কার করেন, ওই তরুণী কাজের সময় অফিসে চারপাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটান। এমনকি তরুণী তাঁর টেবিল থেকে চকলেটও চুরি করেন। তরুণীর চকলেট চুরির কারণে একদিন তাঁর নিয়োগকর্তা প্রায় মরতে বসেছিলেন। নিয়োগকর্তার গ্লুকোপেনিয়া আছে। এই রোগে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ মারাত্মক পর্যায়ে কমে যায়। সময়মতো রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়াতে না পারলে অচেতন হয়ে পড়া এবং শরীরে বড় ধরনের ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। ভিডিওতে তরুণী বলেন, 'আমার বস প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে প্রায় মেরে ফেলেছিলাম। তিনি আমাকে সতর্ক করেন এবং চাকরিচ্যুত করার হুমকি দেন। যাঁরা আমার সমালোচনা করছেন, তাঁরা কখনো বুঝতেই পারবেন না, আমার মতো কম বেতন পাওয়া মানুষদের অবস্থা কেমন হয়।' এই ভিডিওর নিচে বহু মানুষ মন্তব্য করেছেন। একজন লিখেছেন, 'কোনো নিয়োগকর্তাই এমন কর্মীকে মেনে নেবে না।' আরেকজন লিখেছেন, 'এরপর অ্যালার্ম দিয়ে ঘুমাবেন, যেন কাজের সময় ঘুম থেকে ঠিকঠাক উঠে পড়তে পারেন।'

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ
ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-শার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবনে বাংকার-টানেল

(প্রথম পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রীর। তবে এটাকে আপাতত প্রধানমন্ত্রী নিজের বাসভবন হিসেবে দেখছেন না, তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের জন্য এ বাসভবন ব্যবহার করবেন। সূত্র জানায়, নতুন বাসভবনটি করা হবে এমন স্থানে, যেখান থেকে সরকারের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সচিবালয়, সংসদ ভবন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সুবিধাজনকভাবে করা যায়-এমন স্থানকেই বাসভবন নির্মাণের জন্য বেছে নিতে বলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রীর আলোচনা হয়েছে বলেও জানা গেছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের জন্য হেয়ার রোড, মিন্টো রোড অথবা বেইলী রোড-এ এলাকাগুলোতে জায়গা দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে সচিবালয়ের সঙ্গে নির্বিঘ্নে যোগাযোগে যেন অসুবিধা না হয়, সেটাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের জায়গা নির্বাচন করতে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা জায়গা নির্বাচন করে মন্ত্রণালয়কে জানাবে।

পরবর্তী সময়ে এটা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন মন্ত্রী। গণপূর্ত অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে জানান, প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ওঠার বিষয়ে আমাদের বলা হয়েছিল। আমরা যমুনা প্রস্তুত করেছি। তবে প্রধানমন্ত্রী এখন সেখানে উঠছেন না। প্রধানমন্ত্রীর বসবাসের জন্য স্থায়ী ভবন তৈরির বিষয়ে আমাদের বলা হয়েছে। আমরা জায়গা নির্বাচন নিয়ে কাজ করছি। এটা হেয়ার রোড, মিন্টো রোড অথবা বেইলী রোডে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে জানান এ কর্মকর্তা। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বিষয়ে জানতে চাইলে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরী বলেন, বাসভবনের জন্য আমরা হেড অব আর্কিটেক্টের সঙ্গে আলোচনা করছি। এর মূল সামারি আমরা মন্ত্রণালয়ে জমা দেব। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের জন্য আমরা জায়গা দেখছি। সচিবালয়কেন্দ্রিক যাতায়াত যাতে সহজভাবে করা যায়, এমন জায়গায় তৈরি করা হবে। মিন্টো রোড, হেয়ার রোড-এসব এলাকার পাঁচ-ছয়টি ভবন অধিগ্রহণ করে বাসভবন তৈরি করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির বিষয়ে উল্লেখ করে প্রধান প্রকৌশলী মো. খালেকুজ্জামান চৌধুরী আরো বলেন, বহির্বিশ্বের প্রধানমন্ত্রীদের বাসভবনের সব সুযোগ-সুবিধা ও ডিজাইন ফলো করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর সেফটির জন্য বাসভবনে মাটির নিচে বাংকার এবং টানেল তৈরি করা হবে, যাতে বোমা হামলা থেকে নিরাপদে থাকা যায়। সর্বোচ্চ সিকিউরিটি মেনে বাসভবন তৈরি করা হবে। এ বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ) মো. আব্দুল মতিন বলেন, একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্য তো স্থায়ী বাস-ভবন দরকার। প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট গণভবন তো এখন ব্যবহারের সুযোগ নেই, ওটা এখন জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান যে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন আছে, এটা মূলত প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে ব্যবহার করবেন। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের মন্ত্রীর আলোচনা হয়েছে। মিন্টো রোড, হেয়ার রোড কিংবা বেইলী রোড-এ এলাকাগুলোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের জন্য জায়গা নির্বাচন করা হবে। তবে প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ মিন্টো রোড বা হেয়ার রোড। এটা নিয়ে ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের সময় নিয়ে এটা তৈরির কথা বলা হয়েছে। সচিবালয়কেন্দ্রিক আসা-যাওয়া যেন সহজ হয়, এমন লোকেশনে জায়গা নির্বাচনের জন্য পিডব্লিউডির চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে বলা হয়েছে। তারা এটা নিয়ে কাজ করছে বলে জানান সরকারের এ অতিরিক্ত সচিব।

কম বয়সে রাষ্ট্র পরিচালনা করা বিশ্বের ১০ নেতা

(প্রথম পাতার পর)

রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছেন, কেউ পরিবারিক সূত্রে ক্ষমতায় এসেছেন, আবার কেউ নির্বাচনে জয়লাভ করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন। বয়স ৪০এর আশপাশে থাকা এমন তরুণ রাষ্ট্রনায়কদের কেউ কেউ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ সামলাচ্ছেন, কেউ আবার দুর্নীতি ও মাদকবিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই নেতাদের কেউ ইতিহাসে প্রথম, কেউ সবচেয়ে কমবয়সী প্রেসিডেন্টও। সামরিক, রাজতন্ত্র কিংবা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উঠে আসা তরুণ এই নেতারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, মোকাবিলা করছেন ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে সবচেয়ে কম বয়সে রাষ্ট্র পরিচালনা করা ১০ নেতাকে নিয়ে এ আয়োজন।

ইব্রাহিম ত্রাওর : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম ত্রাওর বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী রাষ্ট্রপ্রধান। ৩৬ বছর বয়সী এ সেনা কর্মকর্তা ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। ত্রাওর যাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন, সেই সামরিক নেতা পল-হেনরি সানদাওগো দামিবাও একইভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। সামরিক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় ত্রাওরের বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বছর। ফ্রান্সের সামরিক উপস্থিতির তীব্র সমালোচক প্রেসিডেন্ট ত্রাওর এখন পশ্চিমা বিশ্বের পরিবর্তে রাশিয়া ও অন্যান্য অ-পশ্চিমা দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করছেন।

ড্যানিয়েল নোবোয়া : দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল নোবোয়া। ২০২৩ সালে ভোটে জিতে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট হন, এখন তাঁর বয়স ৩৭ বছর। ধনকুবের ফল ব্যবসায়ী আলভারো নোবোয়ার ছেলে ড্যানিয়েল মূলত ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ডে পড়াশোনা শেষে ড্যানিয়েল ২০২১ সালে রাজনীতিতে যোগ দেন ও পার্লামেন্টের সদস্য হন। ২০২৩ সালে ইকুয়েডরজুড়ে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গুইলার্মো লাসো আগাম নির্বাচনের ডাক দিয়েছিলেন। প্রথম দফা ভোটে কোনো প্রার্থী যথেষ্ট ভোট না পাওয়ায় ভোট দ্বিতীয় দফায় গড়ায়। দ্বিতীয় দফার ভোটে বামপন্থী প্রার্থী লুইসা গনসালেসকে পরাজিত করেন ড্যানিয়েল। প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল নোবোয়ার জন্য দেশ পরিচালনায় মূল চ্যালেঞ্জ ইকুয়েডরে ভয়াবহভাবে বেড়ে যাওয়া সহিংসতা ও মাদকসংক্রান্ত অপরাধ। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দেশজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে তিনি সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে সংবিধান সংস্কারের উদ্যোগ নেন।

গ্যাব্রিয়েল বোরিক : দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বোরিক ২০২২ সালের মার্চে ৩৬ বছর বয়সে ক্ষমতায় বসেন। তাঁর বয়স এখন ৩৮। চিলির ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে কমবয়সী প্রেসিডেন্ট। ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা বোরিক এক দশকের মধ্যে দেশটির সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হয়েছেন। বোরিক ২০১১ সালে চিলির শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে ছড়িয়ে পড়া ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ২০১৪ সালে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক জীবনে সব সময়ই সামাজিক ন্যায়বিচার, পরিবেশ সংরক্ষণ ও মানবাধিকার ইস্যুতে সরব ছিলেন তিনি। ২০২১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বোরিক চিলির কট্টর-ডানপন্থী প্রার্থী হোসে আন্তোনিও কাস্তকে হারান। প্রেসিডেন্ট বোরিক স্বৈরশাসকদের আমলে তৈরি চিলির সংবিধান পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে চান। যদিও নতুন সংবিধান প্রণয়নের বিষয়ে ২০২২ সালে এ গণভোটে জনগণ তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু তিনি আশা ছাড়েননি, এখনো আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

জ্যাকভ মিলাতোভিচ : দীর্ঘদিন ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকা মিলো জুকানোভিচকে ভোটের লড়াইয়ে পরাজিত করে ২০২৩ সালে মন্টেনেগ্রোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জ্যাকভ মিলাতোভিচ। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৬ বছর। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তিনি ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মন্টেনেগ্রোর অর্থনৈতিক উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। দেশে অর্থনীতির ওপর লেখাপড়া করা মিলাতোভিচ পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা নেন। জ্যাকভ 'ইউরোপ নাউ' আন্দোলনের একজন প্রধান মুখড়্যাঁর প্রধান অঙ্গীকার ছিল, অর্থনৈতিক সংস্কার ও দুর্নীতি রোধ। তাঁর বিজয় মন্টেনেগ্রোর রাজ-নীতিতে তিন দশকের পুরোনো শাসনের অবসান ঘটিয়ে আদর্শগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। জ্যাকভের বয়স এখন ৩৮ বছর।

মোহাম্মদ ইদ্রিস ডেবি : চাদের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইদ্রিস ডেবি ২০২১ সালের এপ্রিলে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা তাঁর বাবা চাদের দীর্ঘদিনের শাসক ইদ্রিস ডেবিকে হত্যা করলে সেন-াবাহিনী মোহাম্মদ ইদ্রিসকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৭ বছর। মোহাম্মদ ইদ্রিস সেনাবাহিনীতে জেনারেল পদমর্যাদার কর্মকর্তা ছিলেন। সে সময় বলা হয়েছিল, অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ১৮ মাসের জন্য ক্ষমতা গ্রহণ করছেন। পরে তাঁর মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানো হয়, যা নিয়ে দেশের ভেতর ও বাইরে অনেক সমালোচনা হয়। ২০২৪ সালে ভোটে জিতে তিনি পুনরায় ক্ষমতায় বসেন। একাধিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ, বিদ্রোহ ও আঞ্চলিক জটি-লতার মধ্য দিয়ে মোহাম্মদ ডেবিকে দেশ পরিচালনা করতে হচ্ছে। তিনি চাদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষার অঙ্গীকার করছেন।

কিম জং-উন : বাবা কিম জং-ইলের মৃত্যুর পর ২০১১ সালের ডিসেম্বরে উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা হন কিম জং-উন। তাঁর জন্ম ১৯৮৪ সালে। তিনি উত্তর কোরিয়ায় কিম পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের শাসক। কিম জং-উন সুইজারল্যান্ডে লেখাপড়া করেছেন। কিমের আমলে উত্তর কোরিয়া নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়ন করেছে। সব হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে একের পর এক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রে পরীক্ষা চালানো কিমকে ২০১৭ সালে জাতিসংঘে দেওয়া এক ভাষণে 'রকেট ম্যান' বলে কটাক্ষ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাকি বিশ্ব থেকে উত্তর কোরিয়াকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন জং-উন। দেশেও তিনি কঠোর নিয়মকানুন প্রচলন করেছেন, জনগণকে যা মানতে বাধ্য করা হয়। কিমের বয়স ৪১ বছর। তিনি বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নেতাদের একজন।

ভিয়োসা ওসমানি-সাদরিউ : ভোটে জেতার পর ২০২১ সালের ৪ এপ্রিল কসোভোর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভিয়োসা ওসমানি-সাদরিউ। তিনি দেশটির ইতিহাসের দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট। ১৯৮২ সালের ১৭ মে জন্মগ্রহণ করা ভিয়োসা আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তিনি কসোভোর পার্লামেন্টের স্পিকার ছিলেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কসোভো একতরফাভাবে সার্বিয়া থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানিসহ প্রায় ১০০টি দেশ কসোভোর স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া, চীন, ভারত, সার্বিয়ার মতো দেশ স্বীকৃতি দেয়নি। রাশিয়া ও চীনের আপত্তির কারণে কসোভো জাতিসংঘের সদস্যপদ পায়নি। প্রেসিডেন্ট ভিয়োসা ওসমানি দেশে নারীর অধিকার, দুর্নীতিবিরোধী সংস্কার ও ইউরোপ-আটলান্টিক সম্পর্ক সংহত করতে কাজ করে যাচ্ছেন।

আসিমি গোইতা : ২০২০ সালের আগস্টে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইব্রাহিম বুবাকার কেইতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে মালির ক্ষমতা দখল করেন কর্নেল আসিমি গোইতা। তিনি বর্তমানে দেশটির অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। সেবার অভ্যুত্থানের পর তিনি সরাসরি দেশটির শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেননি। ৯ মাস পর ২০২১ সালের মে মাসে গোইতা দ্বিতীয় আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটনা এবং অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হন। গোইতার নেতৃত্বে মালি ফ্রান্স ও অন্যান্য পশ্চিমা অংশীদারদের থেকে দূরত্ব তৈরি করেছে এবং রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। আসিমি গোইতার বয়স এখন ৪২ বছর।

নায়েব বুকেলে : এল সালভাদরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট নায়েব বুকেলের বয়স ৪৩ বছর। তিনি ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নিজেকে 'বিশ্বের প্রথম মিলেনিয়াল প্রেসিডেন্ট' বলেন তিনি। যদিও সমালোচকেরা তাঁকে 'মিলেনিয়াল ডিক্টেটর' বা মিলেনিয়াল স্বৈরাশাসক বলে বর্ণনা করেন। তবে সমালোচকেরা নায়েব বুকেলেকে স্বৈরাশাসক বললেও ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে তিনি আবার এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট হন, তিনি প্রায় ৮৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। ফিলিস্তিনি বাবার ছেলে বুকেলের পূর্বপুরুষ পশ্চিম তীরের বেথলেহেম থেকে এল সালভাদরে এসেছে। ভাইরাল টুইট আর বিটকয়েনের স্বপ্ন দেখিয়ে নায়েব বুকেলে নিজের রাজনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বুকেলে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছেন। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে বুকেলে ট্রাম্প প্রশাসনকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া বিশ্বের যেকোনো জায়গার 'বিপজ্জনক অপরাধীদের' নিজেদের কারাগারে ঠাঁই দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে আলোচনায় আসেন। বুকেলে নিজেও গ্যাং ও বিভিন্ন অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার জন্য পরিচিত।

জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক : জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক ভুটানের পঞ্চম রাজা। তাঁকে দ্রুক গ্যালপো (ড্রাগন কিং) নামে অভিহিত করা হয়। ২০০৬ সালে তাঁর বাবা রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুক স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করার পর তিনি রাজা হন। তাঁর বয়স এখন ৪৪ বছর।

জিগমে খেসার যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে লেখাপড়া করেছেন। তিনি ভুটানে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই ২০০৮ সালে দেশটিতে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজা জিগমে খেসার ভুটানের ডিজিটাল রূপান্তর, স্মার্ট সিটি অবকাঠামো ও নতুন অর্থনৈতিক করিডোর তৈরির প্রকল্প চালু করেছেন; যা দেশটির ভবিষ্যৎ।

রেমিট্যান্সে ভর করে ৩০ বিলিয়ন ছাড়াল দেশের রিজার্ভ

(প্রথম পাতার পর)

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। চলতি ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড আইএমএফের বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩০ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারে। দীর্ঘ সময় পর এটি ৩০ বিলিয়ন ডলারের ঘর অতিক্রম করল। একই সময়ে মোট বা গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৪ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার। রিজার্ভ বাড়ার পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখছে প্রবাস আয় বা রেমিট্যান্স। চলতি এপ্রিল মাসের প্রথম ১৪ দিনে দেশে এসেছে ১ দশমিক ৬০৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ১ দশমিক ২৮৪ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৫ দশমিক ২ শতাংশ। শুধু ১৩ ও ১৪ এপ্রিলড়এই দুই দিনেই এসেছে ১৭১ মিলিয়ন ডলার, যা দৈনিক প্রবাহের ধারাবাহিক শক্তিশালী অবস্থানকে নির্দেশ করে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২৭ দশমিক ৮১৬ বিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ২৩ দশমিক ০৬৯ বিলিয়ন ডলার। এই হিসাবে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২০ দশমিক ৬ শতাংশ।

অর্থনীতিবিদদের মতে, এই ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি দেশের বৈদেশিক খাতকে কিছুটা হলেও স্থিতিশীল রাখতে সহ-ায়তা করছে। গত মার্চ মাসে ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৩.৭৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, হুন্ডি প্রতিরোধে নজরদারি জোরদার, বৈধ চ্যানেলে প্রণোদনা এবং ডলার বাজারে তুলনামূলক স্থিতিশীলতাড়এই তিনটি কারণে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। পাশাপাশি রমজান ও ঈদকে কেন্দ্র করে প্রবাসীদের অর্থ পাঠানোর প্রবণতাও এই প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, রেমিট্যান্সের এই ইতিবাচক ধারা রিজার্ভ পুনর্গঠনে বড় সহায়ক হলেও সামগ্রিক অর্থনীতির ঝুঁকি পুরোপুরি কাটেনি। আমদানি ব্যয়, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ এবং ডলার বাজারের চাপ এখনো বিদ্যমান। ফলে রিজার্ভের এই অর্জন ধরে রাখতে হলে রপ্তানি আয় বাড়ানো এবং বৈদেশিক আয়ের উৎস বহুমুখীকরণ জরুরি। তবে স্বল্পমেয়াদে রেমিট্যান্সই এখন দেশের অর্থনীতির প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ডলার সংকট মোকাবেলা, আমদানি ব্যয় মেটানো এবং বৈদেশিক লেনদেন স্বাভাবিক রাখতে এই প্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ব্যাংক খাতের বিশ্লেষকদের মতে, প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের ওপর ভর করেই আবারও শক্ত অবস্থানে ফিরছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। তবে এই ধারা টেকসই রাখতে হলে কাঠামোগত সংস্কার এবং বৈদেশিক আয়ের অন্যান্য খাতেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার বিকল্প নেই।

লেবাননকে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দেবে কানাডা

বাংলাদেশ ডেস্ক : লেবাননের চরম সংকটময় মুহূর্তে মান-বিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কানাডা। দেশটির সাধারণ মানুষের জন্য ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৪ কোটি ডলার) আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ট্রুডো সরকার। খবর : আলজাজিরার। লেবাননের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, এ অর্থ সরাসরি সরকারি খাতে না দিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

ফোনালাপে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিতা আনন্দ লেবাননের সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। একইসঙ্গে তিনি লেবাননে ইসরাইলি বিমান হামলার নিন্দা জানিয়ে শান্তি বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য, গত মার্চের শুরু থেকে লেবাননে ইসরাইলি হামলায় দুই হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১০ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। বর্তমান সংঘাতময় পরিস্থিতিতে লেবাননের সাধারণ মানুষ চরম খাদ্য ও চিকিৎসা সংকটে ভুগছে, যা কাটিয়ে উঠতে এই সহায়তা বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ম্যাগনা কার্টা থেকে জুলাই সনদ

(৬ পাতার পর)

গণভোটের ব্যালট পেপারটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জনগণ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট চারটি সংস্কারের পক্ষে তাঁদের ম্যান্ডেট দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে–নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন গঠন, ভোটের অনুপাতে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা, যেখানে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়া সংবিধান সংশোধন করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য এবং বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, মৌলিক অধিকার, স্থানীয় সরকারসহ ব্যালট পেপারের ৩ নম্বর দফায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে; এই সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো 'বাধ্য থাকিবে'। জনগণের এই স্পষ্ট নির্দেশনার অর্থ হলোড়নির্বাচিত সরকার কেবল রুটিন কাজ করবে না, বরং তারা এই সংস্কারগুলো কার্যকর করার জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ।

জুলাই সনদের আশার আলো বর্তমানে অন্ধকারে ধাবিত হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন ইতিমধ্যে হাজির! ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে যখন বিচারপতি নিয়োগের জন্য একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিল গঠন করে অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল, তখন আমরা আশার আলো দেখেছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বর্তমান সরকার এখন এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশটি বাতিল করতে যাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, একই সঙ্গে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে আলাদা বিচার বিভাগীয় সচিবালয় করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের অধ্যাদেশকেও রহিত করার জন্য তারা জাতীয় সংসদে বিল আনতে যাচ্ছে।

সেই সঙ্গে গুম প্রতিরোধ ও মানবাধিকারসংক্রান্ত অধ্যাদেশগুলো পাস না করার পেছনে যে খোঁড়া যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, তা বিগত ফ্যাসিবাদের আমলের দোহাইয়ের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। অথচ বিগত ফ্যাসিবাদী সময়ে তাদের দলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীই গুমের শিকার, বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ডের শিকার। তাদের ওপরই সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এই সংস্কারগুলো থমকে যাওয়ার অর্থ হলো রাষ্ট্রের প্রতিটি রন্ধ্রে থাকা পুরোনো দলীয়করণের ভূতকে আবারও আমন্ত্রণ জানানো। মজলুমদের দল থেকে গুটিকয় উচ্চাভিলাষী নেতার জালিম হয়ে ওঠার অশনিসংকেত।

সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো, গণভোটের মাধ্যমে জনগণ বর্তমান সংসদকে একই সঙ্গে 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ' গঠনের চূড়ান্ত ম্যান্ডেট দিয়েছিল। ম্যান্ডেট অনুযায়ী, এই পরিষদেরই দায়িত্ব ছিল জুলাই সনদের সাংবিধানিক প্রস্তাবগুলো সংস্কার করে সংবিধানে তা স্থায়ী রূপ দেওয়া। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকারি দল সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নিতে অস্বীকার করেছে। গণভোটের গণরায়কে (ডেমোক্রেটিক ম্যান্ডেট) দলীয় অনুগতদের মাধ্যমে আদালতে পাঠিয়েছে। তারা জনগণের দেওয়া 'গাঠনিক ক্ষমতা'কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আবারও সেই কুখ্যাত 'পঞ্চদশ সংশোধনীর' মতো সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে সংবিধান কাটাছেঁড়া করার পথে হাঁটছে। যখন কোনো রাজনৈতিক দল জনগণের সরাসরি ম্যান্ডেটকে পাশ কাটিয়ে নিজেরা বিচারক সেজে সংবিধান সংশোধন করতে চায়, তখন গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটে।

জনগণ যেখানে চেয়েছে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ, সেখানে শাসকদল গণরায়কে পাশ কাটাতে সংসদীয় কমিটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। এটি কেবল নীতিহীনতা নয়, বরং সরাসরি গণরায়ের অবমাননা এবং সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা। যে সংসদ জনগণের ম্যান্ডেট দেওয়া 'বাস্তবায়ন আদেশ' উপেক্ষা করে, সেই সংসদের নৈতিক ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে যায়। সংবিধান সংস্কার পরিষদের বদলে সংসদীয় কমিটি গঠন গণরায় উপেক্ষা করে সাংবিধানিক বিশ্বাসঘাতকতার পথে হাঁটা। ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা অক্ষুণ্ন রাখার অপচেষ্টা করে তারা আসলে জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদদের রক্তের সঙ্গে প্রতারণা করছে। ইতিহাস সাক্ষী, শাসক যখন নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে ভাবতে শুরু করে এবং জনগণের ম্যান্ডেটকে তুচ্ছজ্ঞান করে, তখনই তার প্রতি আর জনগণের সমর্থন থাকে না। ১২১৫ সালে রাজা জনও ম্যাগনা কার্টায় সই করার পর তা অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন, যা দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের জন্ম দিয়েছিল। বাংলাদেশের নতুন শাসকদল যদি গণভোটের এই দলিল এবং জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে, তবে তারা প্রকারান্তরে নিজেদের শাসনকেই অবৈধ করে তুলছে। জনগণ একবার জেগে উঠলে কোনো আইনি মারপ্যাঁচে তাদের দাবিয়ে রাখা যায় না, ইতিহাসে এই শিক্ষাই বারবার ফিরে আসে। আমরা যেন এবার অন্তত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই।

আইন যেন আর কখনো শাসকের হাতিয়ার না হয়ে জনগণের ঢাল হয়ে থাকেড়২০২৬-এর গণভোটের ব্যালট পেপারটি সেই অঙ্গীকারেরই এক অমর দলিল। শাসকদল যদি আজ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পুরোনো নেশায় মত্ত হয়, তবে মনে রাখতে হবেড়সার্বভৌমত্ব কোনো সরকারের নয়, বরং তা জনগণের। আর জনগণ যখন একবার তার 'কনস্টিটুয়েন্ট পাওয়ার' প্রয়োগ করে রায় দিয়ে দেয়, সেই রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাধ্য কোনো সংসদের নেই। গণরায়কে অবজ্ঞা করলে ইতিহাসের সব অবজ্ঞাকারী শাসকের জন্যই আস্তাকুঁড় অপেক্ষা করে।

পরিশেষে, একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে জনগণের সজাগ দৃষ্টিই হতে পারে এই ঐতিহাসিক ম্যান্ডেট রক্ষার শেষ প্রাচীর। বিপ্লব যখন কাঠামোগত পরিবর্তনের দাবি তোলে এবং জনগণ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সেই দাবির পক্ষে রায় দেয়, তখন সেই রায়কে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার যেকোনো চেষ্টা প্রকারান্তরে জনগণের অর্জিত অধিকারকেই খর্ব করে। শাসকেরা যখন আইনি মারপ্যাঁচে গণভোটের নিরঙ্কুশ আকাঙ্ক্ষাকে ধামাচাপা দিতে চায়, তখন জনগণের নীরবতা কেবল সেই পুরোনো স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনর্জন্মই ত্বরান্বিত করে।

জুলাইয়ের শহীদদের রক্ত আর ২০২৬-এর গণভোটের মধ্য দিয়ে যে নতুন সামাজিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তা রক্ষা করা আজ সময়ের দাবি। নতুন বাংলাদেশের ম্যাগনা কার্টার পক্ষে যে গণরায় এসেছে, তা কোনো করুণা নয়ড়বরং জনগণের 'সার্বভৌম অভিপ্রায়' প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত অধিকার। এই অধিকার বাস্তবায়নে শৈথিল্য বা টালবাহানা বাংলাদেশকে আবারও সেই পুরোনো অন্ধকারের গহ্বরে ঠেলে দিতে পারে। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে জুলাইয়ের আপামর ছাত্র-জনতা এবং সংবেদনশীল নাগরিক সমাজ যদি তাদের অর্জিত ম্যান্ডেটের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে না পারে, তবে আগামীর ইতিহাস কেবল শাসকদলের বিশ্বাসঘাতকতাই নয়, বরং নাগরিক সমাজের উদাসীনতাকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।

ফরিদুল হক, যুগ্ম সদস্যসচিব, এনসিপি।

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ জনমতের প্রতিধ্বনি

(৬ পাতার পর)

রাজনৈতিক অস্থিরতা আরো বাড়তে পারে। অতএব, প্রশ্নটি শুধু 'দায়' বা 'অভিযোগ'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি রাষ্ট্রের চরিত্র, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার এক জটিল আন্তঃসম্পর্কের প্রতিফলন। ইতিহাস সাক্ষী, কোনো রাজনৈতিক শক্তিকে প্রশাসনিকভাবে নিষিদ্ধ করা গেলেও সামাজিক ভিত্তি নির্মূল করা যায় না; বরং দীর্ঘমেয়াদে সেই শক্তি নতুনরূপে, নতুন কৌশলে ফিরে আসার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এ ধরনের ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার কৌশল বলে অভিহিত করা হয়। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। আওয়ামী লীগের একটি অংশ সন্ত্রাসের পথ বেছে নিতে পারে। অন্য দিকে বৃহৎ অংশ নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের জনচরিত্র সম্পর্কে যারা খোঁজখবর রাখেন তারা জনমনস্তত্ত্বের সুবিধাবাদী চরিত্রের দিকেও নজর দেন। নিকটের প্রতিবেশী এবং সুদূরের রাষ্ট্রশক্তি অবশ্য আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের ঘোষণা সহজভাবে নেবে না। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরাট অংশ বিএনপিকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছে। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের লোকেরা দুই-চার জায়গায় অফিস খোলার চেষ্টা করেছে। মজার বিষয়, যে বিএনপিকে তারা সমর্থন দিয়েছে, তারাই আবার অফিস বন্ধ করেছে। এখন আইনগতভাবে তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আওয়ামী লীগের লোকেরা বিকল্প রাজনৈতিক উপায় তালাশ করবে এটাই স্বাভাবিক। গত কয়েক মাসে যে আলাপচারিতা গণমাধ্যমে এসেছে তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে, শেখ পরিবারের বাইরে থেকে একটি নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে। বিশুদ্ধ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার নামে সাবের হোসেন চৌধুরীর কার্যক্রম ক্ষাণিকটা প্রকাশ পেয়েছিল। কেউ কেউ তাজউদ্দীন তনয় সোহেল তাজের কথা বলছিল। পরে তাদের কোনো কার্যক্রম দেখা যায়নি। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করে অদূরভবিষ্যতে ভিন্ন নামে ভিন্ন ধামে আওয়ামী লীগ সংগঠিত হওয়ার প্রয়াস পাবে। তবে ভারতের সাথে যদি বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসে, তাহলে ভারতে অবস্থানকারী আওয়ামী নেতৃত্ব ক্রমেই হতাশ ও নিরুপায় হয়ে পড়বে। সময়ান্তরে আওয়ামী লীগ তাদের গণবিরোধী ভূমিকার জন্য জনগণের মন থেকে একেবারেই বিদায় নেবে।

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকারের এ সিদ্ধান্ত প্রভাব ফেলবে। আওয়ামী রাজনৈতিক শূন্যতায় বর্তমান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী বিকল্প শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক গোলাম মাওলা রনি। যেহেতু আওয়ামী লীগ বাম ধারাকে আংশিকভাবে হলেও ধারণ করত, সে ক্ষেত্রে বাম ধারার উত্থান চেষ্টাও দেখা যেতে পারে। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতার ওপর।

লেখক : অধ্যাপক (অব:), সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সংস্কার ও অধ্যাদেশ বিতর্ক এবং বিএনপির অবস্থান নিয়ে কিছু প্রশ্ন

(৮ পাতার পর)

আমাদের মানবাধিকার ও বিচারব্যবস্থার সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত, সুতরাং এই বিষয়ক যে সিদ্ধান্ত এই সরকার নিতে যাচ্ছে বা নিচ্ছে সেটি যেন আবারও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুম, খুন ও নিখোঁজের সুযোগ করে না দেয় সেদিকে তাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। বিএনপিকে মনে রাখতে হবে তাদের শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে অসংখ্য নেতা-কর্মীও এই গুম-খুনের শিকার।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দুর্নীতি দমন কমিশন। আমরা বিগত সময়ে দুর্নীতির আকাশচুম্বী বিস্তার দেখেছি, যেখানে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আমাদের দেশ থেকে পাচার করে ফেলা হয়েছে, মেগা প্রজেক্টের আড়ালে চলত দুর্নীতির মহোৎসব।

তাই এগুলোসহ অন্যান্য অধ্যাদেশ এই মুহূর্তে সংসদে না তুলে আদতে তারা কতটা সংস্কার অর্জন করতে চায় এবং কীভাবে চায় তার যথাযথ ব্যাখ্যা ও পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে দেশের মানুষকে এখনই পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। সেটি করতে না পারলে জনমনে সরকারের ভূমিকা নিয়ে দ্বিধা ও সংশয় তৈরি হবে এবং কেননা সরকারের এখন সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি অর্জন করতে হবে সেটি হলো জনগণের আস্থা ও ভরসার জায়গা। সেই আস্থা ও ভরসার জায়গা তৈরি করতে হলে জনবান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। যেহেতু বিএনপি সরকার অধিকাংশ সংস্কার প্রস্তাব সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরিগ্রহণ করছে, এই অল্প কিছু অধ্যাদেশ নিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত যেন সেই অর্জনগুলোকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত না করে সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। কেননা দেশ গঠনে জনগণের দেওয়া এই বিরাট সুযোগ বিএনপির উচিত সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা ও আওয়ামী লীগের মতো ভুল না করা।

বুলবুল সিদ্দিকী, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

নির্ভরশীলদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

(৯ পাতার পর)

যদিও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে আমাদের বাস্তব চক্ষু দ্বারা দেখতে পাই না এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভবও করতে পারি না, তথাপি তাঁকে দূরে মনে করা ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বান্দার অতি নিকটেই অবস্থান করেন। প্রত্যেক মানুষ ইচ্ছা করলে সব সময় তার কাছে আর্জি পেশ করতে পারে। এতে তিনি সবকিছু শুনেন। কারণ তিনি সামিউম বাছির বা শ্রবণকারী ও মহাদ্রষ্টা। এমন কি মনে মনে যা আবেদন করা হয় তাও তিনি শুনতে পান। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ মনের গোপণ কথাও জানেন।"(সুরা ইমরানঃ১১৯) শুধুমাত্র শুনতে পান না বরং সে সম্পর্কে তিনি সিদ্ধান্তও ঘোষনা করেন। মানুষ অজ্ঞতা ও মুর্খতার কারণে যে সমস্ত অলীক, কাল্পনিক ও অক্ষম সত্তাদের উপাস্য ও প্রভু গণ্য করে তাদের কাছে দৌড়ে যায়, অথচ তারা তার কোন আবেদন নিবেদন শুনতে পায় না। এবং আবেদনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও তাদের নেই। আল্লাহ গভীর ও প্রখর দৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি তার বান্দাদের কার্যাবলী, সংকল্প ইচ্ছা পুরোপুরি ভালোভাবেই জানেন। কারণ তিনি বাছিরুম বিল ইবাদ। তিনি লাতিফ বা সুক্ষ্মদর্শী। সুতরাং তায়াক্কুল একমাত্র তাঁর ওপরই করতে হবে এবং যা কিছুর প্রয়োজন তাকেই বলতে হবে।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে আরবরা

(১০ পাতার পর)

'আমরা মার্কিন সরবরাহকারীদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছি, তবে অন্যান্যদের সঙ্গেও আমাদের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে।' উদাহরণ হিসেবে তিনি ইউক্রেনের সঙ্গে সাম্প্রতিক চুক্তির কথা উল্লেখ করেন। কাতার এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি, তবে কাতারি কর্মকর্তারা জনসম্মুখে বলেছেনড়তাদের মজুত ফুরিয়ে যায়নি এবং তারা আত্মরক্ষায় পুরোপুরি প্রস্তুত। ইউক্রেনীয় কোম্পানি ও সামরিক ইউনিটগুলো জানিয়েছে, উপসাগরীয় কর্মকর্তারা তাদের কাছে ইন্টারসেপ্টর ড্রোন ও ইলেকট্রনিক-ওয়ারফেয়ার সরঞ্জাম চেয়েছেন। তবে ইউক্রেনীয় অস্ত্র নির্মাতাদের হাতে অতিরিক্ত সরঞ্জাম নেই বললেই চলে। ওয়াইল্ড হরনেটস নামে একটি প্রতিষ্ঠান মাসে ১০ হাজারেরও বেশি ইন্টারসেপ্টর ড্রোন তৈরি করলেও তারা জানায়, ইউক্রেনের নিজস্ব চাহিদাই অনেক বেশি। এ ছাড়া রপ্তানির জন্য সরকারি অনুমোদনেরও প্রয়োজন রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থা যে বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না, সেটিই সংকটের মূল কারণ। ট্রাম্প প্রশাসন আরব আমিরাত, কুয়েত ও জর্ডানের কাছে ২৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার মধ্যে প্যাট্রিয়ট পিএসি-৩ ক্ষেপণাস্ত্রও রয়েছে। কিন্তু এই সরঞ্জামগুলো সরবরাহ করতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। বর্তমানে প্রায় ২০টি দেশ প্যাট্রিয়ট সিস্টেম ব্যবহার করে, কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এর মজুত প্রায় শেষ। সুইজারল্যান্ড জানিয়েছে, তারা প্যাট্রিয়ট সিস্টেমের ক্রয়াদেশ বাতিলের কথা ভাবছে, কারণ সরবরাহে দীর্ঘ বিলম্ব হচ্ছে। তবে দ্রুত সরবরাহযোগ্য এবং কম প্রযুক্তির কিছু বিকল্পও রয়েছে। সমরাস্ত্র উৎপাদক কোম্পানি রেথিয়ন বিজনেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেনিফার গটিয়ার জানান, তাদের ফ্যালাঙ্কস গ্যাটলিং গান নিয়ে অনেক দেশ আগ্রহ দেখিয়েছে। ট্রাকের ওপর বসানো যায় এমন গুলি-ভিত্তিক অস্ত্রগুলো ইউক্রেনে ড্রোন মোকাবিলায় সস্তা ও কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্য এখন বিকল্প খুঁজে নেওয়াই একমাত্র সমাধান। গত মাসে বাকিংহাম প্যালেসের কাছে এক ব্রিটিশ সেনা ব্যারাকে কয়েকটি উপসাগরীয় রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি মন্ত্রী লুক পোলার্ড নির্বাহীদের কাছে জানতে চান, 'আগামী ৩০,৬০ বা ৯০ দিনের মধ্যে আপনারা কী সরবরাহ করতে পারবেন?' সংশ্লিষ্টরা জানান, ব্রিটিশ কর্মকর্তারা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কোম্পানিগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু নির্বাহীদের পাল্টা প্রশ্ন ছিলড়একই সঙ্গে যুক্তরাজ্য, ইউক্রেন এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা তারা কীভাবে সামাল দেবেন? এই ডামাডোলে নতুন প্রতিরক্ষা স্টার্টআপগুলোও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জোহানেস পিনলের কোম্পানি মার্স সিগন্যাল জ্যামিং ও গুলি-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা সফটওয়্যার বিক্রি করে। তাঁর কোম্পানি ইরান যুদ্ধ শুরুর পরপরই এই অঞ্চলের এক কর্মকর্তার কাছ থেকে বার্তা পান। সেই কর্মকর্তা সরাসরি জানতে চেয়েছিলেন, 'আমাদের দ্রুত আরও সরঞ্জাম প্রয়োজন, আপনাদের সংগ্রহে এই মুহূর্তে কী কী আছে?' তথ্যসূত্রঃ ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা এভিনিউ, ১১৭ স্ট্রিট, রিচমন্ডহিল, ‘J’, ‘E’ ও ‘F’ ট্রেন স্টেশ এবং Q10 বাসস্টপের কাছে তৃতীয় তলায় ২ বেড, কিচেন, বাথসহ একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-255-4846, 347-259-2954। বি-৪৪

বাড়ি ভাড়া

200-03 109th Avenue, Saint Albans, NY 11412. ,এটিক ১ বেড রুম, ১ লিভিং রুম, বাথ ও কিচেন, সেমি-বেসমেন্ট ২ বেড রুম ১ বাথ ও কিচেন। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন এবং খালি। যোগাযোগ ঃ ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩ ও ৬৪৬-৩১৮-৯৮৬৪-পার্কিং পাওয়া যায়। অতি নিকটে সুপার মার্কেট, ফার্মেসী, রেষ্টুরেন্ট, কাছেই দুটি মসজিদ। সোলার সিস্টেম আছে । বি-৪৩-৪৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১০৪-৩০ ১৬৪ স্ট্রিট, ইয়র্ক কলেজের পাশে ৩ বেডরুম ২ বাথরুম, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং ও ফ্যামিলি পার্টির জন্য ব্যাকইয়ার্ডে প্রশস্ত স্থান ও সামারে সব্জি চাষের সুবিধা রয়েছে। ভাড়া: ২৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৮৪-৬৮৭৫, ৩৪৭-৩৬২-৮৪৬২ এবং ৩৪৭-৫৩৬-৬৫৭২ বি-৪৩-৪৪

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ২০৫ স্ট্রীট কিউ-৭৭ এবং কিউ-৮৩ স্টপের সন্নিকটে একটি সম্পূর্ণ রিনেভেটেড এক বেডরুম সেমিবেসমেন্ট আলাদা প্রবেশপথসহ আগামী মাস থেকে ভাড়া হবে। কল অথবা টেক্সট : **917-514- 0907.**বি-৪৩-৪৪

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বেসমেন্টে এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। মাসিক ভাড়া ১৫৫০ ডলার। যোগাযোগ : 917,686-2870. বি-৪২-৪৪

Apartment for Rent

One bedroom Basement apartment rent nice and clean fully renovation ,Queens Village rent, $1550. Contact number, 917,686-2870.

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭০-৩৮ ন্যাটকোর্ট এ তৃতীয় তলা অ্যাপার্টমেন্টের ১ম তলায় ৩ বেডরুম, ১ ফুল বাথ, লিভিং ও কিচেনসহ ১লা এপ্রিল ২০২৬ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 646-875-9063, 347-634-9278 বি-৪১-৪৩

House for rent

Renovated Duplex Two Bedroom, One Living Room, One Kitchen, One Bathroom House For Rent At 174 Street AND 106 Avenue in Jamaica, Close to BUS, PARK, SCHOOL, MOSQUE, ETC, Details **Call-929 350 9509**

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ও সুবিধাজনক লোকেশনে বড় অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুম, ১টি ফুল ও ১টি হাফ বাথরুম, প্রশস্ত লিভিং রুম, ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। বাসস্টপের খুব কাছে। পরিবার নিয়ে থাকার জন্য উপযুক্ত। যোগাযোগ: 917-686-2870 বি-৪১-৪৩

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

বাসার কাজের জন্য মহিলা আব্যশক

বাসায় রান্নাসহ অন্যান্য কাজে সহায়তা করার জন্য
একজন মহিলা কর্মী আবশ্যক।
যোগাযোগ: **347-536-6572 I 347-362-8462**
বি-৪৩-৪৪

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান।
ফোন: ৯১৭-৩৬৫-১৪০১ বি-৩৮-৪০

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

উডসাইড (৪৮-৩৫, ৪৬ ষ্ট্রিট) ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য একটি রুম ভাড়া হবে। মহিলা অথবা ছাত্রী হতে হবে। ৭ ট্রেন স্টেশনের পাশে। ফোন: 347-536-6169, 347-653-6415
বি-৪৪

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি এবং ‘এফ’ ট্রেন স্টেশনের কাছে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা কর্মজীবী মহিলাদের অগ্রাধিকার। যোগাযোগ: 347-255-4846, 347-259-2954
বি-৪৪

রুমমেট আবশ্যক

NY Queens এর Far Rockaway ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে একজন রুমমেট প্রয়োজন। খুবই নিরিবিলি পরিবেশ পার্কিং এর কোন সমস্যা নেই এবং A Train বাসার কাছে। | 1-917-545-9877 text করুন। বি-৪৫-৪৭

Building For Sale

১০৮-৫৫ সাটফিন বুলেভার্ডে ২ ফ্যামিলি স্টোরফ্রন্ট, ৩টি ইউনিট বিক্রয় হবে। মূল্য: **$985,000**

108-55 Sutphin Blvd, 2 Family, Storefront, 3 Units, Asking Price: $985K

Contact- Phone: **718-298-5885**
Email: lewislionel@aol.com বি-৪৪-৪৮

Full-time Radiologic Technologist & Technician needed

“APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree

in Radiologic Technology. Call **917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.**

লোক আবশ্যক

এস্টোরিয়ায় একটি পোলট্রিতে হালাল জবাই কাজের জন্য ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক জরুরিভিত্তিতে আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হবে। বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। যোগাযোগ : **347-754-8548, 347-741-2802, 347-451-9552, 718-729-1445**

House for Rent

1. 3 bed 1 bath living, dining behind York College, $2600,
2. Basement 2 bed 1bath, 169th St & Mefield Rd,
3. 3 bed 2 bath 164th & 107th Ave,
4. Woodside 3 bed 1.5 bath, living dining, 65 St Subway Satation,
5. 2 bed 1 bath living, 105-51 Remington St,
6. 3 bed 2 bath dining 168 St & JMC,
7. 2 bed 1 bath living, dining 206th St & Hillside Ave,
8. 3 bed 2 bath living, dining Parsons Blvd & 85th Ave,
9. 3 bed 1 bath living, 2nd flr
10. 3 bed 1 bath living, dining 158 St & 115 Ave,
11. Briarwood 1 bed 1 bath living, dining, 3rd flr, $2200
12. 3 bed 1 bath living, dining $3500 including
    3 bed 1 bath living, dining $3400 including
13. 3 bed 1 bath living, dining, Sutphin Blvd & 108 Ave
14. 3 bed 1 bath living, 177th St & 93rd Ave, 1st flr
15. 3 bed 1 bath Bachelor or Students, F train Parsons
16. 4 bed 1 bath Balcony, living dining, 139th St 87th Ave
17. 2 bed 1 bath A Train to Grand Ave, tenant pay utility
18. 2 bed 1 bath living, dining, big apartment, 193-01 Linden Blvd
19. Apartments: 2 bed 1 bath 1st flr
    3 bed 2 bath 2nd flr
    1 bed 1 bath 1st flr
    Corona/Flushing short walk from 7 Train
20. 3 bed 1 bath living, 1st flr 200th St & Hillside Ave, 1st flr
21. Duplex 3 bed 1 bath living dining 153 St & 110 Ave
22. 2 bed 1 bath 241-87th Ave, 2nd flr
23. 3 bed 2 bath Parsons Blvd & 85th Ave, Central A/C & heat
24. 2 bed 1 bath living, 2nd flr
25. East Elmhurst 2 bed 1 bath, living dining, 2nd flr $2500,
    100-02 23rd Ave
26. Jackson Heights, 3 bed 1 bath living dining, 71St & 34th Ave
27. 2 bed 1 bath 104-03 196th St
28. 3 bed 1 bath living, dining, 71st St & 34th Ave
29. 3 bed 2 bath 1st flr, close to Sutphin Blvd
30. 2 bed 2 bath 1st flr (section 8)
31. Duplex, 3 bed 3 bath living dining, 2nd flr, Remington St.
32. 2 bed 1 bath living, dining,
    4 bed 2 bath living dining
33. 1 bed 1 bath, husband-wife priority, 196th St & Hillside Ave
34. Astoria 2 bed 1 bath, living dining 21-28 25th St, Apt# 2B
35. Jackson Heights 2 bed 1 bath living, 73rd St & 37th St
36. 4 bed 2 bath, $3200 Utility included, close to 69 Station subway
37. 3 bed 1 bath $2500, Utility included, close to 69 Station subway
38. 3 bed 1 bath living dining, Sutphin blvd & 108th Ave
39. East Elmhurst 1 bed 1 bath living dining, 24-10 78th St
40. 3 bed 1 bath dining 168th St & Hillside Ave
41. Richmond Hill, 1 bed 1 bath living
42. 3bd, 1bath, living, Dining, 1st floor. 200th Street & Hollis Ave.
    1bd, 1bath, living 173 rd St. & 90th Ave.
43. Jackson Heights 3bd, 1bath, living, Dining, 71st Street & 34th Avenue.
44. 1bd, 1bath, 196th Street Hillside Ave. Husband & wife
45. 3bd, 1bath, living, 2nd floor. 177-51, 105th Ave. 2600 plus bills.
46. 3bd, 1bath, Dining 1st floor, $2700 plus bills, 161-44, 86th Ave.
    2bd, 1bath, living, Dining, 2nd floor, 84-19, 150th St. $2600 plus cooking gas+utility.
47. 3bd, 1 bath living 169th St. & Hillside Ave. $2700 + Bills.
    Studio Apartment 105-41, 189th St. $1400 including.—-
48. Basement 1bd, 1bath 183-27, Jamaica Ave. 2 women or husband & wife $1300.
49. Basement 2bd, 1 bath, living, 168th St. & 84th Ave.
50. 2bd, 1bath, 164th St & Highland Ave. 2 people.
51. 3bd, 1.5 bath, 3rd floor, 169th St. & 89th Ave.
52. From May, 4bd, 2bath, living, Dining, close Hillside Ave.
53. 1bd, 1bath, 173rd St. Close F train.
54. 3bd, 1bath, living, 177th St. & 93rd Ave.
55. 3bd, 2 bath, living, Dining, 2nd floor, 185th St. & 90th Ave.
56. 3bd, 1bath, living 2nd floor. $2600 plus bill.
57. 1bd, 1bath, living, 1st floor. Queens Village.

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ
ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন।

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury.com
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Free Market Analysis
Professional Photography
Shorter Days on Market
Sell for Top Dollars

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

গাজীপুরে জমি বিক্রয়

গাজীপুর সিটি করপোরেশন শিল্প জোন হাতিয়ার খিলপাড়া মাদ্রাসার উল্টো দিকে ৫৪ (চুয়ান্ন) শতাংশ নিষ্কন্টক জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : **01781095167**

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ২৮ বছর বয়সী ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্রের জন্য পাত্রী প্রয়োজন। পাত্র সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করার পর বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার ফর্সা ও সুন্দরী পাত্রী খুঁজছেন, যার বয়স হবে ২৪ থেকে ২৭ বছর বয়সের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত পাত্রীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ২১৫-৭৯১-১২৯১
বি-৪৫-৪৭

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ:
347-335-9887
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ :
৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি।
- HEALTHFIRST
- WELLCARE
- HUMANA
- AETNA
- UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ তুহিন
Lic. Insurance Agent
(718)310-0413
nymedicare@aol.com

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্র বিবাহের জন্য কনে খুঁজছেন। পাত্রের বয়স ২৮ বছর, সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার, ফর্সা ও সুন্দর কনে খুঁজছেন, যার বয়স ২৪ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত কনেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ **215-791-1291**

পাত্র আবশ্যক

স্বপরিবারে New York এ বসবাসরত বাঙালি মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠা Accounting এ Graduate ভদ্র, মার্জিত, নামাযী ২৮ বছর বয়সী Senior Associate Head Fund (SS & C technologies) কর্মরত পাত্রীর জন্য নিউইয়র্কে কর্মরত শিক্ষিত নামাযী পাত্র চাই। শুধুমাত্র পাত্র অথবা পাত্রের অভিভাবক যোগাযোগ করুন।
ফোন ঃ 631-552-9502

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

পাত্র-পাত্রী চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংঙ্গী/সংঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান:যুক্তরাষ্ট্র

CIVIL SERVICE – GOV JOBS!
ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432
বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।
যোগাযোগঃ মো. ওয়ালিউল্লাহ
ফোনঃ 929-636-6816

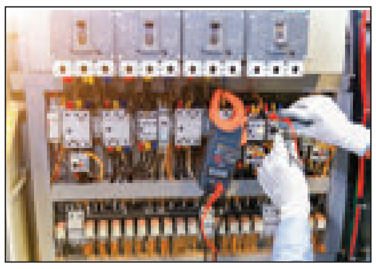

Health Career Training & Licensing
EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে
L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।
কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

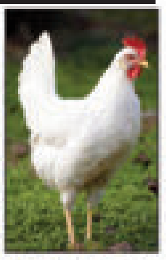

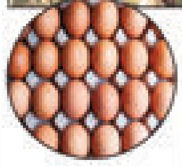

3 Red Fowl for $15
Buy 10 white chicken get 1 Free
Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422
168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar CHINESE

Sagar Restaurant
168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.
37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc
বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE

IRS
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

ফারহানা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য
আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।
যোগাযোগ:
+1 (281) 912-7812
greenlife5001@gmail.com
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ইমাম হেলাল আহমেদ। ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮। ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
* ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Liceensed R. E. Salesperson

বিশ্বকাপের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো

স্পোর্টস ডেস্ক : গত নভেম্বরে কেপ ভার্দে ও কুরাসাওয়ের মতো ক্ষুদ্র দেশ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে। রাজনৈতিক সংঘাতে হাইতি নিজ দেশে কোনো ম্যাচ না খেলেও বিশ্বমঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে। এদের আগমনে বিশ্বকাপ ঘিরে এক মিলনমেলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিশ্বকাপের দুই মাস বাকি থাকতে সে সম্ভাবনায় অঁ-াধার নেমে আসতে শুরু করেছে। আগামী ১১ জুন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপ বেশ কিছু সমস্যার মুখে পড়তে যাচ্ছে। এসব দূর করতে না পারলে এই টুর্নামেন্টের সফলতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে।

ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা: গত বছরের শেষ দিকে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বেশ উৎফুল্লভাবেই বলেছিলেন, 'পুরো পৃথিবীকে আমেরিকায় স্বাগতম।' কিন্তু ইনফান্তিনোর এ কথা হুমকির মুখে পড়ে গেছে। বিশ্বকাপে ১০৪ ম্যাচের মধ্যে ৭৮টি হবে যুক্তরাষ্ট্রে। অথচ সেই দেশে বিশ্বের অনেক দেশের দর্শকের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অবৈধ অভিবাসী ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরোপ করেছেন এ নিষেধাজ্ঞা। এই নীতির কারণে সেনেগাল, আইভরি কোস্ট, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও কেপ ভার্দের মতো অংশগ্রহণকারী দেশের দর্শকদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া ভীষণ কঠিন হয়ে গেছে। ১৫ হাজার ইউএস ডলার জমা রেখে তাদের ভিসা আবেদন করতে হবে। ইরান ও হাইতির দর্শকরা তো যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতেই পারবেন না। এ ছাড়া অবৈধ অভিবাসীদের রুখতে একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। আইসিই (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) নামক ওই বাহিনীর কাস্টডিতে এ বছর জানুয়ারিতে ছয়জন মারা গেছেন। অভিযানের সময় তাদের গুলিতে দুজন নিহত হয়েছে, যা নিয়ে পুরো আমেরিকায় প্রতিবাদ হয়েছে। তাতে অবশ্য তাদের দাপট একটুও কমেনি। আসন্ন বিশ্বকাপ উপভোগ করতে আসা দর্শকরাও এই বাহিনীর কবলে পড়ে নাজেহাল হতে পারেন।

টিকিটের উচ্চমূল্য: মাত্র দুই মাস বাকি বিশ্বকাপের। অথচ এখনও বিশ্বকাপ টিকিটের উচ্চমূল্য নিয়ে ফিফার ওপর চরম ক্ষুব্ধ ফুটবলপ্রেমীরা। বিষয়টি নিয়ে ফুটবল সাপোটার্স অ্যাসোসিয়েশন (এফএসএ) ও ইউরোপীয় ভোক্তা সংগঠন ইউরোকনজিউমার্স যৌথভাবে ইউরোপীয় কমিশনের কাছে ফিফার বিরুদ্ধে নালিশ দিয়েছে। তাদের দাবি, বিশ্বকাপ টিকিট নিয়ে ফিফা একচেটিয়া আধিপত্যের অপব্যহার করেছে। একজন দর্শক যদি প্রতি রাউন্ডে একটি করে ম্যাচ দেখতে চান, তাহলে আটটি ম্যাচের জন্য সর্বনিম্ন ক্যাটেগরির টিকিটের পেছনে তাঁকে দিতে হবে ৫ হাজার ২২৫ পাউন্ড। অথচ ২০২২ বিশ্বকাপে সাতটি টিকিটের পেছনে খরচ ছিল ১ হাজার ৪৬৬ পাউন্ড। এই সমালোচনার মুখে পড়ে ফিফা ৬০ ডলার মূল্যে কিছু সস্তা টিকেট বাজারে ছেড়েছে। তবে এই টিকিটের সংখ্যা এতই কম যে সাধারণ দর্শকের কাছে তা পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। টিকেটের মূল্য নিয়ে এই বিতর্কের মাঝেই আরও দামি টিকেট বাজারে ছেড়েছে ফিফা। এতদিন সামনের সারির ১০০ আসনের সর্বোচ্চ দাম ছিল ২ হাজার ৭৩৫ ডলার। এবার এই বিভাগের সর্বোচ্চ মূল্যের টিকিটের দাম করা হলো ৪ হাজার ১০৫ ডলার। আগে ফাইনালের টিকিটের সর্বোচ্চ দাম ছিল ৮ হাজার ৬৮০ ডলার। এবার ফাইনালের টিকিটের সর্বোচ্চ দাম ১০ হাজার ৯৯০ ডলার। অন্যান্য ক্যাটেগরির টিকিটের দামও বাড়ানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কন্ডিশন: গত বছর ক্লাব বিশ্বকাপ আসরের মধ্য দিয়ে বছরের এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া ও সেখানকার স্টেডিয়ামের অবস্থা হাতেকলমে সবার সামনে ফুটে উঠেছে। জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক থাকে। গ্রীষ্মের এই খরতাপে অংশগ্রহণকারী ৪৮ দেশের অধিকাংশেরই স্বাভাবিক খেলাটা প্রদর্শন সম্ভব নয়। এই গরমের জন্য ক্লাব বিশ্বকাপে 'কুলিং ব্রেক' দেওয়া হয়েছিল। চেলসির তৎকালীন কোচ এনজো মারেস্কা বলেছিলেন, এই গরমে ম্যাচ খেলা তো দূরের বিষয়, একটি অনুশীলন সেশন করাও অসম্ভব। চেলসির আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ স্বীকার করেছিলেন, ম্যাচের সময় গরমে তাঁর মাথা ঝিমঝিম করেছিল। শুধু তাই নয়, ওই সময় স্টেডিয়ামগুলোর অবস্থাও বেশ খারাপ থাকে। ক্লাব বিশ্বকাপের সময় মাঠের রুক্ষ অবস্থা দেখে অনেক খেলোয়াড় ও কোচ হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। রিয়াল মাদ্রিদের ইংলিশ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম তো প্রকাশ্যে বলেছিলেন মাঠের অবস্থা একেবারেই ভালো নয়। পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে সিয়াটল স্টেডিয়ামের মাঠ দেখে হতাশায় বলেছিলেন, 'আমি কল্পনাও করতে পারছি না যে কোন এনবিএ ম্যাচের কোর্ট গর্তে ভরা থাকবে!' সিয়াটল স্যান্ডার্সের বিপক্ষে ২-০ গোলে জেতার পর তিনি আরও বলেছিলেন, 'এখানে বল ইঁদুরের মতো যেমন ইচ্ছে লাফাচ্ছে।'

যুদ্ধের প্রভাব: গত ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'ফিফা শান্তি পুরস্কারে' ভূষিত করেছিলেন ইনফ-ান্তিনো। সেই ট্রাম্প ইসরায়েলকে সঙ্গে নিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধিয়ে পুরো বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে অস্থির করে তুলেছেন। ইরানের ওপর আক্রমণের কারণে হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যে কারণে বিশ্বব্যাপী জ্বালানির দাম বেড়ে গেছে। উপসাগরীয় দেশগুলোর জ্বালানি উৎপাদন ব্যবস্থাও ভীষণ ক্ষতির মুখে পড়েছে। তাই পুরো বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে গেছে। পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অবশ্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা শুরুর কথা রয়েছে। তবে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পুরো পৃথিবীর বেশ কিছু দিন লাগবে। তাই বিশ্বকাপ দেখতে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া দর্শকদের খরচের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।

মাদক-সংক্রান্ত সহিংসতা: মেক্সিকোতে নিরাপত্তা একটা বিশাল সমস্যা। গত মাসে জালিসকোতে মাদক সম্রাট নেমেসিও ওসেগুয়েরার বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশটির সেন-াবাহিনী অভিযান চালায়। সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে ওসেগুয়েরাসহ তাঁর বাহিনীর অনেকে মারা যান। নিরাপত্তা বাহিনীর ২৫ সদস্যও মারা গেছেন। মেক্সিকোতে বিশ্বকাপের ১৩টি ম্যাচ হবে। এর মধ্যে চারটি হবে জালিসকো প্রদেশের রাজধানী গুয়াদালাজ-ারাতে।

যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতেই বিশ্বকাপ খেলতে হবে ইরানকে

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ বিশ্বকাপকে ঘিরে মাঠের খেলার চেয়ে মাঠের বাইরের বিতর্কই এখন বেশি আলোচনায়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সঙ্গে চলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে নিজেদের ম্যাচগুলো যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে মেক্সিকোর ভেন্যুতে আয়োজনের অনুরোধ জানিয়েছিল ইরান। তবে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা সেই আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। ইরান ফুটবল ফেডারেশন নিরাপত্তা ঝুঁকি ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা উল্লেখ করে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ স্থানান্তরের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেইনবাউম এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, ফিফা এই প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি। ফিফা জানিয়েছে, লজিস্টিক ও পরিকল্পনাগত কারণে শেষ মুহূর্তে ভেন্যু পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই সূচি অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত স্থানেই ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করে বলেন, নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ইরানের বিশ্বকাপে অংশ না নেওয়াই ভালো হতে পারেড়যা বিতর্ক আরও বাড়িয়ে দেয়। এর জবাবে ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহেদী তাজ সাফ জানান, খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে তারা যুক্তরাষ্ট্রে খেলতে যাবে না। এমনকি দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রীও বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তার কথা বলেছেন। ২০২৬ বিশ্বকাপে ইরান 'জি' গ্রুপে খেলবে, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম, মিশর ও নিউজিল্যান্ড। সূচি অনুযায়ী তাদের সব ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

বিশ্বকাপ খেলে বাংলাদেশ পাবে ৩ কোটি টাকা

স্পোর্টস ডেস্ক : নারীদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র দুই মাস বাকি। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসে হতে যাওয়া এই মেগা ইভেন্টের জন্য রেকর্ড প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। যা নারী ক্রিকেটের যেকোনো ফরম্যাটের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। নারীদের সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হয়েছিল ২০২৪ সালে, সেই আসরে অংশ নেয় ১০টি দল। এবার অংশ নেবে ১২টি দল। গত আসরের তুলনায় প্রাইজমানি বেড়েছে ১০ শতাংশ। এবারের প্রাইজমানি প্রায় ১০৮ কোটি টাকা। এবারের আসরে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ২৮ কোটি ৮০ লাখ টাকারও বেশি। আর রানার্সআপ দল পাবে ১৪ কোটি ৪০ লাখ টাকার বেশি। এছাড়া সেমিফাইনালে হেরে বিদায় নেওয়া দুটি দল পাবে ৬ লাখ ৭৫ হাজার ডলার করে এবং গ্রুপপর্বে প্রতিটি ম্যাচ জয়ের জন্য ৩১১৫৪ ডলার বরাদ্দ রয়েছে।

কোনো ম্যাচ না জিতলেও প্রতিযোগায় অংশ নেওয়া প্রতিটি দল পাবে ন্যূনতম ৩ কোটি ৫ লাখ টাকা করে। ফলে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েই বাংলাদেশ পকেটে পুরবে ৩ কোটি ৫ লাখ টাকা। আইসিসির প্রধান নির্বাহী (সিইও) সঞ্জোগ গুপ্ত বলেন, 'নারী ক্রিকেটের অগ্রগতি দ্রুততার সঙ্গে ঘটছে এবং আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসন্ন আসরের ১২ প্রতিযোগী ও সম্মিলিত প্রাইজমানিও রেকর্ড অবস্থানে।

মেসি-রোনালদো-নেইমার : বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা কার কেমন

স্পোর্টস ডেস্ক : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আগে পোস্টটি করেছিলেন এক ফুটবলপ্রেমী ।তিনজনের ছবিসহ সে পোস্টের ক্যাপশন ছিল 'দ্য থ্রি স্টুজেস'ড়অর্থাৎ তিন 'জোকার'। কেন এ তকমা–সেটার ব্যাখ্যাও ছিল বেশ মজার। দেড় দশক ধরে ফুটবলে তারকা ইমেজে তাঁদের ধারেকাছে কেউ নেই। মাঠে প্রতিভার ছটায় প্রতিপক্ষকে যেভাবে বোকা বানিয়ে দর্শকদের তাঁরা মজা দেন, সে বিচারে তো তাঁরা তিনজন 'জোকার'ই। ১৯২২ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সারা দুনিয়াকে আনন্দে ভাসানো কমেডি শো 'দ্য থ্রি স্টুজেস' যেমন দীর্ঘ মেয়াদে চলেছেড় তাঁদের তিনজনের ক্যারিয়ারও তেমনই লম্বা। আর সাফল্যে সেই কমেডি শোর মতো তঁ-ারাও ঐতিহাসিক। নাম বলে দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার–লিওনেল মেসি, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও নেইমার। ২০২৬ বিশ্বকাপে ফুটবল সামনে রেখে এই ত্রয়ী 'জোকার' কিংবা কিংবদন্তি তিন রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। অন্যভাবে বললে, তাঁরা যতটা যাচ্ছেন, ভক্তদের ভাবনা তার চেয়ে আরও বেশি। সেই ভাবনা খুলে বলার আগে একটি প্রশ্ন করা যাকড়২০২৬ বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় তারকা কারা? খেলবেন কি না খেলবেন, কিংবা দলে ঠাঁই পাবেন কি না–এসব ভাবনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে এক লহমায় বলা যায়ড়নেইমার, রোনালদো ও মেসি। অর্থাৎ বিশ্বকাপে আসলে এই তিন কিংবদন্তিকে দেখার অপেক্ষায় সবাই। এই আগ্রহের পেছনে একটি কারণ সম্ভবতড়তিনজনের জন্যই এট শেষ বিশ্বকাপ। ৩৮ বছরের মেসি, ৩৪ বছরের নেইমার এবং ৪১ বছর বয়সী রোনালদো আগেই এই সীমারেখাটা টেনে দিয়েছেন। সম্ভাব্য এই শেষ বিশ্বকাপে পা রাখার আগে তিন কিংবদন্তি দাঁড়িয়ে তিন রকম পরিস্থিতিতে। অল্প কথায় তা বর্ণনা করলে যেমন দাঁড়ায়ড় মেসি: গোটা দুনিয়া মেসিকে বিশ্বকাপে দেখতে চায়। কিন্তু বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র দুই মাস আগেও কেউ জানে না ২০২৬ বিশ্বকাপে মেসি খেলবেন কি না! ভদ্রলোক নিজে হয়তো জানেন কী করবেন, কিন্তু কাউকে এখনো কিছু বলেননি। রোনালদো: গোটা দুনিয়া রোনালদোকেও ২০২৬ বিশ্বকাপে দেখতে চায়। পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেজও চান আর রোনালদো যে খেলতে চান সেটা না বললেও চলে। ঝামেলা হলো, কিছুদিন আগে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি কাটিয়ে মাঠে ফেরা রোনালদোর ফিটনেস ও চোটে পড়ার শঙ্কা আছে। নেইমার: ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে তিনি নিজে মরিয়া। কিন্তু ফিটনেস সমস্যায় ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি তাঁকে কোনো নিশ্চয়তা দেননি এখনো। নেইমারকে বিশ্বকাপে খেলানো উচিত কি নাড়তা নিয়ে কিছুদিন আগে ব্রাজিলের এক সংবাদমাধ্যমের জরিপে স্বয়ং ব্রাজিলেই বিভক্তিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এই তিন তারকার মধ্যে কারও বিশ্বকাপে খেলাই এখনো নিশ্চিত নয়। হ্যাঁ, খেলার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। তবে চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণার আগে যেমন কোনো কিছু নিশ্চিত নয়, তেমনি বর্তমান পরিস্থিতিও তাঁদের সে জোরাল সম্ভাবনায় বেশ কিছু ছোটখাটো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ধরে নেওয়া যাক, শেষ পর্যন্ত কাউকে বিশ্বকাপে দেখা গেল না! তখন? কী আর করা, দীর্ঘ দেড় দশকজুড়ে ফুটবল বিশ্বে আধিপত্য এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দুতে ওঠা তিন তারকাকে না দেখার হতাশায় পুড়তে হবে। কিন্তু ফুটবলের সবচেয়ে নৈরাশ্যবাদী সমর্থকও সম্ভবত এমন কিছুর শঙ্কার নেই। কারণ, মেসি চাইলে এবং রোনালদো ও নেইমার ফিট থাকলেড়তাঁদের ছাড়াই বিশ্বকাপে যাওয়ার মতো বোকা কোচ পৃথিবীতে সম্ভবত নেই।

তাই আশার কথাই বলা যাক এবং সেটা শুরু হোক সর্বশেষ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন মেসিকে দিয়ে। মেসি: সিদ্ধান্ত তাঁর, অপেক্ষায় বিশ্ব মুখ ফুটে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। প্রায় দেড়ুদুই বছর ধরেই বলছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে প্রতিটি দিন ধরে ধরে এগোতে চান। শরীর সায় দিলে খেলবেন ২০২৬ বিশ্বকাপে। আগামী জুনে মেসি পা দেবেন ৩৯ বছরে। চার বছর আগের সেই মেসি আর এ মেসির মধ্যে বয়স যে কিছুটা পার্থক্য টেনে দিয়েছে, তা তো বলাই যায়। কিন্তু লোকটির নাম মেসি বলেই আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি এসব কিছুই ভাবছেন না। তিনি মেসির সবুজ সংকেত পাওয়ার অপেক্ষায়ড়সিদ্ধান্তটি 'সম্পূর্ণ মেসির ওপর নির্ভর করছে'। অর্থাৎ ফিটনেস, পারফরম্যান্স আসলে কিছু না। মেসি চান কি না খেলতেড়সেটাই স্কালোনির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মেসি খেলতে চান কি না, সেটা বোঝা যায় গত বছর ও চলতি বছরে তাঁর পারফরম্যান্স দেখে। গত বছর দেশ ও ক্লাবের হয়ে মোট ৫৪ ম্যাচে করেন ৪৬ গোল, গোল বানান ২৮টি। এ বছর এখন পর্যন্ত ১০ ম্যাচে করেছেন ৭ গোল। এর মধ্যে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলেছেন সম্ভাব্য ৯ ম্যাচের মধ্যে ৮ ম্যাচ। বিশ্বকাপে খেলার বিষয়টি মাথায় না রাখলে ক্লাবের হয়ে নিয়মিত কি খেলতেন মেসি? তাঁর তো ক্যারিয়ারে আর কিছুই পাওয়ার নেই। তাহলে নিয়মিত খেলার অর্থ তো একটাই, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে নিজের ধারটা ধরে রাখা। এখন শুধুই তাঁর মুখ ফুটে সেই ইচ্ছাটা বলার অপেক্ষা।

রোনালদো: ইচ্ছা আছে, প্রশ্ন ফিটনেসে : গত বছরের নভেম্বরেই জানিয়েছেন, আর 'একদুই বছর' হয়তো ফুটবল খেলবেন। অর্থাৎ ২০২৬ বিশ্বকাপই হতে তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেজও রোনালদোকে বিশ্বকাপে পাওয়ার আগ্রহ জানিয়েছেন একাধিকবার। এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। একটু শঙ্কার মেঘ জমে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রোনালদোর আল নাসরের হয়ে খেলার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার পর। ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে তখন একাধিক ম্যাচে খেলতে পারেননি। আল নাসর কোচ জর্জ জেসুস সে সময় জানিয়েছিলেন, রোনালদোর চোট যেমন ভাবা হয়েছিল তার চেয়েও 'মারাত্মক'। সেই চোট কাটিয়ে কিংবদন্তি মাঠে ফিরে আল নাসরের হয়ে গোলও করেছেন। তবু এই বয়সে ফিটনেস নিয়ে একটা শঙ্কার জায়গা তো থাকেই। মার্তিনেজ যদিও বলে রেখেছেন, বিশ্বকাপে 'সেন্টার ফরোয়ার্ড পজিশন রোনালদো ও গনসালো রামোসের'।

নেইমার: ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু পথ কঠিন : ২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে ব্রাজিলের এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্নড়নেইমারকে কি দেখা যাবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর আসরে? আনচেলত্তি ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর এখনো জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পাননি নেইমার। চোটের কারণে দুই বছরের বেশি সময় ধরে তিনি ব্রাজিল দলের বাইরে। আনচেলত্তি বারবার বলেছেন, জাতীয় দলে ফিরতে নেইমারকে আগে পূর্ণ ফিটনেস ফিরে পেতে হবে। এদিকে সান্তোসের হয়ে ব্রাজি-লিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে মাঠে ফিরে ভালো খেলেন নেইমার। ক্লাবটির কোচ কুকার ভাষায়, 'নেইমার ম্যাচের পর ম্যাচ উন্নতি করছে।' ব্রাজিলের কোচ আনচেলত্তি ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'লেকিপ'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'হাঁটুর চোট কাটিয়ে নেইমার ভালোভাবে ফিরে এসেছে, গোল করেছে। নিজের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে তাকে অবশ্যই এভাবে খেলা চালিয়ে যেতে হবে। সে সঠিক পথেই আছে।' যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। শেষ পর্যন্ত এ তিন কিংবদন্তিকে একসঙ্গে বিশ্বকাপে দেখা যাবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী, রোনালদোকে বিশ্বকাপে দেখার ব্যাপারটি আপাতত বাকি দুজনের চেয়ে বেশি নিশ্চিত। মেসির ক্ষেত্রে শুধু মুখ ফুটে বলার অপেক্ষা। আর নেইমারের অপেক্ষা পূর্ণ ফিটনেসে ফেরার। দেখা যাক, কী ঘটে।

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী
Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com

www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE:

888-216-STAR (7827)

সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Thursday
16 April 2026
বৃহস্পতিবার
১৬ এপ্রিল ২০২৬

ড্রামা সার্কল'র বাংলা বর্ষবরণ উৎসবে সঙ্গীত পরিবেশন।

নিউইয়র্কে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিরা মেতে উঠেছিলেন বাংলা নববর্ষবরণ উৎসবে। নিউইয়র্ক সিটির টাইমস স্কয়ার, বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে বসে রঙ, সুর আর ঐতিহ্যের মিলনমেলা। ড্রামা সার্কল, আনন্দধ্বনি সহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের বর্ণাঢ্য *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

সিটির মালিকানায় গ্রোসারি চালু করবেন মেয়র মামদানি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: ভোগ্যপন্যের অত্যধিক বৃদ্ধিতে স্বল্প সামর্থের সিটিবাসীদের স্বস্তি দিতে মেয়র জোহরান মামদানি তার প্রথম উদ্যোগ হিসেবে ম্যান-হাটানের ইস্ট হারলেমে সিটির মালিকানায় একটি গ্রোসারি স্টোর চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন। মেয়র মামদানি তার দায়িত্ব গ্রহণের শততম দিনে গত রোববার *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

'গ্রি মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স' দিচ্ছে এয়ারকন্ডিশন ও হিটিং সিস্টেম সুবিধা

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশীরা নিজ বাসা কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এয়ারকন্ডিশন এবং হিটিং সিস্টেম ব্যবহার করছেন। এজন্য সিটি

GREE MECHANICAL YONKERS

কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান দিচ্ছে। তোফায়েল চৌধুরী লিটন তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ্রি-ম্যাকানিকালের মাধ্যমে অন্যান্য *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

তোফায়েল চৌধুরী লিটন

পাসপোর্ট আবেদনের জন্য অনলাইন পেমেন্ট বাধ্যতামূলক করছে যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্রে পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়ায় বড় পরিবর্তন আসছে। আগামী দিনে সব ধরনের পাসপোর্ট *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

সতর্ক থাকার পরামর্শ অ্যাটর্নি গেহির

যুক্তরাষ্ট্রে ডিপোর্টেশন বাড়ছে

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া বাড়ার আশঙ্কার মধ্যে অনেক অভিবাসী ইমিগ্রেশন কোর্টে হাজিরার নোটিশ পাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে ভুল ধারণা দূর করে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন অভিবাসন আইনজীবী নরেশ গেহি। যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়ে তিনি বলেন, অনেকেই মনে করেন শুধুমাত্র অ্যাসাই-লাম আবেদন খারিজ হলেই ইমিগ্রেশন জজের সামনে হাজির হতে হয়, কিন্তু এই ধারণা *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

হজ ভিসা নিয়ে সৌদি আরবের নতুন সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ ডেস্ক : পবিত্র হজ পালনের জন্য একমাত্র হজ ভিসা ছাড়া অন্য কোনো ভিসা বৈধ নয় বলে জানিয়েছে সৌদি আরব। বাইরে থেকে আগত মুসল্লিদের জন্য এই নিয়ম *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

ভিসা ছাড়াই যে ৩৬ দেশে যেতে পারবেন বাংলাদেশিরা

ঢাকা : বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টগুলোর নতুন তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান কিছুটা নিচে নেমেছে। হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স-এর সর্বশেষ পাসপোর্ট সূচক অনুযায়ী, *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

ডলি বেগম কানাডায় প্রথম বাংলাদেশি ফেডারেল এমপি

বাংলাদেশ ডেস্ক : বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক ডলি বেগম দেশটির ফেডারেল রাজনীতিতে প্রথমবারের মত এমপি নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। টরোন্টোর স্কারবোরো সাউথওয়েস্ট *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম : (৭) এসএসসি পরীক্ষার পর আমার জীবন খুব দ্রুত বদলে যেতে লাগলো। একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করি, যেটি পরবর্তীতে 'একাকী নক্ষত্র' শিরোনামে পল্লব পাবলিশার্স থেকে বই আকারে প্রকাশ হয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক চারু হায়দারের জীবনে যা যা ঘটেছে পরবর্তী দশ বছর ধরে আমার জীবনে প্রায় তা-ই ঘটেছে। বলতে *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

সন্তানের জন্য ঢাকায় মার্কিন তরুণের লড়াই

ঢাকা : ২০১৬ সালের ৩রা জুন। যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের একটি বারে বাংলাদেশি তরুণী ফারহানা করিমের সঙ্গে পরিচয় হয় মার্কিন তরুণ গ্যারিসন *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

'সিটিভি' ২৪ ঘন্টা সম্প্রচারের প্রস্তুতি নিয়ে আসছে

CTV
ctvusa.tv

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): 'বাংলার টান, প্রবাসের প্রাণ' শ্লোগান নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

নিউইয়র্কে আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ গঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ ইউএসএ গঠিত হয়েছে। *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

কাজী জহিরুল ইসলামের কথায় মরিয়ম মারিয়ার নতুন গান "জীবনের ব্যালকনি"

নিউইয়র্ক : কণ্ঠশিল্পী মরিয়ম মারিয়ার নতুন গান "জীবনের ব্যালকনি" বাজারে এসেছে। গানটি শিল্পীর *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে 'রাক্ষস' মুক্তি পাচ্ছে ১৭ এপ্রিল

নিউইয়র্ক : এবারের ঈদের অন্যতম সিনেমা 'রাক্ষস' এবার বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে উত্তর আমেরিকায় শুভমুক্তি পেতে যাচ্ছে। মুক্তির পর *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

ডেমোক্রেট কাউন্টি কমিটিতে লড়ছেন খোরশেদ খন্দকার

বাংলাদেশ রিপোর্ট : কুইন্সে আসন্ন ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটিতে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। এই নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক কাউন্টি কমিটি মেম্বার পদে প্রার্থী *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

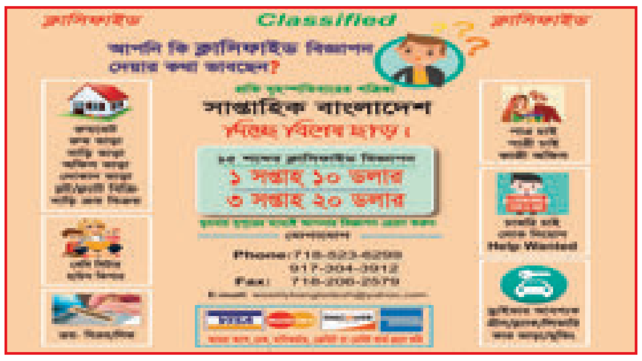

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com